The parliament face

A journal towards people

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

একজন সংসদ সদস্য: নির্লোভ দায়িত্ববোধ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব পৃ: ৩৫

The parliament face
MAY 2018
www.theparliamentfacebd.com

ঈদ মোবারক

হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্রে আসুন
হলিস্টিক চিকিৎসা গ্রহণ করুন
সুস্থ, সবল ও দীর্ঘ জীবন লাভ করুন

সারাদেশেই রয়েছে হামদর্দ-এর চিকিৎসা কেন্দ্র
চিকিৎসাসেবা: প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত

ব্যবস্থাপত্রের জন্য কোন টাকা নেয়া হয় না

১৯০৭ সাল থেকে প্রতিটি ঘরে ঘরে জনপ্রিয় নাম

রুহ্ আফজা

স্বর্গীয় অমৃত সুধা, অনিন্দ্য সুন্দর নাম

ইফতার ও সাহ্‌রিতে এক গ্লাস/২০০ মিলি বরফ শীতল পানিতে ৩ টেবিল চামচ/৫০ মিলি রুহ্ আফজা মিশিয়ে পান করুন। শরীর থাকবে চাঙ্গা ও সতেজ, বুঝতেই দেবে না সারাদিনের রোজার ক্লান্তি।

BANGLADESH হালাল HALAL ISLAMIC FOUNDATION

স্বর্গীয় অমৃত সুধা রুহ্ আফজা অনিন্দ্য সুন্দর নাম

Ref. SAVEUR, USA (Feb 2007)

শরবতসহ বিভিন্ন মজাদার রেসিপির জন্য
www.roohafza.com.bd

হামদর্দ ভবন ৯৮-৯৯ বীর উত্তম সি.আর.দত্ত সড়ক, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
www.hamdard.com.bd, www.hamdard.tv
marketing@hamdard.com.bd, info@hamdard.com.bd
Follow us on
Hamdard Roohafza, hamdardbd
Download App Hamdard Bangladesh

হামদর্দ
বিশুদ্ধ ব্যয়, পরীক্ষিত পথ্য

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ

১৯০৬ সাল হতে মানব সেবায় নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান

জনতা ব্যাংক স্পীডি ফরেন রেমিট্যান্স পেমেন্ট সিস্টেম

প্রবাসে বুকিং দেয়া মাত্রই দেশে তাৎক্ষণিক পরিশোধ...

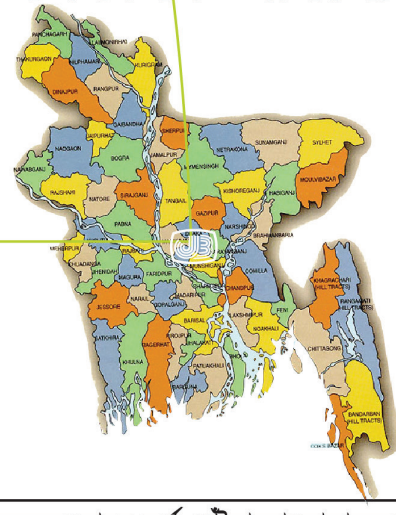

পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে বুকিং দেয়ার সাথে সাথে আপনার আপনজনের কাছে অর্থ পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব।

বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ করে কষ্টার্জিত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন ও দেশের অগ্রগতিতে শরীক হউন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন , ফরেন রেমিটেন্স ডিপার্টমেন্ট ঃ প্রধান কার্যালয়: ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন : +৮৮-০২- ৯৬১৫৩০৬, +৮৮-০২-৯৫১৫৩০৪, +৮৮-০২- ৯৫১৫৩০৫, +৮৮-০২-৯৫১৩৯৪৫ ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৬৪৬৪৪ E-mail: jbceftoperation@janataremitt.com.bd

Website: www.jb.com.bd

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

The Shade of LIFE

PRAN®

www.pranfoods.net

Delighting consumer taste buds across the globe, PRAN have taken the noble oath to ensure the best in quality brands of food and beverages to millions of people in more than 121 countries of the world. We are proud of our journey, which started in Bangladesh in 1981, to reach you. Our pursuit for happiness will continue till we see that precious smile of fulfillment on YOUR face!

Pran Export/ Buzzuka/ 2016

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

সৌজন্য সংখ্যা ঃ মে ২০১৮

সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সভাপতি
রীনা জামান

সম্পাদক
মো. মনজুরুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
নাজনীন নাহার

নিয়মিত লেখক
অধ্যাপক আনোয়ারুল হক
ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে
সহকারী অধ্যাপক মামুন আ. কাইউম
দীয়া সিমান্ত
সাব্বিন হাসান
আল্লামা ইকবাল অনিক

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন
মাকসুদ আরেফীন

পাক্ষিক পার্লামেন্ট ফেইস
ফাবি নাহিয়ান কর্তৃক প্রকাশিত একটি সৌজন্যমুলক প্রকাশনা।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের আশা আকাঙ্খার বাতিঘর জাতীয় সংসদ। যে সংসদের সদস্যগণ দেশের সাধারণ জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এলাকাবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেন। সাধারণ মানুষের নাগরিক জীবনমান উন্নয়নে আইন প্রণয়নসহ তা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে থাকে সংসদ প্রতিনিধিগণ। জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং জনগণের প্রত্যাশা নিয়ে গবেষনাধর্মী প্রতিবেদন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সমস্যা-সম্ভাবনামূলক সাপ্তাহিক জার্নাল "দ্য পার্লামেন্ট ফেইস"। জনপ্রতিনিধিদের ভাবনা হোক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা, জনপ্রতিনিধির ভাষা হোক জনগণের আশা- এই শ্লোগানকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মানবিক উন্নয়নসহ সমৃদ্ধ দেশ গঠন লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনে কাজ করতে প্রত্যয়ী দ্য পার্লামেন্ট ফেইস জার্নাল।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের অহংকার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা, মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী তথা মুক্তিযুদ্ধের আলোকে উদ্ভাসিত তরুণ প্রাণধারক স্বাধীনতা সার্বোভৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত প্রজন্মকে ইতিহাস ঐতিহ্যসহ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার সম্যক ধারণা দেওয়ার ক্ষুদ্র প্রয়াসে দ্য পার্লামেন্ট ফেইস-এর পথচলা।

জাতির পিতার হত্যাকান্ড স্মরণে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে "দ্য পার্লামেন্ট ফেইস" একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখ জাতীয় প্রেসক্লাবে ক্রোড়পত্রটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী, প্রেসক্লাব সভাপ্রধান, বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপ্রধানসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত থেকে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। আগামী ৩১ মে সংখ্যাটির ১ম সৌজন্য সংখ্যা বের হতে যাচ্ছে। সংখ্যাটিতে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সংসদ সদস্যদের ভুমিকা, সংসদ সদস্যদের কাজ ও জবাবদিহিতা, দেশোন্নয়ণে তরুন সমাজের ভাবনা, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিয়ে জাতীয় আয়ের উৎস নির্ণয়, মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ যোদ্ধাদের গর্বগাথাঁ, সংসদ সদস্যদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর ভাবনা বিষয়গুলো আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া থাকছে দৃষ্টি আকর্ষন পাতা যেখানে আগামী বিষয়গুলোর কিছু ধারণা পাবেন সম্মানিত পাঠকবৃন্দ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস উন্নয়নশীল দেশ গঠনের অংশীদার হওয়ার প্রত্যয় রেখে সমাজ উন্নয়ন তথা মানবিক উন্নয়ণে কাজ করার প্রত্যাশী। দেশের প্রতিটি জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা পত্রিকাটির এই চলার পথের পাথেয়।

সূচিপত্র

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

ডিজিটাল আইন ৩২ ধারা কী বলছে! ৭
সাব্বিন হাসান

৭ই মার্চের ভাষন নিয়ে ভাষন নয় ১২
হোক দেশ সেবার প্রেরণা
ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে এবং মামুন আ. কাইউম

জাতির প্রতি সংসদ সদস্যদের ১৭
দায়িত্ব ও গ্রহনযোগ্য নেতৃত্ব
মনজুরুল ইসলাম মেঘ

শিহোরিত মুক্তিযুদ্ধ আবেগ তাড়িত ২১
করে সম্মুখ যোদ্ধাদের:
বীরবিক্রম শাহজাহান সিদ্দিকী
দীয়া সিমান্ত ও নাজনীন নাহার

গৌরবের জাতীয় সংসদ ২৭
এক ঐতিহাসিক কাব্য
আল্লামা ইকবাল অনিক

একজন সংসদ সদস্য: ৩৫
নির্লোভ দায়িত্ববোধ
ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব
দীয়া সিমান্ত

শেখ মুজিব আমার পিতা ৪৩
শেখ হাসিনা

প্রাথমিক শিক্ষা হোক মানব ৪৭
উন্নয়নের মূলভিত্তি
অধ্যাপক আনোয়ারুল হক

ইতিহাসের সৃষ্টি, ইতিহাসের স্রষ্টা ৫০
আনিসুজ্জামান

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: ইয়ং ভয়েস ৫৪
নিউজ ডেক্স

জাতীয় নির্বাচন ২০১৮: ৫৮
নাগরিক প্রত্যাশা
নিজস্ব প্রতিবেদক

সমৃদ্ধি ও আয় বাড়াবে ৬৪
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট
এম. মিজানুর রহমান সোহেল

তৃণমূল ভাবনায় সংসদ প্রতিনিধিদের ৭৪
যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ
নিউজ ডেক্স

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ ৭৭
নাজনীন নাহার

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

সৌজন্য সংখ্যা ঃ মে ২০১৮

সূচিপত্র

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান উল্লেখিত পদত্যাগপত্রের জওয়াবে জানাইয়াছেন যে,“মানুষ যেখানে সহজে মন্ত্রিত্ব পদের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, সেখানে আপনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে জোরদার ও সরকারের হস্ত শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপণ করিয়া এক প্রশংসনীয় নজীর স্থাপন করিয়াছেন”।

দেখুন পৃষ্ঠা ৩৫

টিভি চ্যানেলগুলোর স্যাটেলাইট সেবা নিশ্চিত করাই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের প্রধান কাজ। এর সাহায্যে চালু করা যাবে ডিটিএইচ বা ডিরেক্ট টু হোম ডিশ সার্ভিস। এছাড়া যেসব জায়গায় অপটিক কেবল বা সাবমেরিন কেবল পৌছায়নি সেসব জায়গায় এ স্যাটেলাইটের সাহায্যে নিশ্চিত হতে পারে ইন্টারনেট সংযোগ।

দেখুন পৃষ্ঠা ৬৪

দেশভাগের পর কলকাতা থেকে শেখ মুজিব যখন বিদায় নেন, তখন সোহরাওয়ার্দী তাঁকে বলেছিলেন, পাকিস্তানে যেন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হয়, তা দেখতে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় যখন গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন শেখ মুজিব বলেন যে, এই সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করা।

দেখুন পৃষ্ঠা ৫০

১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যা ‘প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৮১ নামে পরিচিত। এই আইনের অধীনে মহকুমা পর্যায়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (খড়পধষ ঊফঁপধঃরড়হ অঁঃযড়ৎরঃু) গঠন করা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষায় পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও তত্তাবধান স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়।

দেখুন পৃষ্ঠা ৪৭

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর

আকর্ষনীয় দুটি সঞ্চয়ী প্রকল্প

সৃজনী ও নন্দিতা

শুধুমাত্র শ্রমজীবি মহিলা ও গৃহিনীদের জন্য

দৈনিক স্থিতির উপর ৪.০০ হারে মুনাফা প্রদান করা হয়

১. বিসিবি সৃজনী (শুধুমাত্র শ্রমজীবী মহিলাদের জন্য একটি সঞ্চয়ী প্রকল্প)

- বাংলাদেশী নাগরিক যে কোন শ্রমজীবি মহিলা "সৃজনী" সঞ্চয়ী হিসাব বিসিবিএল এর যে কোন শাখায় খুলতে পারবেন।
- "সৃজনী" সঞ্চয়ী হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজন আবেদনকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/ পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স (যদি থাকে) বা পরিচয় নিশ্চিতকরন অন্য যে কোন বৈধ দলিল এবং নমিনীর ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
- হিসাব খোলার জন্য ন্যূনতম জমা ১০০/- টাকা।
- প্রতিমাসে যে কোন তারিখে যে কোন পরিমাণ টাকা জমা দেয়া ও উত্তোলন করা যাবে।
- মুনাফার পরিমান বার্ষিক ৪.০০%।
- দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে অর্ধ-বার্ষিক ভাবে মুনাফা প্রদেয় হবে।
- ন্যূনতম ব্যালান্স প্রতি মাসের মুনাফার জন্য স্থিতির কোন বাধ্য বাধকতা নাই।

২. বিসিবি নন্দিতা (শুধুমাত্র গৃহিনীদের জন্য একটি সঞ্চয়ী প্রকল্প)

- বাংলাদেশী নাগরিক যে কোন গৃহিনী "নন্দিতা" সঞ্চয়ী হিসাব বিসিবিএল এর যে কোন শাখায় খুলতে পারবেন।
- "নন্দিতা" সঞ্চয়ী হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজন আবেদনকারীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/ পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স (যদি থাকে) বা পরিচয় নিশ্চিতকরন অন্য যে কোন বৈধ দলিল এবং নমিনীর ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
- হিসাব খোলার জন্য ন্যূনতম জমা ৫০০/- টাকা।
- প্রতিমাসে যে কোন তারিখে যে কোন পরিমাণ টাকা জমা দেয়া ও উত্তোলন করা যাবে।
- মুনাফার পরিমান বার্ষিক ৪.০০%।
- দৈনিক স্থিতির ভিত্তিতে অর্ধ-বার্ষিক ভাবে মুনাফা প্রদেয় হবে।
- হিসাবের স্থিতির বিপরীতে শর্ত সাপেক্ষে বিনা চার্জে ক্রেডিট কার্ড সুবিধা গ্রহন করা যাবে।

BCB
Service With Trust

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

www.bcblbd.com

pathshuro/bcbl/magazine01

ডিজিটাল আইন ৩২ ধারা কী বলছে!

সাব্বিন হাসান

নতুন আইনের ৩২ ধারা আইসিটি আইনের ৫৭ ধারারই পুনরাবৃত্তি কি না? এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, এখানে কোথাও সাংবাদিকদের টার্গেট করা হয়নি। গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়ে অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টে বিস্তারিত আছে। আর গুপ্তচরবৃত্তিটা বেশ কঠিন একটা বিষয়।

মন্ত্রিসভায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুমোদিত। সর্বোচ্চ সাজা ১৪ বছর জেল। আর অর্থদণ্ড কোটি টাকা। ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত করা যাবে না। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে অরাজকতা করলেই সাজা। সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করে গোপনীয় বা অতি গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত ধারণ 'গুপ্তচরবৃত্তি'র অপরাধ বলে গণ্য।

সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ড আর ১ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

আইসিটি আইনের বিতর্কিত ৫৭ ধারা বাতিল করে নতুন আইনে একে ভিন্ন আঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি দফতর থেকে গোপনে তথ্য-উপাত্ত নেওয়া বা গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে সর্বোচ্চ ১৪ বছর কারাদণ্ড এবং ২৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। অনুমোদিত আইনের ২০, ২৫, ২৯ ও ৪৮ নম্বর ধারা হচ্ছে অ-আমলযোগ্য জামিনযোগ্য। আর ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ ধারা হচ্ছে আমলযোগ্য এবং জামিন-অযোগ্য।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, নতুন আইন জাতীয় সংসদে পাস হলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ এবং ৬৬ ধারা বিলুপ্ত হবে। নতুন আইনে অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তির বিধান রাখা হচ্ছে। প্রস্তাবিত এ আইনে জামিনযোগ্য ও জামিন-অযোগ্য বেশকিছু ধারা আছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (প্রস্তাবিত) সংজ্ঞা,

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, ইমারজেন্সি কম্পিউটার রেসপন্স টিম গঠন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে।

নতুন আইনের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ আইনের ১৭ থেকে ৩৮ পর্যন্ত অনেক ধারায় ডিজিটাল বিভিন্ন অপরাধ ও শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। প্রস্তাবিত আইনের ২১ ধারায় স্পষ্ট করে বলা আছে, যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা জাতির পিতার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা বা প্রচারণা চালান বা এতে মদদদান করেন তাহলে ১৪ বছরের জেল ও ১ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড দেওয়ার বিধান আছে।

সাইবার অপরাধী

সাইবার সন্ত্রাসের বিষয়ে প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করা এবং জনগণ বা এর কোনো অংশের মধ্যে ভয়ভীতি

সঞ্চার করার অভিপ্রায়ে কোনো কম্পিউটার বা কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে বৈধ প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা বেআইনি প্রবেশ করেন বা করান তাহলে ওই ব্যক্তি সাইবার অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবেন। এ অপরাধের জন্য ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

আইনের ৩২ ধারা কী বলে..

যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে কোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে বেআইনিভাবে প্রবেশ করে কোনো ধরনের গোপনীয় বা অতিগোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে গোপনে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা করতে সহায়তা করেন তাহলে তা গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ বলে গণ্য হবে। এ জন্য ১৪ বছরের জেল ও ২০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা আছে।

নতুন আইনের ৩২ ধারা আইসিটি আইনের ৫৭ ধারারই পুনরাবৃত্তি কি-না? এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে কি-না? এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, এখানে কোথাও সাংবাদিকদের টার্গেট করা হয়নি। গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়ে অফিশিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টে বিস্তারিত আছে। আর গুপ্তচরবৃত্তিটা বেশ কঠিন একটা বিষয়।

ইতিপূর্বে ৫৭ ধারা যেসব মামলা হয়েছে, সেগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেন, ওই আইন (৫৭ ধারা) বাতিল হয়নি ধরে নিয়ে মামলার কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৬২ ধারায় উল্লেখ আছে, আইসিটি অ্যাক্টের ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ এবং ৬৬ ধারা পুরোপুরি বিলুপ্ত করা হবে।

আইনে ৫৭ ধারায় কী ছিল..

৫৭ ধারায় সবকিছু ছোট এবং সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা ছিল। এ আইনে যেটা যে প্রকৃতির অপরাধ সেই আঙ্গিকে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তদন্ত কীভাবে করা হবে, তা বিস্তারিত বলা হয়েছে। যা আগে ছিল না। প্রস্তাবিত আইনের ৩০ ধারায় বলা হয়েছে, না জানিয়ে কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যাংক-বীমায় ই-ট্রানজেকশন করলে পাঁচ বছরের জেল ও ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

'আমি গুপ্তচর'

এই ধারাটি আইনে পরিণত হলে বাংলাদেশে সবচেয়ে চাপের মুখে পড়বে সাংবাদিকতা। বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। এমন প্রশ্ন তুলে এই আইনের প্রতিবাদে বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা 'আমি গুপ্তচর' নামে একটি হ্যাশট্যাগ ক্যাম্পেইনও শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

কী বলেছেন বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদ

এই আইনের বিপক্ষে অবস্থান নেয় বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদ। প্রসঙ্গত, গত ৬ ফেব্রুয়ারি সম্পাদক পরিষদ এক বিবৃতিতে জানায়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইনের হয়রানিমূলক ৫৭ ধারা বাতিল করে ওই ধারার বিতর্কিত বিষয়গুলো প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে রেখে দেওয়া। পাশাপাশি আরও নতুন কয়েকটি কঠোর ধারা সংযোজন করায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা অবিলম্বে ৫৭ ধারাসহ আইসিটি আইনের বিতর্কিত সব ধারা বাতিল এবং প্রস্তাবিত নতুন আইনে যুক্ত ৩২ ধারাসহ বিতর্কিত

ধারাসমূহ খসড়া থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্পাদক পরিষদ মনে করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩২ ধারায় ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তি প্রসঙ্গে অপরাধের ধরন ও শাস্তির যে বিধান রাখা হয়েছে, তা গণতন্ত্রের মৌলিক চেতনা এবং বাকস্বাধীনতায় আঘাত করবে। একই সঙ্গে তা স্বাধীন সাংবাদিকতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করবে। প্রস্তাবিত এ আইনে কেউ কোনো সরকারি সংস্থার গোপনীয় তথ্য কম্পিউটার, ডিজিটাল যন্ত্র ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ করলে তা কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তি বলে সাব্যস্ত করে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ আইন আরও কঠোর। এটি মুক্ত সাংবাদিকতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিসরকেও সংকুচিত করবে। তাই তাড়াহুড়ো না করে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি চূড়ান্ত করার দাবি জানায় সম্পাদক পরিষদ।

আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা বনাম ডিজিটাল আইনের ৩২ ধারা

আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা

(১ উপ-ধারা): কোনো ব্যক্তি যদি ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথ বা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদি কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

ইতিপূর্বে ৫৭ ধারা যেসব মামলা হয়েছে, সেগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেন, ওই আইন (৫৭ ধারা) বাতিল হয়নি ধরে নিয়ে মামলার কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৬২ ধারায় উল্লেখ আছে, আইসিটি অ্যাক্টের ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ এবং ৬৬ ধারা পুরোপুরি বিলুপ্ত করা হবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ১৪ বছর এবং ন্যূনতম ৭ বছর কারাদন্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

'সাংবাদিকেরা তো সহজে তথ্য পায় না'

৫৭ ধারায় মানহানি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর মতো বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তাই এর অপপ্রয়োগের সুযোগ ছিল এবং অপপ্রয়োগ হয়েছে। বিশেষ করে প্রভাবশালীরা এই আইনটি সাংবাদিকদের হয়রানিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। সাধারণ মানুষও হয়রানির শিকার হয়েছেন।

বিশ্লেষকেরা বলছেন

ডিজিটাল আইনের ৩২ ধারা আরও অনেক কঠোর। এই আইন কার্যকর হলে সাংবাদিকেরা যেসব বাধার মুখে পড়তে পারেন তা হলো:

১. সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ কোনো সংস্থায় গিয়ে সাংবাদিকেরা ঘুষ-দুর্নীতির অনুসন্ধান করতে পারবেন না।

২. ঘুস-দুর্নীতির কোনো দালিলিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন না।

৩. এসব অবৈধ কাজের কোনো ভিডিও বা অডিও করতে পারবেন না।

৪. কোনো ডকুমেন্ট, ভিডিও, অডিও সংগ্রহ বা ধারণ করলেও তা প্রকাশ করতে পারবেন না।

যদি সাংবাদিকরা বৈধ অনুমতি না নিয়ে এসব করেন, তাহলে তারা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে দায়ী হতে পারেন। সাধারণ মানুষও আর ঘুস দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন না। তাঁরা ঘুস দিতে বাধ্য হলেও, তার কোনো প্রমাণ বা ডকুমেন্ট প্রকাশ করলে এই আইনের শিকার হতে পারেন।

এতে শুধু সাংবাদিকরা নন, সাংবাদিকদের যাঁরা তথ্য দেন তাঁরাও বিপাকে পড়বেন। শুধু অনুসন্ধানী নয়, প্রতিবেদন তৈরি করতেও সাংবাদিকরা তো সহজে তথ্য পায় না। তাকে কোনো-না-কোনোভাবে সোর্সের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি গোপন তথ্য পুলিশ সদর দপ্তর বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও পাওয়া যেতে পারে। এখন সেই খবর প্রকাশের পর যদি সোর্স প্রকাশ করতে হয়, তাহলে তো আর তথ্য পাওয়া যাবে না। সাংবাদিকতা কঠিন হয়ে যাবে। সঠিক এবং তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন করতে হলে তো নানা কৌশলে সঠিক তথ্য নিতেই হবে।

৩২ ধারা ছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার বিষয়গুলো নতুন ডিজিটাল আইনের খসড়ার ১৯ ধারায় প্রায় একইভাবে রাখা হয়েছে। তাতে বলা হয়:

(১) কোনো ব্যক্তি যদি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে দণ্ডবিধি (১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইন)-এর ৪৯৯ ধারা মতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মানহানি ঘটায়, তাহা হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কোনো কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা বা অশ্লীল এবং যাহা মানুষের মনকে বিকৃত ও দূষিত করে, মর্যাদাহানি ঘটায় বা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলে ইহা হইবে একটি অপরাধ।

(৩) কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোনো ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার অভিপ্রায়ে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্পচার করেন, যাহা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পাঠ করিলে বা দেখিলে বা শুনিলে তাহার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে, তাহা হইলে ইহা হইবে একটি অপরাধ।

আইনজ্ঞরা কী বলছেন

২৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভায় এই আইনটির অনুমোদন পায়। সেদিন মানবাধিকার কর্মী এবং আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া জানান, আইনটির প্রাথমিক খসড়া তৈরির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। কিন্তু আমরা যে প্রস্তাব করেছিলাম তার সঙ্গে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া আইনের অনেক পার্থক্য। এ পর্যন্ত যা জানা গেছে, তাতে নতুন ডিজিটাল আইনে বিতর্কিত তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা নতুন আইনের ১৮ এবং ১৯ ধারায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৩২ ধারায় যে বিধান রাখা হয়েছে তাতে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্র এবং স্বাধীনতা আরও সংকুচিত হবে।

বিনা অনুমতিতে অফিসে ঢুকে কেউ যদি তথ্য নেয়, সেজন্য অন্য আইন আছে। কেউ যদি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ফাইল পাচার করে রাষ্ট্রের ক্ষতি করে, তার জন্য অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট আছে। কিন্তু নতুন আইনে আবার তা ঢোকানো হয়েছে। কোনো সাংবাদিক 'স্টিং অপারেশন' কেন চালায়। ঘুষ-দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ করতে। এই আইনের ফলে তা আর পারা যাবে না।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষ যদি কোনো সরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ঘুস দিতে বাধ্য হয়, আর তা যদি সে তার মোবাইল ক্যামেরায় ধারণ করে আনে, তা প্রকাশ করতে পারবে না। ঘুস খেলেও তার তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। তাহলে পরিস্থিতি কী দাড়াবে? এটা সুশাসনের পথে বাধা। আর সাংবাদিকতা সত্যিই অসুবিধার মুখে পড়বে।

আইনমন্ত্রীর বক্তব্য

ডিজিটাল আইনের ৩২ ধারা নিয়ে এরই মধ্যে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সংবাদমাধ্যমে একাধিবার কথা বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন, দুর্নীতি-অনিয়মের তথ্য প্রকাশে এই আইন কোনো বাধা হবে না। সাংবাদিকদের স্বাধীন সাংবাদিকতার ব্যাপারেও বাধা হবে না। এই আইনে কোনো সাংবাদিক মামলা বা হয়রানির মুখে পড়লে তাদের মামলা তিনি বিনা খরচে লড়বেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, ৩২ ধারায় অপরাধ, বিশেষ করে গুপ্তচরবৃত্তির বিষয়টি আনা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে এই অপরাধের আওতা এবং শাস্তির বিধান আছে। এ আইনে দেশের মানুষ হয়রানির শিকার হবে। তাদের বাকস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হবে। এই আইনটি সবচেয়ে চাপের মুখে ফেলবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে। সাংবাদিকরা অনেক দুর্নীতি-অনিয়মের অনুসন্ধান করেন গোপনে, অগোচরে।

অনুমতি নিয়ে তো আর দুর্নীতি-অনিয়মের অনুসন্ধান হয় না। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিসহ বিশ্বের অনেক দুর্নীতি-অনিয়মের অনুসন্ধান সাংবাদিকেরা গোপনেই করেছেন। তাই বাংলাদেশে এই আইনটি স্বাধীন সাংবাদিকতাকে যেমন বাধাগ্রস্ত করবে, তেমনি দুর্নীতি-অনিয়কে উৎসাহিত করবে। আইনটি পাশের আগে তাই সরকারকে আরও ভালোভাবে খতিয়ে দেখার অনুরোধ রাখেন।

We Jute

www.wejutebd.com

01926677541

৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে ভাষণ নয়, হোক দেশ সেবার প্রেরণা

ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে এবং মামুন আ. কাইউম

৭ই মার্চ শুধুই একটি দিন নয়, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ক্ষণ। ১৯৭১ সালের এই দিনে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) স্বাধীনতাকামী একটি জাতিকে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখানোর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার পরোক্ষ ঘোষণা প্রদানে সফল ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষণটি একটি অনবদ্য দলিল হিসেবে বাঙ্গালীর মনিকোঠায় স্থান পেয়েছে। ভাষণটিতে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনা থেকে বের হয়ে ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত, স্বাধীন- সার্বভৌম সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এখন বাংলাদেশ বিজয়ের পঞ্চাশের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাতির জনকের ৭ মার্চের ভাষণটির মর্মার্থ প্রকৃত অর্থে লালন ও ধারণ করতে পারলেই আমরা পেতে পারি কাঙ্খিত সোনার বাংলা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দীর্ঘ ৪৬ বছর পর 'মেমরী অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রার' এ অন্তর্ভুক্ত এটিই বাংলাদেশী একমাত্র দলিল। ইউনেস্কো গত ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছে। এ অর্জন শুধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উচ্চ আসনে নিয়ে যায়নি, নিয়েছে বাংলাদেশকে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধকেও। জাতির জনকের এ ভাষণের বিভিন্ন পরিসর নিয়ে দেশে বিদেশে গবেষণাও সম্পাদিত হয়েছে। ভাষণটির এমন অর্জন এমনি এমনি আসেনি, বরং রাজনৈতিক যোগাযোগের এমন ভাষণ বিশ্বে বিরল বললে ভুল হবে না।

আবার 'ভাইয়েরা আমার, আপনারা সবই জানেন ও বুঝেন' বাক্যটির মধ্য দিয়ে উপস্থিত ও অনুপস্থিত শ্রোতাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা একজন নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দশ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্স ময়দানের এ ভাষণ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনের ভাষণটিকে অনেকেই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসেবে দেখেছেন। এই ভাষণের মাধ্যমে যেমন একদিকে কূটনীতিক সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল তেমনি উপস্থিত ও অনুপস্থিত বাঙ্গালীর দৃঢ়চিত্তে নয় মাসের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। ভাষণটি এতটাই গুরুত্ববহ ছিল যে, ঐ বছরই ৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক বিখ্যাত ম্যাগাজিন নিউজউইক এর প্রচ্ছদ নিবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনৈতিক কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের গুটেসবার্গ ভাষণের সাথেও বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে তুলনা করা হয়। যদিও দুটো ভাষণের পরিপ্রেক্ষিত, সময় এবং শব্দ সংখ্যার পার্থক্য ছিল। অলিখিত ১৯ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতি মিনিটে ৫৯ থেকে ৬১টি শব্দের ব্যবহার করেছিলেন যাতে মোট শব্দ সংখ্যা ছিল ১,১৬২টি। সময় ও শব্দের এ সমন্বয় এবং বক্তব্য যে পরিস্কার ও বোধগম্য এবং শ্রবণনন্দিত ছিল তার ফিডব্যাক হিসেবে ছিল শ্রোতাদের মুহুর্মুহু করতালি অর্থাৎ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া বাক্য উচ্চারণে সাবলীলতা, দ্বিরুক্তিহীনতা এই ভাষণকে অনন্য ও কার্যকর করেছে।

বক্তব্যের শুরুতেই যেভাবে বঙ্গবন্ধু দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে হাজির হবার পরও বিকেন্দ্রীকরণের চিন্তা দিয়েই শুরু করেছেন তা ভবিষ্যত দেশের সকল এলাকা নিয়ে ভাবী রাষ্ট্রপ্রধানের সুষম চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। আবার 'ভাইয়েরা আমার, আপনারা সবই জানেন ও বুঝেন' বাক্যটির মধ্য দিয়ে উপস্থিত ও অনুপস্থিত শ্রোতাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা একজন নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নেতা যদি বুঝাতে সক্ষম হন যে, তিনি কর্মীদের সুখ-দুঃখ নিয়ে যথেষ্ট ভাবেন এবং মূল্যায়ন করেন তাহলে প্রভাবিতের কাজটি অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

একঘেয়েমি দূর করতে বঙ্গবন্ধু ভাষণের মাঝে মাঝেই পাঁচটি প্রশ্ন তুলেছেন এবং অনেকক্ষেত্রে উত্তর দিয়েছেন। আবার কিছুক্ষেত্রে পরামর্শের প্রয়াস দেখিয়েছেন। পাঠক-শ্রোতাকে আলোড়িত করতে "কি অন্যায় করেছিলাম?, কি পেলাম আমরা? কিসের আবার টিসি?, যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সাথে বসব এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯ মিনিটের পুরো ভাষণে বঙ্গবন্ধু বর্তমান কালের যৌক্তিক ব্যবহারের পাশাপাশি কথোপকথনের স্বার্থে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত কালের সুন্দর সংমিশ্রনও ঘটিয়েছেন। আবার আদেশ- নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু বাক্যগুলোকে সহজবোধ্য করার স্বার্থে সংক্ষিপ্ত করেছেন। যেমন- "২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ তৈরী করে তোল। সরকারী কর্মচারীদের বলি: আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না।" বঙ্গবন্ধু তাঁর ১৯ মিনিটের ভাষণে যেমন ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের পরিচিত করেছেন তেমনি তা

স্বার্থকভাবে হৃদয়াঙ্গম করেছেন। "তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরী করে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।" বঙ্গবন্ধু সবসময়ই জানতেন জেল-জুলুম-অত্যাচার আর পাকিস্তানিদের হাতে হত্যার বিষয় সবসময়ই তাকে তাড়া করে ফিরছে। তাই কৌশলগত কারণে 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি' কথাটি উচ্চারণ করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা বাঙ্গালীর কাছে স্পষ্ট করেছেন। "আর যদি একটা গুলি চলে" একথা বলে রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করতেও ভুল করেননি তিনি।

বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে কঠিন ও কোমলের এক অপূর্ব সহাবস্থান ছিল। কেউ যাতে বিনা কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সহিংস আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন অভিযোগ না করতে পারে; রাষ্ট্রের জন্ম-মৃত্যুর এমন সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি একদিকে যেমন বলেছেন, "আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব"; তেমনি আবার আশ্বাসবাণীও ছিল- "তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো। কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।"

বঙ্গবন্ধু স্বল্প সময়ে বক্তব্যকে পর্যাপ্ত তথ্যনির্ভর করেছেন এবং জনগণকেও তথ্যনির্ভর করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আবার এর মাধ্যমে তীব্র প্রণোদনা প্রদানেও সক্ষম হয়েছেন। "যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী আর্ত-মানুষের জন্য তাদের বুকের উপর হচ্ছে গুলি।" বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ট গণমানুষের উপর এমন নির্যাতনের চিত্র অত্যন্ত গুরুত্ববহ ছিল। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে স্বভাবসুলত উক্তিরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যা তাকে মেকিভাব থেকে দূরে রাখতে পেরেছে। যেমন পাকিস্তান সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন- 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখবার পারবা না।'

বঙ্গবন্ধু ভাষণে কারো উদ্ধৃতি ব্যবহারের পূর্বে জনগণের বোধগম্যতা বিবেচনায় রেখে নাম পরিচয় উল্লেখপূর্বক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন- বক্তৃতার মাঝে তিনি বলেন, " আমি তাকে বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপরে গুলি করা হয়েছে। কি করে মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।"

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচি নির্ধারণ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু কি কর্মসূচি দেবেন তার উপর দলীয় নেতাদের, গণমাধ্যমের, পাকিস্তান সরকারের সর্বোপরি সাধারণ জনগণের আগ্রহের শেষ ছিল না। এমনকি ভাষণে কি বলা যায় এ নিয়ে ভাষণের পূর্বে ছত্রিশ ঘন্টার দলীয় সভাও একটি নির্দিষ্ট উপসংহারে আনতে না পারায় পুরো দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুকে দেয়া হয়।

সুচারুরূপে তিনি তার মেধা ও মননের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এ ভাষণে। তিনি বলেছেন: " আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারী, ফৌজদারী, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্ণমেন্টাল দপ্তরগুলো- ওয়াপদা চলবে না।" দেশের একজন অবিসংবাদিত নেতাকে আন্দোলনের ঘোষণা কতটা বিবেচনাপ্রসূত হতে হয় তা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে শেখার রয়েছে। সর্বজনীন এ বক্তব্য ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফল লাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই বঙ্গবন্ধু দৃঢ় কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছিলেন, " প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিতে শিখেছি, রক্ত আরো দেব- এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

যোগাযোগ আলোচনায় বলা হয়, বক্তৃতার সূচনা ও উপসংহার পর্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সূচনা পর্বে শ্রোতাদের আকর্ষণ তৈরী করা এবং উপসংহারে গিয়ে সংজ্ঞা নির্ধারণী বা ব্রাণ্ডিং এর বিষয়টি ফুটে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বলেছেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার

তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু। আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে।"

সংগ্রাম।" বঙ্গবন্ধু স্পেস ডেফিনেশনে প্রবেশ না করে সরাসরি বক্তব্য শেষ করে জয় বাংলা স্লোগানের মাধ্যমে তেজস্বী বক্তৃতা শেষ করেছেন এবং সফলভাবে বাঙ্গালী জাতিকে আলোড়ন ও উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলস্টন চার্চিলের ১৯৪০ সালের 'উই শ্যাল ফাইট' এবং মার্টিন লুথার কিংয়ের ১৯৬৩ সালের ' আই হ্যাভ এ ড্রিম' এর মতো বঙ্গবন্ধু শেষ করেছিলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে পূর্ব পাকিস্তানের ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, মানুষের রক্তের ইতিহাস, রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিতের ইতিহাস, বায়ান্ন, চুয়ান, ছেষট্টি, উনসত্তরের আন্দোলনের কথা বলার পাশাপাশি যুদ্ধের প্রস্তুতি, গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, সামরিক বাহিনী এবং দেশের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙ্গালী জাতির এ ইমারতগুলো আমাদেরকে এখনো সাহস জোগায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগায়। পুরো ভাষণের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি দশটি করণীয় কর্তব্য নিয়েও আলোচনা করেছেন কিন্তু বক্তব্যে কোন একঘেয়েমি ছিল না বরং সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে নিরস্ত্র বাঙ্গালীকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরের চেষ্টা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিশাল জনসমুদ্রে পুনরাবৃত্তি, নোট বা টীকা ছাড়া ছেদহীনভাবে নির্দেশনামূলক কাব্যময় যে বক্তব্য তিনি ৭ মার্চ দিয়েছিলেন তা নিয়ে দেশে ও বিদেশে গবেষণা ও বিশ্লেষণ চলছে।

এসব গবেষণার মাধ্যমে দেশের ইতিহাস বিকৃতের যে প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময় করা হয়েছে তার সমুচিত জবাব দেয়া সম্ভব। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের মতো যোগাযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ভাষণটি ছিল সফল, সার্থক ও সময়োপযোগী। পাঠক - শ্রোতাদের হৃদয়াঙ্গমের পাশাপাশি বাঙ্গালী জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত উজ্জীবিত রাখা এবং আগামীর আন্দোলনে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় ভাষণটি যোগাযোগবিদ থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সকলের জন্য একটি আদর্শ ভাষণ। সেই সাথে ইউনেস্কো ঘোষিত ঐতিহাসিক এ দলিলটি নশ্বর পৃথিবীতে অবিনশ্বর কীর্তির স্বাক্ষর হিসেবে যুগ যুগ বিশ্ব দরবারে উচ্চারিত হবে।

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে যতগুলো জাতীয় দিবস রয়েছে, সবগুলোর সাথে রয়েছে আমাদের আত্মার সম্পর্ক। কিছু দিবস দেশ-জাতির গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছেও বটে। সাতই মার্চের এ ভাষণ তার অন্যতম। এসব মিলিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে স্বগৌরবে। এই দিবস- ভাষণগুলোর সত্য ইতিহাস জেনে তরুণ সমাজকে জানানোর বিকল্প নেই। সেই সাথে শুধু বক্তব্য বা ভাষণ নির্ভর নয়, বরং বার্তাগুলোর অর্থ অন্তরে ধারণ ও আমাদের প্রত্যেকের কর্মে প্রতিফলিত হলেই বঙ্গহবন্ধুর সোনার বাংলা স্বপ্নে নয়, বাস্তবে সম্ভব হবে। তাই ভাষণ শুধু ভাষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এটি হয়ে উঠুক দেশসেবার প্রেরণা, উন্নয়নের মূলমন্ত্র।

BURO programs pivot on

Clients' Choice

BURO Bangladesh

beside the poor since 1989

HEAD OFFICE

House # 12/A
Road # 104
Block # CEN(F)
Gulshan-2
Dhaka-1212
Bangladesh

TEL

880-2-9861202
880-2-9884834

FAX

880-2-9884832
880-2-9858447

EMAIL

buro@burobd.org
zakir@burobd.org

WEB

www.burobd.org

design : communicator

জাতির প্রতি সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও গ্রহনযোগ্য নেতৃত্ব

মনজুরুল ইসলাম মেঘ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এই দেশের জনগনের হাতে। জনগনের হাতে ক্ষমতা থাকলেও সুনাগরিক বা যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত না হওয়ায়, আজ সাধারণ জনগন শোষিত হচ্ছে তাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতেই। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা জনগনের হাতে ন্যাস্ত, প্রাপ্ত বয়স্ক জনগনের ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্য নিয়ে কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠন করার পরে দেশের আইন পরিষদ বা সংসদ এর মাধ্যমে সারাদেশের শাসন ক্ষমতা বহন করেন নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। কিন্তু বিগত সংসদীয় সরকারের পর্যালোচনা করে দেখা যায়, হাতেগনা কয়েকজন সংসদ সদস্য ছাড়া কেউই জনগনের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং হয়েছে উল্টা জনগন নির্যাচিত, শোষিত হয়েছে জন প্রতিনিধিদের হাতে। সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে জানার আগে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে জানা জরুরী। এই বিষয়ে আমি গত ২৮ মে, ২০০৯ সকাল ১০:৩০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তি: স্বরূপ ও ব্যাপকতা' শীর্ষক অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনার উদ্বৃতি দিতে চাই।

(১) ত্বত্তাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এএসএম শাহাজাহান-এর সঞ্চালনায় আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ। তিনি পার্লামেন্টারী এথিক্স কমিটি ও পার্লামেন্টারী ওয়াচ বডি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পার্লামেন্টের ডিটেইলস্ প্রসিডিংস বের হতে অনেক সময় লাগে এটা দ্রুত ও পত্রিকায়

আমি পঞ্চমবারের মতো সংসদে এসেছি। আমার বিশেষ অধিকার কী তা আমি এখনো জানি না। আমি জানি না এজন্য যে, আমি মনে করি না যে, আমার কোনো বিশেষ অধিকার থাকা উচিত। তিনি বলেন, আমি পার্লামেন্টে দায়িত্ব পালন করি এটাই আমার বিশেষ অধিকার।

প্রকাশ হওয়া দরকার। এছাড়া সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদের বাইরে বিভিন্ন ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে একটি আচরণবিধি থাকা জরুরি বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠিত ঐ গোলটেবিল আলোচনায় ডেপুটি স্পীকার কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী নিজের কথা তুলে ধরে বলেন, আমি পঞ্চমবারের মতো সংসদে এসেছি। আমার বিশেষ অধিকার কী তা আমি এখনো জানি না। আমি জানি না এজন্য যে, আমি মনে করি না যে, আমার কোনো বিশেষ অধিকার থাকা উচিত। তিনি বলেন, আমি পার্লামেন্টে দায়িত্ব পালন করি এটাই আমার বিশেষ অধিকার। ক্ষমতা প্রসঙ্গে শঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ক্ষমতা আমাদেরকে বারবার দুর্নীতিগ্রস্থ করেছে। সংসদ সদস্যরা মোটেই আইনের উর্দ্ধে নয় উল্লেখ করে তিনি সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদেরকে আরো সতর্ক হওয়া উচিত, আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর সেলফ ইমপোজ করতে পারলে ভালো হয়। এছাড়া প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলার জন্যও তিনি সংসদ সদস্যদের আহবান জানান।

উক্ত আলোচনার মূল প্রবন্ধে 'সুজন' সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সংসদীয় কার্যক্রম যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তির বিধান অপরিহার্য।

সুজন আয়োজিত ঐ আলোচনা ও গনমাধ্যমে আসা বিভিন্ন নিবন্ধ, প্রবন্ধ থেকে আমরা বলতে পারি সংসদ সদস্যদের আচরণ প্রথমত জনগনের কাছে সুস্পষ্ট হতে হবে। জনগন যেন কোন ভাবেই সংসদ সদস্যদের আচরণে কষ্ট না পায়। আমারা সাম্প্রতিক কালে বাংলাদের সংসদ সদস্যদের আচরণে দেখিছি একজন সংসদ সদস্য শিশুকে গুলি করছেন, একজন সংসদ সদস্য শিক্ষককে লাঞ্চিত করছেন। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও হরহামেশায় ঘঠনা গুলো ঘটছে। অনেক সংসদ সদ্যদের নামে মানুষ হত্যা, চাঁদাবাজি, ধর্ষন ও মাদক ব্যবসার সাথে সংশ্লষ্টিতার খবরও গনমাধ্যমে এসেছে। উন্নত বিশ্বে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণ বিধি আছে এবং সংসদ সদ্যরা সেই আচরণ বিধি মানতে ব্যাধ্য। যেমন ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্স, ভারতীয় লোকসভা ও রাজ্যসভা, কানাডিয়াান পার্লামেন্ট এবং সাউথ আফ্রিকান পার্লামেন্টে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি আছে।

(২) সংসদ সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'কমিটি অন স্ট্যান্ডার্ড ইন পাবলিক লাইফ' তার পঞ্চম প্রতিবেদনে সাতটি মানদন্ড চিহ্নিত করেছে সংসদ সদস্যদের জন্য। এগুলো হলো: (ক) নিঃস্বার্থতা, (খ) সত্যনিষ্ঠতা বা সাধুতা, (গ) বস্তুনিষ্ঠতা, (ঘ) দায়বদ্ধতা, (ঙ) উন্মুক্ততা বা মুক্তমনা, (চ) ন্যায়পরায়নতা ও (ছ) নেতৃত্ব । এ ছাড়া ভারতীয় লোকসভার সদস্যদের জন্য প্রণীত আচরণবিধিতে আরও দুটি মানদন্ড যুক্ত করা হয়: জনস্বার্থ ও দায়িত্ব।

বাংলদেশে এই ধরনের কোন আচরণ বিধি না থাকলেও ২০১০ সালে নবম সংসদে 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন-২০১০' শিরোনামে একটি বিল এনেছিলেন সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরী। সংসদের 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং

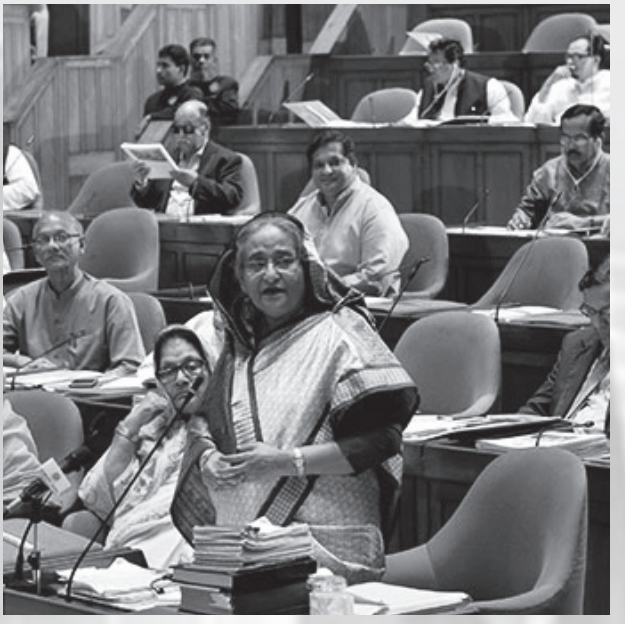

বেসরকারি সদস্য বিল প্রস্তাব কমিটি' প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর ২০১১ সালে সংশোধিত আকারে বিলটি সংসদে পাসের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু বিলটি এখনো অনুমোদন পায়নি। বর্তমানে, বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি বা সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব সম্পর্কে বাধ্যবাধকতার জন্য এই বিলটি এখন সময়ের দাবি। সংসদ সদস্যরা যদি নিজের আচরণের জন্য জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকনে তাহলে তারা তাদেরপ্রতি জনগনের অর্পিত দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সচেতন হবেন এবং জনগনের আশার প্রতিফলন ঘটাবে।

বাংলাদেশের সংসদ সদস্য হলেন দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদের একজন সদস্য। সংসদ সদস্যকে কখনো কখনো "সাংসদ" হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সংসদ সদস্য'র ইংরেজি প্রতিশব্দ মেম্বার অব পার্লামেন্ট (এমপি) বা মেম্বার অব দ্য লেজিসলেটিভ এসেম্বলি (এমএলএ) । ফরাসী ভাষায় সংসদ সদস্যকে ডেপুটি নামে অভিহিত করা হয়। যে সকল দেশে দ্বি-কক্ষবিশষ্ট আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে সংসদ সদস্য বলতে নিম্নকক্ষের সদস্যকে বোঝানো হয়ে থাকে। তবে

বাংলাদেশে এক কক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় স্তর বিরাজমান।

(৩) বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সদস্যতা লাভের জন্য বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং বয়সসীমা অবশ্যই ২৫ বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে। দ্বৈত নাগরিকত্ব হলে তিনি এমপি বা সংসদ সদস্য হতে পারবেন না। সাধারণত ঃ সংসদ সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তবে নারীদের জন্য পরোক্ষভাবে বা সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য মনোনীত হওয়ার পদ্ধতিও রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ৩০০ জন্য সংসদ সদস্য রয়েছেন যারা জনগণের সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচত। নারী কোটায় মনোনীত নারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা ৪৫। দলীয় মানদন্ডে মহিলা সংসদ সদস্যের কোটা নির্ধারিত হয়।

সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও মর্যাদা: সংসদ সদস্য নিয়মিত ভাবে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং জাতীয় সংসদের কার্যবিধি অনুযায়ী স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন। সংসদ সদস্য একটানা ৯০ দিন সংসদীয় অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ হারাবেন। একজন সংসদ সদস্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক বিল উত্থাপন করতে পারবেন এবং তিনি অন্য কোন সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিলের ওপর ভোট দিতে পারবেন। ১৫ দিনের নোটিশ সাপেক্ষে তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন। স্পীকারের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণমূলক বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন। একজন সংসদ সদস্য ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করতে হয়। পদত্যাগ, মৃত বা অভিশংসনে কারণে সদস্যপদ শূন্য হলে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণে করার বিধান আছে। কার্যকালে কোন সংসদ সদস্য নিজ দল থেকে পদত্যাগ করলে সংষদ সদস্যপদ হারাবেন। এছাড়া তিনি স্বীয় দল কর্তৃক উত্থাপিত বিলের বিরূদ্ধে ভোট দিলেও সংষদ সদস্যপদ হারাবেন। বাংলাদেশের ওয়রেন্ট অব প্রিসিডেন্স অনুযায়ী মন্ত্রীদের পরেই সংসদ সদস্যদের আনুষ্ঠানিক পদমর্যাদা। তবে কেবিনেট সচিবের অবস্থান সংসদ সদস্যদের এক ধাপ ওপরে।

সংসদীয় কার্যক্রম যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তির বিধান অপরিহার্য।

গ্রহণযোগ্য নেতৃত: জনপ্রতিনিধি হতে হবে গনতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাহলেই কেবল তার নেতৃত্ব জনগন গ্রহণ করবেন। ক্ষমতার অপব্যবহার বা জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতা গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু জনগন তা প্রত্যাখান করবে। জোরপূর্বক বা পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করে দেশ পরিচালনা বা আইন প্রণয়ন করা সম্ভব কিন্তু তা দারা জনগনের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এর নিয়ম অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করতে হবে সুশৃঙ্খল ভাবে। গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জনগনের হাতে । কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য এখন পৃথিবীর অনেক দেশেই গনতন্ত্রের চর্চা তেমন হচ্ছেনা।

গনতান্ত্রিক চর্চায় বাংলাদেশের অবস্থান আরো শোচনীয়। এই দেশে যারা নির্বাচিত হচ্ছে তাদের অনেকেরই গ্রহণযোগ্যতা শূণ্যের কোঠায়। বর্তমান সংসদের অনেক সংসদ সদস্যকেই জনগন প্রত্যাক্ষান করেছে তাদের নৈতিক পদস্খলনের জন্য। আবার অনেক সংসদ সদস্য ইতিমধ্যেই প্রশংসা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী একজন সংসদ সদস্য হিসাবে দেশে বিদেশে প্রশংসিত হলেও তার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের অনেক এমপি ও মন্ত্রীদের নামে নানা ঘটনা গনমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে তাদের জনগনের সেবা করা উচিৎ ছিলো কিন্তু তারা সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই যেসকল সংসদ সদস্য জনগনের জান-মালের জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছেন তাদের নেতৃত্ব জনগন প্রত্যাখ্যান করেছে।

একজন সংসদ সদস্যের কাছে জনগন প্রথম আশা করে ভালো ব্যবহার, নিরাপত্তা ও সুবিচার। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে এই তিনটি জিনিসের বড়ই অভাব। সংসদ সদস্যদের মুখের ভাষা শুনলে সাধারণ জনগন মনে করেন তারা খারাপ ব্যবহার করার জন্যই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এটা কখনোই কাম্য নয়, জনপ্রতিনিধিদের ব্যবহারের মাধ্যমেই সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। আমরা আজো গ্রাম বাংলার মানুষের মুখে শুনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ব্যবহারের কথা, তিনি বিরোধী দলের একজন কর্মীর সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করতেন, তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার তরুন-তরুনী রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন, জীবন দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজো বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সেমানের কোন নেতা তৈরী হয়নি। তৈরী হয়নি বিরোধী দলগুলোতে যেমন, ঠিক আওয়ামী লীগেও নেই। অথচ আমাদের দরকার ছিলো বঙ্গবন্ধুর আদের্শের নেতা।

সংসদ সদস্যের কাছে নিরাপত্তা ! এই কথাটা আজ যেনো সোনার হরিণ হয়েছে। মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। মানুষ তার সব আশ্রয়হীন হওয়ার পরেও এই আশার আলো দেখে জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা জনগনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। অনেক সময় গনমাধ্যমের সংবাদে আমরা দেখেছি জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে জনগন ভোগান্তিতে পড়েছে, কোথাও কোথাও আরো নিরাপত্তা হারিয়েছে।

সুবিচার শব্দটি তো আজকাল কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে জাদুঘরে চলে গেছে। চারদিকে এত এত দূর্নীতি যে সুবিচার কোথাও নেই। যে যা পারছে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। কিন্তু জনগনের কল্যানের জন্য ন্যায়সঙ্গত বিচার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। আমরা গনমাধ্যমে দেখেছি জনপ্রতিনিধির কাছে বিচার চেয়ে শুধু অবিচারই নয় অত্যাচারিতও হয়েছেন। এই অবিচারের বলি হয়ে অনেকে জীবন দিয়েছেন, বসত বাড়ি হারিয়েছেন। সংখ্যা লঘুরা নির্যাচত হয়েছেন কিন্তু সুবিচার পায়নি।

তাই গণতান্ত্রিক দেশে গ্রহনযোগ্য নেতৃত্ব দরকার। নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য গণতান্ত্রিক ভাবে সুষ্ট নিয়মে নির্বাচনের কোনই বিকল্প নেই। একমাত্র সুষ্ট নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগনের প্রত্যাশা অনুযায়ি নেতৃত্ব নির্বাচন করা সম্ভব। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, দেশের উন্নয়ন হচ্ছে এখন শুধু দরকার মানবিক উন্নয়ন, নৈতিক উন্নয়ন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উন্নয়ন, সর্বোপরি মানবিক নেতৃত্বের প্রয়োজন।

তথ্য সূত্র:
(১) সূত্র সুজন https://shujan.org. ২০০৯/০৫/২৮ সংসদ ও সংসদ সদস্য বিশ
(২) Committee on Standards in Public Life,
(৩) বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৬ অনুষেদ

শিহোরিত মুক্তিযুদ্ধ আবেগ তাড়িত করে সম্মুখ যোদ্ধাদের: বীরবিক্রম শাহজাহান সিদ্দিকী

দীয়া সিমান্ত ও নাজনীন নাহার

মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে একটা মানসিক প্রস্তুতির সাথে সাথে কিছু সামরিক প্রস্তুতি ছিল। আমরা কিছু উৎসাহী যুবক ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ে ইউটিসি করার সুবাদে জুনিয়র মিলিটারী সাইন্স কোর্স করলাম। এই কোর্সটা ময়নামতি ক্যান্টনম্যান্টে আমাদের ট্রেনিং হল। ট্রেনিং এ আমরা রাইফেল যেটাকে বলে ত্রিমুর্তি রাইফেল, স্টেনগান তারপর এলএমজি লাইট মেশিনগান এই গুলি পরিচালনা, পরিস্কার করা, কাভার রোড মার্চ, ম্যাপ রিডিং ইত্যাদি ট্রেনিং হয়ে গেলে আমাদের একটা পরীক্ষা হল। সেই পরিক্ষায় আমি উর্ত্তীণ হয়েছি। পরীক্ষাটার নাম ছিল মিলিটারি সাইন্স এক্সমিনেশন।

শাহজাহান সিদ্দিকী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্রথমে নিজ এলাকায় যান। পরে ভারতে পাড়ি জমান। মে মাস থেকে তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তিনি পরে আরও কয়েকটি স্থানে সফলতার সঙ্গে অপারেশন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে সফলতার সঙ্গে দুঃসাহসিক অপারেশন করার জন্য শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রম খেতাব পেয়েছেন। শাহজাহান সিদ্দিকীর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার সাতমোড়া গ্রামে। তিনি এখন ঢাকার উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরের ১০ নম্বর সড়কে বসবাস করেন। স্বাধীনতার পর সরকারি চাকরি করেছেন। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে অবসর নেন। তিনি ডেসকোর চেয়ারম্যানে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন কমিশনার। আলাপকালে শাহজাহান সিদ্দিকী মুক্তিযোদ্ধাদের আবেগ তাড়িত যুদ্বের স্মৃতিচারন করতে গিয়ে অনেক না বলা কথা বলেন । তাহা-ই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে দ্য পার্লামেন্ট ফেইসে। এবারে প্রকাশিত হলো সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব। শাহজাহান সিদ্দিকী বীর বিক্রমের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দীয়া সিমান্ত, আর গ্রন্থনায় ছিলেন নাজনীন নাহার ।

প্রশ্ন ঃ শাহজাহান সিদ্দীকি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরবিক্রম, ভাবতে কেমন লাগে?

উত্তর ঃ আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা অর্থাৎ ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করছি। কারণ তখন আমার

ছিল যৌবন। কথায় বলে 'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠ সময় তার। আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধ করে এই জাতির জন্য একটি লাল-সবুজের পতাকা আমরা ছিনিয়ে আনতে পেরেছি এটাই আমাদের গর্ব এবং অহংকার। আর যে অর্জন নিজের দেশ ও জাতির এবং সেখানে আমি অংশগ্রহন করতে পেরেছি এটা ভাবতেই গর্বে বুক ভরে যায়।

প্রশ্ন ঃ সেসময় যুদ্ধে যাবার পেছনে কোন আবেগটা কাজ করেছিল?

উত্তর ঃ দেখুন আবেগ এমন একটা বিষয় যেটা হলো অনুভূতির কথা, অনুভূতির বিষয়। এটাকে ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন। তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে আমাদের আবেগের সাথে একটা অনুপ্রেরণা ছিল, একটা দেশপ্রেমের ব্যাপার ছিল যা আমরা দেখেছিলাম। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যেখানে বাঙালীরা নানাভাবে তখন বৈষম্যেরও শিকার ছিল। শিক্ষা, চাকুরী-বাকরী, উন্নয়ন সবকিছুতেই আমাদেরকে সেই পাকিস্তানীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো গণ্য করা হতো। এবং পাকিস্তানই সব কিছু দখল করে আছে। তো এই করে করে এবং বিশেষ করে যে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে যে ধারাবাহিক আন্দোলন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড শুরু হল সেইটা আমি ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর দেখতে পেলাম তখন আইয়ুব খানের শাসন চলছে, মার্শাল 'ল চলছে এবং তার কিছু দিন পরেই আমাদের তখনকার বাংলার নয়নমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হল। ঐ মামলার যে প্রেক্ষাপট এবং মামলা নিয়ে যে ঘটনাগুলো পত্রপত্রিকায় পড়ে আমি উদ্দিপ্ত হয়েছি, উজ্জীবিত হয়েছি এই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। এবং স্বাধীন করার জন্য যা যা করা দরকার তাই করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় অংশগ্রহনে প্রেরণার কথা বলেছিলেন, এ প্রেরণা যুগিয়েছিল কে ?

উত্তর ঃ এটার এক কথায় জবাব আছে, আমার সকল প্রেরনার উৎস এবং আমার মত লাখ বাঙ্গালীর প্রেরনার উৎস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশ্ন ঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি কখন এবং কেমন ছিল ? কোন বয়সে মুক্তিযুদ্ধ করেন ?

উত্তর ঃ আমি যখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করি তখন আমার বয়স ২৩ বৎসর ৭ মাস ২৯ দিন ছিল। তো বুঝতেই পারছেন আমি তখন টগবগে যুবক। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে একটা যে মানসিক প্রস্তুতির সাথে সাথে কিছু সামরিক প্রস্তুতি ছিল। বলতে পারেন এটা আবার কী করে হয়। আমরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউটিসি নামে একটা কোর্স চালু ছিল এখন যেটা বিএনসিসি বলে। তা আমরা যারা কিছু উৎসাহী যুবক ছিলাম ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ে আমরা ইউটিসি করা শুরু করলাম। ইউটিসির সুবাদে আমরা জুনিয়র মিলিটারী সাইন্স কোর্স করলাম। এই কোর্সটা ময়নামতি ক্যান্টনম্যান্টে আমাদের ট্রেনিং হল। সেই ট্রেনিং এ আমরা রাইফেল যেটাকে বলে ত্রিমুর্তি রাইফেল, স্টেনগান তারপর এলএমজি লাইট মেশিনগান এই গুলি পরিচালনা, এগুলি পরিস্কার করা, এগুলি কাভার রোড মার্চ করা ম্যাপ রিডিং ইত্যাদি ট্রেনিং হয়ে গেলো এবং তারপর আমাদের একটা পরীক্ষা হল সেই পরিক্ষায় আমি উর্ত্তীণ হয়েছি। সে পরীক্ষাটার নাম মিলিটারি সাইন্স এক্সমিনেশন। আমি ১৯৬৮ এ পাস করেছি। উদ্দেশ্য একটা ছিল যে যুদ্ধবিদ্যা জানলে পর বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হলে যে যুদ্ধ করতে হবে। ঐ আবার কার সাথে কীভাবে যুদ্ধ হবে সেটা জানতাম না। সেটার দিকনির্দেশন পেয়ে গেলাম যখন ৬৯ এর গণআন্দোলনের সময় ১১ দফা (ছাত্রদের ১১ দফা) আর আওয়ামি লীগের ৬ দফা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

প্রশ্ন ঃ বাবা মার প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ?

উত্তর ঃ আমি আমার বাবা উনি প্রয়াত হয়েছেন মরহুম, উনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন, আমর মা একজন গৃহিনী। আমি আমার মা এখনো বেঁচে আছেন। আমি সবসময় আমার আব্বা এবং আম্মার প্রতি শ্রদ্ধাবনত, তাদেরকে আমি মনে প্রাণে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি তাদের সেবাযত্ন করার চেষ্টা করি কারণ আমার মায়ের বিশেষ একটা অবদান ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। তখন আমি প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়াতে চলে যাই। ওখানে আগরতলা (যেটা ত্রিপুরা) তখন অনেক সময় খাওয়া পেতাম না। খানা না পেয়ে মনে খুব আক্ষেপ হতো যে শাহজাহান সিদ্দিকি তোমার বাবার ঘরে গোলাভরা ধান, চাল আর তুমি এখানে ঘুরে বেড়াও খাওয়া পাও না। তা একবার আমি আগড়তলা থেকে হেটে হেটে বাড়ি চলে আসলাম। মার কাছে কিছুটা দুঃখের কথা বললাম। মা বলল যে কিছু চাউল বিক্রি করে ফেল চাউল দিয়ে দিল মা মনে হয় যে দেড়/দুই মন হবে। এই চাউলগুলো পার্শের গ্রামের একবাড়ী বিক্রি করি। ঔ টাকা নিয়ে আগরতলা চলে গিয়েছিলাম । তো ইনডারিক্টলি মা আমাকে সাহায্যে করেছেন। মানে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্যে করেছেন। বাবা একটা ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন। সে ঘড়িটা আগরতলা বিক্রি করে দিলাম ২৯ টাকায়। কারণ খেতে হবে তো, পরে যখন রেগুলার প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেলো তখন আর খাওয়া পরার কোনো অসুভিধা ছিলা না। আমাদেরকে কিছু পকেট

অ্যালাওয়েন্স ও দিত। সে প্রসঙ্গে একটু পরে বলি কীভাবে আমি কোথায় প্রশিক্ষণ নিলাম, যুদ্ধ করলাম তা বাব মা সত্যিই তারা আমার না শুধু আমাদের সমাজে এরকম বাবা ছিলেন বলেই এই মুক্তিযুদ্ধটা এত সহজ হয়েছে এত তাড়াতাড়ি আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ ছেলেকে নিয়ে বাবা মা কী স্বপ্ন দেখতেন ?

উত্তর ঃ আমার বাব যেহেতু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আমি যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুল একটা কলেজিয়েন্ট স্কুল, নাম কুমিল্লার মুরাদনগর থানা শ্রীগাইল কৃষ্ণকুমার হাইস্কুল এবং শ্রীগাইল কলেজ। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম এ পাশ ছেলে মেয়েদের লেকচারার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হতো কিন্তু তাদের বলা হত প্রফেসর। তাদেরকে সবাই বেশ মান্যি গন্যি করতো। তাই তখন আমার বাবার দৃষ্টিতে কলেজের প্রফেসরই উচ্চতর পেশা মনে হতো আমি তাই হব আমার আব্বা চিন্তা করতেন। আমার মত তাই ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি হয়ে গেলাম আমলা।

প্রশ্ন ঃ শাহজাহান সিদ্দিকীকে বাবা মা আদর করে কী বলে ডাকতেন ? সে নামের বড় হওয়ার সাধ কী ছিলো?

উত্তর ঃ আমাকে একটা ছোটো নামে খুব কমই ডাকতেন সাজু বলে। শাহজাহানই ডাকতেন। সাজুটা খুব একটা প্রচলন ছিলনা। শাহজাহান, শাহজাহান মিয়া এরকম।

প্রশ্ন ঃ বাবামার সাধ ছিল প্রফেসর হওয়ার। শাহজাহান বা সাজুর অবস্থা কি ছিল ?

উত্তর ঃ আমার সাধ ছিল সি এসপি হওয়ার। এটা মনে জাগলো। আমাদের কলেজের যে একটু আগে বললাম শিক্ষকবৃন্দ ছিলেন তাদের মধ্যে আমার এখনো নাম মনে আছে শহীদুল্লাহ স্যার, পলিটিকনিক্যাল সাইন্সের টিচার তারপর ফজলুল হক, সাহেব হিস্ট্রির টিচার তো উনারা যে ঘরে থাকতেন, উনারা তখনো অবিবিবাহিত। আমরা মাঝে মাঝে যেতাম। বিশেষ করে আমি যেতাম। আমি এস এস সিতে ফার্স্ট ডিভিশন..... স্কলারশিপ হোল্ডার ছিলাম সেজন্য স্যারেরা আমাকে খুব আদর করতেন। আর আমার আব্বা ছিলেন কলেজ গভনিং বডির মেম্বার। যেয়ে দেখতাম খবরের কাগজ তখন বাই পোষ্টে আসত। শ্রীগাল স্কুল এবং কলেজটা একটা অত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত। তো খবরের কাগজের যে হেডিং আছে, হেডিং ধরে ধরে দেখতাম স্কেল লাগিয়ে স্যাররা এগুলো ছিড়ছেন। ছিড়ে ছিড়ে আলাদা করে রাখছেন। তখন আশ্চার্য হয়ে ভাবলাম কী ব্যাপার খবরের কাগজতো পড়ার এটাকে আবার ছিড়ে কেন ? তখন জিজ্ঞাস করলাম, স্যার এগুলো ছিড়ে ফেলছেন কেন কাগজ ? উনি বললেন আরে না ছিড়ছিনা। এগুলোর নাম হলো পেপার কাটিং। তখন জিজ্ঞাস করলাম পেপার কাটিং দিয়ে কী হবে । পেপার কাটিং দিয়ে সমসাময়িক যুগে পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটছে কী হচ্ছে কী হবে ইতিহাস এবং রাষ্ট্রনিয়ে এসব ব্যাপার এখানে পত্রিকাতে আছে। এগুলি আমরা পড়ে আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করছি। আমরা সি. এস.এস পরীক্ষা দিব। সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরিক্ষা। তা দিয়েকী হবে? সিএস পেরুবো। তো সিএস পেরুলে কী হবে? তো বলে যে দেখলি না কিছুদিন আগে কুমিল্লার ডিএম এসে গেল আমাদের কলেজে। তখন মনে পড়ল মোশার্‌রফ হোসেন নামে সিএসপি'র কথা। উনি ছিলেন কুমিল্লার ডেপুটি কমিশনার, ডিসি, উনি আসছেন। আমাদের ছেলেরা উনাকে গার্ড অব অনার দিল। উনি খুব স্টাইল করে করে হাঁটছেন। তখন উনাকে দেখে আমার মনে হল আমি যদি এরকম কিছু একটা হতে পারতাম। তখন মনের অজ্ঞাত একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি লেখাপড়া শেষ করে সিএসপি হবো।

প্রশ্ন ঃ তার মানে শাহজাহান সিদ্দীকি তথা সাজুর সাধ পূর্ণ হয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যা, আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া যে শেষ পর্যন্ত বিসিএস-এও আমি ভালো রেজাল্ট করি। আমি কোয়ালিফাই করেছি।

বাংলাদেশের ফার্স্ট ব্যাচ আমি বিসিএস-এ। ৭২ এর বিসিএস। জয়েনিং ৭৩ এ।

প্রশ্নঃ স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ছাত্র-রাজনীতি করার সুযোগ হয়েছিল কি ?

উত্তর ঃ স্কুল-কলেজে আসলে কি সেরকম কোনো গঠনমূলক বা সংগঠিত কোনো রাজনীতি সেখানে ছিল না। কারণ তখন তো পাকিস্তান। তবে মাঝে-সাঝে কিছু কথাবার্তা বা ডিবেট হতো। এরকম কোনো সংগঠন ধরে কোনো রাজনীতির সাথে আমরা সম্পৃক্ত ছিলাম না।

প্রশ্ন ঃ তৎকালিন সময়ে আদর্শের দল কোনটি ছিল?

উত্তর ঃ যা বলছিলাম, আমাদের স্কুল-কলেজে এরকম কোনো রাজনীতি না থাকলেও আমি তো ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ে ভর্তি হলাম অনার্স এ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরেই আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেল। তখন থেকে আমি ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া শুরু করলাম। জনাব তোফায়েল আহমেদ আমারই ডিপার্টমেন্ট সোশ্যাল সাইন্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্র। উনি আমাদের সিনিয়র। আ স ম আব্দুর রব, সিরাজুল আলম খান, মাহবুব আলম প্রমুখ উনাদের সংস্পর্শে আমি আসলাম। আব্দুল কুদ্দুস মাখন আমাদের এলাকারই মানুষ। তখন থেকে আমি ছাত্রলীগে যোগদান করি এবং ছাত্রলীগের হয়ে সকল আন্দোলন সংগ্রামে আমি অংশগ্রহণ করি। আমরা তখন স্লোগান দিতাম যে 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব'। কারণ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলছে এবং সার্জেন্ট জহুরুল হক তারা আছেন। আমি রাজনীতির সাথে এতবেশি সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম যে পড়াশুনা আমি তখন ঠিকভাবে করতে পারিনি।

প্রশ্ন ঃ আপনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন স্কুল-কলেজে। ঐ ট্র্যাকটা তাহলে একটু হেলে গেল কি?

উত্তর ঃ ভাল ছাত্র ছিলাম, কিন্তু সেটা ধরে রাখতে পারিনি। বেশিরভাগ সময় স্লোগান, মিছিল, পোস্টার এগুলোর দিকে ভাগ হয়ে যেত।

প্রশ্ন ঃ তো আপনার আদর্শের দল তাহলে ছাত্রলীগ?

উত্তরঃ ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ আর ছাত্রইউনিয়ন ছিল তখন। ছাত্রইউনিয়ন যারা করত তারা সংখ্যায় খুব কম ছিল। ছাত্রলীগ সংখ্যায় বেশি ছিল। অন্যান্য দল ছিল না।

প্রশ্ন ঃ আদর্শের দলটি ক্ষমতায়। যে বিশ্বাস নিয়ে ছাত্ররাজনীতি করতেন, সে জায়গাটার বিশ্বাস কি ঐরকমই আছে এখনও?

উত্তর ঃ আলহামদুলিল্লাহ, হ্যা, আমার বিশ্বাস এখনও অটুট আছে এবং বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেরকম কল্পনা করেছি যুদ্ধের সময়, স্বপ্ন দেখেছি, ধীরে ধীরে সেই যে আশা আমাদের, তা পূরণ হতে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে দলীয় কোনো পদে আছেন কি? সংগঠনের কাজ করে নিজেকে কতটুকু স্বার্থক মনে হয়?

উত্তর ঃ আমাকে ২০০৩ সালে বিএনপি-জামায়াত এর জোট সরকার আকস্মিকভাবে চাকুরীচ্যুত করে। আমার এরকম কোনো চাকুরীতে কোনো শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তারপরও করল। তখন বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমাকে ডেকে দায়িত্ব দিলেন আওয়ামীলীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে।

প্রশ্ন ঃ ২০০৩ সাল থেকেই?

উত্তর ঃ ২০০৩ সাল থেকেই ফার্স্ট শুরু করেছি এবং এখন পর্যন্ত আমি আওয়ামীলীগের কেন্দ্রিয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সাথে সম্পৃক্ত এবং কাজ করে যাচ্ছি, কাজ করতে ভালোবাসি।

প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে। প্রত্যাশার মাইলফলকে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে?

উত্তর ঃ শুনুন, মানুষের যে প্রত্যাশা বা আশা সেটার কোনো সীমারেখা টেনে দেয়া যায় না। যদি বলেন যে একজন আমেরিকান নাগরিক, তার প্রত্যাশা, তারও কিন্তু প্রত্যাশা আছে আরো এগিয়ে যাওয়ার। তো সেইভাবে চিন্তা করলে প্রত্যাশা একদম শেষ হবে না। কিন্তু আমরা যখন যুদ্ধ করি আমাদের আশা-আকাঙ্খা খুব বেশি বড় ছিল না। আমাদের বাঙালীদের বেশিরভাগই ছিন্নবস্ত্র অবস্থায় পড়ে আছে, তিনবেলা ভালো খাওয়া পায় না। আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম করো তো ২/৩ টার বেশি প্যান্ট-শার্ট ছিল না। যারা গাড়ি-ঘোড়া চড়ে তারা সব অবাঙালী, পশ্চিম পাকিস্তানি। এরা ব্যবসা-বাণিজ্য যা আছে সবকিছুতেই তারা। এই বায়তুল মোকাররম মার্কেটে যেতাম মাঝে মাঝে। দেখতাম দোকানের মালিকেরা সব অবাঙালী। আমি তো দেখতাম তারাই। এগুলো দূর হোক। বাঙালী অন্তত দু'বেলা পেট পুরে খেতে পাক, বাঙালী অন্তত জামা-কাপড় পড়তে পারুক, একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকুক এবং স্বাধীনভাবে চলতে পারুক, বাঙালী তার মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারুক। এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করাই ছিল আমাদের আশা। তো আল্লাহ্‌র কী রহমত যে সেই সুবাদে এই স্বাধীন বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ হয়ে গেছে। এখন আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তাদের মেধা এবং অধ্যাবসায়ের সাথে তাদের যে সুযোগ-স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তার ফলশ্রুতিতে অনেক উন্নত জীবনযাপন, সমৃদ্ধ জীবনযাপন করছে। আমাদের জনগনের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে। সবকিছুতেই আমি উন্নতির ছোঁয়া দেখি। রাস্তাঘাটে যখন গাড়ি-ঘোড়ার যানজট দেখি, বিরক্ত হই বটে, তবে তার সাথে সাথে ভাবি এসব গাড়ির মালিক তো এখন তো আর বাদামী চামড়ার পাকিস্তানিরা না, বাঙালীরাই এগুলোর মালিক এবং তারা তাদের অধ্যাবসায়, চেষ্টা, চিন্তা এবং পরিশ্রম দ্বারা সৃষ্টি করা ব্যবসার মাধ্যমে এগুলো অর্জন করেছে। তাতে আমি অনেক গর্ববোধ করি, অনেক আনন্দ পাই।

প্রশ্ন ঃ বস্ত্র-অন্ন ও স্বাধীনভাবে কথা বলার জন্য, তাদের যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধকালীন সময়ে আপনি কোন সেক্টরে কাজ করেছেন?

উত্তর ঃ আমি ১৯৭১ সালে যখন অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম, তারপরই তো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তো মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকেই আমি এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের গ্রামের কিছু ছেলেকে নিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্য যেটাকে আগরতলা বলে সেখানে চলে গেলাম। তো সেখান থেকেই একপর্যায়ে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল শালবন বিহার নামে একটি জায়গায়। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট আছে। তারা সামরিক যত অস্ত্রসস্ত্র

নিয়ে আছে এবং তারা মাঝে মাঝে বর্ডারে গিয়ে পাকসেনাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বিশেষ করে মর্টার শেল নিক্ষেপ করা হয়, তো আমরা গেলাম একদিন বিকেলে.. . . . . (চলবে)

It takes a real partner to get to know your business, understand your objectives, design and deliver an **event** that will help you to achieve your **goals**...

connect people, breed innovation build communities...

OUR SERVICES

Event Management
Concept Development
Strategic Planning
Meet the Press
Advertising
Trade Promotion
Road Show
Outdoor Branding
Campus Activation

Sales-base Activation
Seminar, AGM and Corporate Events
Media and Public Relation Relations
Conduct Survey, Analysis and Report.
Database Collection and Maintenance
Celebrity Management
Promotional Video, TVC
Print and Production Work
Integrated Marketing Campaign
Corporate Identity Develop/Campaign

HelpLine: 01979228390
01979693045

Contact @ 38/1, New Eskaton (2nd Floor) Ramna, Dhaka-1000. Email: chowdhury.monayar@gmail.com, Phone: 88 02 9355114

গৌরবের জাতীয় সংসদ এক ঐতিহাসিক কাব্য

আল্লামা ইকবাল অনিক

৭ মার্চ ১৯৭৩ সালের স্বাধীন বাংলাদেশে ৩০০ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। এই সংসদের সংসদনেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মো. মনসুর আলী ।

জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ আইনসভা। এককক্ষ বিশিষ্ট এই আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। ৩০০ জন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন আর বাকি ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। ১৯৮২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের মধ্য দিয়ে এই ভবনের উদ্বোধন হয়।

জাতীয় সংসদ ভবন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান ভবন। ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আইনসভার জন্য এই ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মাণ শুরুর ২১ বছর পর ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। আর জাতীয় সংসদ ভবনের মূল নকশা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই আই কান। মাহফুজ চৌধুরী ছিলেন সহকারী স্থপতি। লুই আই কান তার স্থাপত্যশৈলীতে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই ভবনের নকশায়। মূল ভবনটি পৃথক ৯টি ব্লকে ২০০ একর এলাকার উপর অবস্থিত। এই ভবনের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় ১২৯ কোটি টাকা।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা থেকে শুরু হয় নির্বাচন ব্যবস্থা। ঐ সময়ে শাসকেরা নির্বাচিত স্থানীয় সরকার সংস্থা; যেমন গ্রামপ্রধান, পঞ্চায়েত, পাটোয়ারী, আমীন, মুনসেফ, থানাদার ও কাজীর পদসমূহ বিলুপ্তির মাধ্যমে প্রাচীন নির্বাচন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে। এসব প্রতিষ্ঠান জনসমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হতো। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন তখনও সর্বজনীন না হলেও সেখানে ব্যাপকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই নির্বাচনের মাধ্যমে

২৫০ সদস্যের বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি গঠিত হয়। ৭ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে কোলকাতায় শুরু হয় প্রথম অধিবেশন। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি স্পিকার ছিলেন এম আশরাফ আলী।

১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৩ এপ্রিল ফেব্রুয়ারি কোলকাতার বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই সংসদে স্পিকার নুরুল আমিন এবং ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট তোফায়েল আলী নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর হিন্দুদের ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ, জমিদারি প্রথার বিলোপ এবং ১৯৫৬ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান প্রবর্তনের ফলে বিভাগপূর্ব নির্বাচন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন হয়। ১৯৫৪ সালের

প্রাদেশিক পরিষদ ও জেলা বোর্ড নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে নবীন ও অনাবাসিক আইনজীবীরা প্রাধান্য পায়। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুক হক চার সদস্য বিশিষ্ট যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৫ মে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। ১৯৫৪ সালের ৩১ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করে দিয়ে শাসনতন্ত্রের ৯২ (ক) ধারা জারীর মাধ্যমে প্রদেশে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জন্য সম্ভাবনার সৃষ্টি হলেও বানোয়াট অভিযোগে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার পাশাপাশি ৯২-ক ধারার আড়ালে বিশেষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতাকে গ্রেফতার করেছিল সরকার। দলের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন গভর্ণর ইস্কান্দার মির্জা। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগ দেয়ার কারণে মওলানা ভাসানী সে সময় দেশে ছিলেন না। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে করাচি কেন্দ্রিক ক্ষমতাসীন চক্র ও ষড়যন্ত্রকারীরা সাফল্যের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান 'শেরে বাংলা' ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তার ফলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ঘটে। উল্লেখ্য, কোলকাতা থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী যুক্তফ্রন্টের ঐক্য টিকিয়ে রাখার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব অনমনীয় থাকায় যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গিয়েছিল।

যুক্তফ্রন্টের এই ভাঙনে দলগতভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আওয়ামী লীগ। এর কারণ, ৯২-ক ধারা প্রত্যাহারের পর ১৯৫৫ সালের ৬ জুন আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গঠিত মন্ত্রিসভা 'যুক্তফ্রন্ট' নাম নিয়েই শপথ নিয়েছিল। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারই ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক আওয়ামী মুসলিম লীগ এতে সুযোগ পায়নি। এরই পাশাপাশি দলত্যাগ করেছিলেন আওয়ামী লীগের ৩৯ জন সদস্য, যার ফলে দলটির পরিষদ সদস্য সংখ্যা কমে হয়েছিল ১০৪। ওদিকে গণপরিষদের ৩১টি মুসলিম আসনের নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' পেয়েছিল ১৬টি। বড় দল হলেও আওয়ামী লীগের ভাগে এসেছিল মাত্র ১২টি আসন। পরবর্তীকালে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে একটি আসন পাওয়ায় দলটির সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১৩।

ষাট ও সত্তরের দশকে এ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। তখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পেশাদার রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও সত্তরের সাধারণ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রতিরক্ষাসহ সার্বিক ক্ষেত্রে যে শোষণ নির্যাতন ও বৈষম্য চলে আসছিল তা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খানসহ তাঁর দোসররা ছয় দফাকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়ে শেখ মুজিবকে বন্দী করে এবং ছয় দফার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন শুরু করে।

এর মধ্যে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার উৎখাত এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি ও সামরিক বেসামরিক অন্য ৩৪ জনকে আসামি করে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য) করে আইয়ুব সরকার। সরকার ভেবেছিল এই মামলার মাধ্যমে জনগণকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।

কিন্তু জনগণ এই মামলাকে বাঙালিদের স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন দমানোর জন্য শেখ মুজিব ও অন্যদের ফাঁসানোর সরকারি ষড়যন্ত্র বলে মনে করে। ফলে ছয় দফার পক্ষে এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন চাঙা হয়ে ওঠে। কারাগার থেকে শেখ মুজিবের অনুরোধে তৎকালীন ন্যাপ নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অংশগ্রহণ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে।

ভাসানীসহ প্রগতিশীল ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসেন। ৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর বিরোধী দলগুলোর ঢাকায় আহুত হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন নিহত ও আহত হয়। ৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছয় দফার পাশাপাশি সম্পূরক হিসেবে ১১ দফা প্রস্তাব তুলে ধরে এবং ছয় ও ১১ দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে।

এতে যুক্ত হয় শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া হাজারও ছাত্র-জনতার সাথে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মুখোমুখি সংঘর্ষে অনেকে আহত হয়।

২৪ জানুয়ারি ছিল প্রতিবাদ দিবস। ওইদিন সচিবালয়ের এক নম্বর গেটে ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শেখ রুস্তম আলী, মকবুল ও মতিউর রহমান নিহত হন। এ ছাড়া আরও কয়েক জায়গায় তিনজন নিহত ও বহু হতাহতের ঘটনা ঘটলে আন্দোলন বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। এদিন ছাত্র-জনতা বেশ কয়েকটি সরকারি অফিস, আন্দোলনবিরোধী ভূমিকা রাখা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিস, আগরতলা মামলার প্রধান বিচারক এস রহমানের বাসা ইত্যাদিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এভাবে দিনটি গণ-অভ্যুত্থান দিবসে পরিণত হয়। গণ-আন্দোলনের দিনগুলোতে স্লোগান উচ্চারিত হয় 'তোমার আমার ঠিকানা-পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তোমার নেতা আমার নেতা-শেখ মুজিব শেখ মুজিব', জেলের তালা ভাঙব-শেখ মুজিবকে আনব', 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা-মানি না মানব না', 'তোমার দেশ আমার দেশ-বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'জয় বাংলা' ইত্যাদি।

১৫ ফেব্রুয়ারি কারাগারে বন্দী অবস্থায় আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা এবং সার্জেন্ট ফজলুল হককে আহত করা হলে ছাত্র-জনতা আরও ফুঁসে উঠে। পরদিন সামরিক বাহিনীর টহল ও জরুরি অবস্থা উপেক্ষা করে কড়া হরতাল পালন করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যার পর আন্দোলন এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার জনতার এ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয় এবং ২২ ফেব্রুয়ারি 'আগরতলা

> এই নির্বাচন বাঙালিদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সৃষ্টির লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ণের সুযোগ তৈরি করে এবং বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সরকার গঠনের অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ অন্যদের মুক্তি দেয়। মুক্তি লাভের পর দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানের বিশাল সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে এদেশের ছাত্র-জনতার পক্ষে তোফায়েল আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বস্তুত ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সোপান। এই আন্দোলন বাংলার সবস্তরের মানুষকে ৬ ও ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানি শাসন শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করে এবং সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ ত্বরান্বিত করে। আইয়ুবের পর সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এলেও দাবি আদায়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের তীব্রতা উপলব্ধি করে তিনি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সত্তরের নির্বাচন দিতে বাধ্য হন।

গণ-আন্দোলন চলাকালে উচ্চারিত স্লোগানগুলোই ছিল সত্তরের নির্বাচনের পূর্বাপর অর্থাৎ একাত্তরের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনের সময়কার বহুল উচ্চারিত ও গণজাগরণে প্রেরণাদায়ক সঞ্জীবনী বাণী। সর্বোপরি এই আন্দোলন বাঙালি ছাত্র-জনতাকে একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুপ্ত আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত করেছিল।

এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে বাংলার মানুষ তাদের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ রায় প্রদান করে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনেই বিজয়ী হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা।
এই নির্বাচন বাঙালিদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সৃষ্টির লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ণের সুযোগ তৈরি করে এবং বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সরকার গঠনের অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তার ক্রীড়ণকেরা নানা তালবাহানা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করলে বাঙালিরা এক দফা অর্থাৎ চূড়ান্ত স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের দিকে ধাবিত হয়।

সত্তরের নির্বাচনী রায় না মানার ফল হিসেবে আসে ঐতিহাসিক সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা,- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। সংঘটিত হয় অসহযোগ আন্দোলন। সারা দেশের (বাংলাদেশ) প্রশাসন, ব্যাংক, বিমা, ডাক ও তার বিভাগ, আদালত, বেতার-টেলিভিশন সবকিছুই চলে কেবল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। সঙ্গে চলতে থাকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার নামে ঢাকায় এসে ইয়াহিয়া খান ভুটো গং বাঙালিদের চিরতরে দমিয়ে রাখার পরিকল্পনা করে। ২৪ মার্চ সকাল থেকেই বঙ্গবন্ধুর কাছে খবর আসতে থাকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, সৈয়দপুরসহ বিভিন্নস্থানে পাক সেনারা বাঙালিদের ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। ২৫ মার্চ কালো রাতে শুরু হয় বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ আর তা প্রতিরোধের মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বাধীনতার জন্য আসে বঙ্গবন্ধুর ডাক।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরষিদের ১৬৯ জন সদস্য ও পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ৩০০ জন সদস্যের সমন্বয়ে প্রভিশনাল কন্সস্টিটউিশন অব বাংলাদেশ অর্ডার ১৯৭২ এর অধীনে বাংলাদেশ গণ-পরিষদ গঠিত হয়। ১০ এপ্রিল ১৯৭২ সালের গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। গণ-পরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ আব্দুল হামিদ ও ডেপুটি স্পিকার মুহম্মদুল্লাহ। স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদের মৃত্যুর পর স্পিকার নির্বাচিত হন মুহম্মদুল্লাহ ও ডেপুটি স্পিকার মো. বয়তুল্লাহ। গণ-পরিষদের উদ্যোগে আওয়ামী লীগের একক নেতৃত্বে গণমানুষের সংগ্রামী প্রচেষ্টায় নিয়মতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার যে উত্তরাধিকার সৃষ্টি হয়েছিল- স্বাধীন বাংলাদেশে সেই সব ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ গণপরিষদ ধারণ করেছে। নিয়মতান্ত্রিক, আইনসিদ্ধ ও রাজনৈতিক বৈধতা প্রাপ্ত পূর্বেকার অর্জনগুলোর সযত্ন, যথাযথ, ন্যায্য ও বৈধ প্রয়োগের নিমিত্তে ১৯৭২-এর জানয়ারির ১১ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত "বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২" জারি করা হয়। এই আদেশ বলে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতঃপর একে একে "বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২" এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন জারি করে ১৯৭২-এর এপ্রিলের ১০ তারিখ- অর্থাৎ ১৯৭১-এ যেদিন গণপরিষদ ভূমিষ্ঠ হয়, সেদিনটিতেই স্বাধীন বাংলাদেশে গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। এটি গণপরিষদের দ্বিতীয়পর্বের যাত্রা। এ পর্বে পরিষদের সামনে কাজ ছিল মূলত একটি- আর তা হচ্ছে বাঙালির বহু যুগের চির কাঙ্খিত একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নন করা।

১৯৭২-এর এপ্রিলের ১১ তারিখ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে গঠিত হয় ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট "খসড়া সংবিধান-প্রণয়ন কমিটি।" এই কমিটি একই বছরের এপ্রিলের ১৭ তারিখ প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনের শুভ সূচনা করে।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরু:

৭ মার্চ ১৯৭৩ সালের স্বাধীন বাংলাদেশে ৩০০ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। এই সংসদের সংসদনেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মো. মনসুর আলী । আর এই সংসদের চিফ হুইফ ছিলেন শাহ মোজ্জামেল হোসেইন। প্রথম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি। প্রথম জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন মুহম্মদুল্লাহ ও ডেপুটি স্পিকার মো. বয়তুল্লাহ। পরে মুহম্মদুল্লাহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে আবদুল মালেক উকিল স্পিকার নির্বাচিত হন।

১৯৭৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক উনয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে প্রাগ্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও মুজিব ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামি অনুশাসনের পথে অগ্রসর হন। তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক একাডেমি পুনরায় চালু করেন। ইসলামিক গোত্রগুলোর জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। তাঁরই সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর সদস্যপদ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে যান যা পাকিস্তানের সাথে কিছুমাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়ন ও পাকিস্তানের স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করে। জনসাধারণের সামনে উপস্থিতি ও ভাষণের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ইসলামিক সম্ভাষণ ও স্লোগান ব্যবহার বাড়িয়ে দেন। শেষ বছরগুলোতে মুজিব তাঁর স্বভাবসুলভ "জয় বাংলা" অভিবাদনের বদলে ধার্মিক মুসলিমদের পছন্দনীয় "খোদা হাফেজ" বলতেন।

১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে যুদ্ধবিদ্ধস্ত নতুন দেশে বিদেশী ষড়যন্ত্রে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সংবিধান প্রথম সংশোধনী আইন ১৯৭৩ যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী আপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিরাক্রমনে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে "জরুরি অবস্থা" ঘোষণার বিধান রেখে ১৯৭৩ দ্বিতীয় সংশোধনী পাস হয়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহল ও অপদখলীয় জমি বিনিময় বিধান তৃতীয় সংশোধনী ১৯৭৪ পাস হয়। সংবিধানের সংসদীয় চতুর্থ সংশোধনী আইন-১৯৭৫ শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন এবং বাকশাল গঠন। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইন-১৯৭৯ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দান ,চবিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমচ সংযোজন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কিয়দংশ ষয়যন্ত্রে সংঘটিত অভ্যুত্থানে তিনি সপরিবারে নিহত হন। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মুশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। সে নতুন করে মন্ত্রীসভা গঠন করে। তার কার্যকাল ছিল ১৫ই আগস্ট থেকে ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত। এ সময় সামরিক আইন জারী করা

হয়। তার কর্মকাল ছিল সংক্ষিপ্ত। পরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব লাভ করেন বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মাদ সায়েম।

সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালে ৭ নভেম্বর তথাকথিত সিপাহি বিপ্লব নামের আন্দোলনের পর পর্যায়ক্রমে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯ নভেম্বর ১৯৭৬ সালে তাঁকে পুনরায় সেনাবাহিনীর চীফ অফ আর্মি স্টাফ পদে দায়িত্বে প্রত্যাবর্তন করা হয়। তিনি এসময়ে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত সায়েমের পরে ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর

রহমান জয়লাভ করেন। জিয়াউর রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ নামের রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনারেল জিয়াউর রহমান জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামকরণ করা হয়। জিয়া এই দলের সমন্বয়ক ছিলেন এবং এই দলের প্রথম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক এ. কিউ. এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এর প্রথম মহাসচিব ছিলেন। বিএনপি গঠন করার আগে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি ছিলেন। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩০০ আসনের ২০৭ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ (মালেক), আওয়ামী লীগ (মিজান), জাসদ, মুসলিম লীগ ও ডেমোক্রেটিক লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্ফর), বাংলাদেশ জাতীয় লীগসহ আরও বেশ কয়কেটি দল অংশগ্রহণ করে। এই সংসদের সংসদ নেতা ছিলেন শাহ মো. আজিজুর রহমান। এই সংসদের চিফ হুইফ ছিলেন আবুল হাসানাত। আর এই সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন আসাদুজ্জামান খান। এই সংসদে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ আসন থেকে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত প্রথম নারী সদস্য ছিলেন সৈয়দ রাজিয়া ফয়েজ। দ্বিতীয় এই সংসদে নারী সংরক্ষিত আসন ১৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০ করা হয়। এতে আসন বেড়ে হয় ৩৩০। ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন। এই সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন মির্জা গোলাম হাফিজ এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন ব্যারিস্টার সুলতান আহমেদ চৌধুরী। ১৯৮১ সালের ২৯ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়া নিহত হন। অত:পর উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কয়জন সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পাকিস্তানে স্বেচ্ছাবন্দী ছিলেন তাদের মধ্যে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ অন্যতম। বিচারপতি আবদুস সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চে শাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতবিহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন।

৭ মে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে প্রায় ১৫শ'র বেশি প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে ১৫৩ আসন পেয়ে জাতীয় পার্টি জয়লাভ করে। দ্বিতীয় সংসদের বিজয়ী দল বিএনপি এই নির্বাচন বর্জন করে। এই সংসদের সংসদ নেতা নির্বাচিত হন মিজানুর রহমান চৌধুরী। এই সংসদের চিফ হুইফ ছিলেন ডা. ফজলে রাব্বী চৌধুরী। আর এই সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা। ১০ জুলাই ১৯৮৬ তারিখে তৃতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন। এই সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন সামসুল হুদা চৌধুরী এবং ডেপুটি স্পিকার এম কোরবান আলী।

সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী আইন-১৯৮৬ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, নির্দেশ ও অধ্যাদেশসহ অন্যান্য সকল আইন অনুমোদন।

৩ মার্চ ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। নির্বাচনটি বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রধান দলই বর্জন করেছিল; যেমন, আওয়ামী লীগ, জাতীয়াতাবাদী দল, জামায়াতে ইসলামী, কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী পার্টি (মুজাফ্ফর) এবং ওয়ার্কার্স পার্টি। ৩৩০ আসনের মধ্যে ৩০০ জন সংসদ সদস্য ছিলেন। কারণ সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় কোন নারী আসন ছিল না। এই সংসদের সংসদ নেতা নির্বাচিত হন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও কাজী জাফর আহমেদ। এই সংসদের চিফ হুইফ ছিলেন এমএ আব্দুর সাত্তার। আর এই সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন আ স ম আব্দুর রব। ১৯৮৮ সালের ২৫ এপ্রিল চতুর্থ সংসদের প্রথম অধিবেশন। এই সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হন সামসুল হুদা চৌধুরী এবং ডেপুটি স্পিকার রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ।

সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আইন ১৯৮৮ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতিদান ও ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন। Dacca-এর নাম Dhaka এবং Bangali -এর নাম Bangla -তে পরিবর্তন করা হয়। সংবিধানের নবম সংশোধনী আইন ১৯৮৯ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সাথে একই সময়ে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে পর পর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা। সংবিধানের নবম সংশোধনী আইন ১৯৯০ রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষ্য সংশোধন ও সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন আরো ১০ বছরকালের জন্য সংরক্ষণ।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ

ও বিএনপিসহ ৭৫টি দল অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি ১৪০ আসন পেয়ে জয় লাভ করে। চতুর্থ জাতীয় সংসদে নারী সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় পঞ্চম সংসদে নারী সংরক্ষিত আসন সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। পরে সংসদে পরোক্ষ ভোটে আসনে ৩০টি সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য নির্বাচিত হয়। এই সংসদের সংসদ নেতা নির্বাচিত হন খালেদা জিয়া। এই সংসদের চিফ হুইফ খন্দকার দেলওয়ার হোসেন। আর এই সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা। এই সংসদে প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং ডেপুটি স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী। আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী ও ডেপুটি স্পিকার হুমায়ুন খান পন্নী নির্বাচিত হন।

সংবিধানের একাদশ সংশোধনী আইন ১৯৯১ স্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন ১৯৯১ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ৩০০ আসনে জয় লাভ করে। এই নির্বাচনকে সব দলই বর্জন করে। এই সংসদের সংসদ নেতা নির্বাচিত হন খালেদা জিয়া। এই সংসদের চিফ হুইফ খন্দকার দেলওয়ার হোসেন। সব দল নির্বাচন বর্জন করায় এই সংসদে কোন বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন না। সংসদে শেখ রাজ্জাক আলী স্পিকার ও এল কে সিদ্দীকি ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।
সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী আইন ১৯৯৬ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ-নিদর্লীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১২ জুন ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ ৮১টি দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৪৬ আসন পেয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। আর এই সংসদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৩০। ১৯৯৬ সালের ১৮ জুলাই সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই সংসদের সংসদ নেতা নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা। এই সংসদের চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। আর এই সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন খালেদা জিয়া। স্পিকার নির্বাচিত হন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এবং ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট মো. আবদুল হামিদ। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর স্পিকার নির্বাচিত হন অ্যাডভোকেট মো. আবদুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার আলী আশরাফ।
১ অক্টোবর ২০০১ সাল অষ্টম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে চালু হওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দ্বিতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ ৫৪টি দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই সময় নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক প্রধান ছিলেন লতিফুর রহমান। এই নির্বাচনে ১৯৩টি আসন পেয়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি জয়লাভ করে। অষ্টম জাতীয় সংসদের অধিবশেন শুরু হয় ২৮ অক্টোবর। এই সংসদে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। কারণ নারী সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নারী আসন ছিল না। এই সংসদের সংসদ নেতা নির্বাচিত হন খালেদা জিয়া। এই সংসদের চিফ হুইফ খন্দকার দেলয়ার হোসেন। আর এই সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা। সংসদে ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার স্পিকার ও আখতার হামিদ সিদ্দীকি ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। অষ্টম সংসদ সংবিধান বিল-২০০৪ পাস করে। এই আইন দ্বারা নারী আসন ৩০ থেকে ৪৫ উন্নীতকরণ করা হয়। আর মেয়াদ ১০ বছর বাড়ানো হয়।

সংবিধান চতুর্দশ সংশোধনী আইন ২০০৪ নারীদের জন্য সংসদে ৪৫টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ, অর্থ বিল, সংসদ সদস্যদের শপথ, সাংবিধানিক বিভিন্ন পদের বয়স বৃদ্ধি।

২৯ ডিসম্বের ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২০০৭ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। নির্বাচনের আগে জরুরি অবস্থা তুলে নেয় তৎকালীন তত্ত্বাবোধায়ক সরকার ফখরুদ্দীন আহমেদ। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টিসহ চৌদ্দদলীয় মহাজোট এবং বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী দলসহ চারদলীয়

জোটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ২৩০ আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এই সংসদের অধিবেশন শুরু হয় ২০০৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এই সংসদে মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৪৫। ২০১১ সালে সংসদে এক বিলের মধ্য দিয়ে নারী সংরক্ষিত আসন ৪৫ থেকে ৫০ উন্নীত করা হয়। এই সংসদের সংসদ নেতা নির্বাচিত হন শেখ হাসিনা। এই সংসদের চিফ হুইফ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ। আর এই সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন খালেদা জিয়া। সংসদে অ্যাডভোকেট মো. আব্দুল হামিদ স্পিকার ও শওকত আলী ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে অ্যাডভোকেট মো. আব্দুল হামিদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী স্পিকার ও শওকত আলী ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। এরআগে শওকত আলী ভারপ্রাপ্ত স্পিকারের দায়ত্বি পালন করেন।

সংবিধান পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন, ১৯৭২-এর মূলনীতি পূনর্বহাল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ, ১/১১ পরবর্তী দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ম বহির্ভুতভাবে ৯০ দিনের অধিক ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি প্রমার্জ্জনা, নারীদের জন্য সংসদে ৫০ টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ২০১১ সালের ৩ জুলাই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এনে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৪৫ হতে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে।

৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্রসহ ১৭টি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এছাড়াও নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৫৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা বিজয়ী হওয়ায় নির্বাচনটি নিয়ে অনেক বির্তকের সৃষ্টি হয়। এ নির্বাচনটি নবম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ অধিকাংশ দলই বর্জন করে। আর এই নির্বাচনে ২৩২টি আসন পেয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়মী লীগ জয়লাভ করে। এই সংসদে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন । শেখ হাসিনা সংসদ নেতা নির্বাচিত হয়। এই সংসদের চিফ হুইফ এএসএম ফিরোজ। আর এই সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন রওশন এরশাদ। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী স্পিকার ও শওকত আলী ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

সংবিধানে ষোড়শ সংশোধনী আইন ২০১৪ বাহাত্তরের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেয়া। সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী আইন ২০১৮ "সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে আবার নতুনভাবে মেয়াদ কার্যকর করার জন্য প্রস্তাব পাস হয়। এই ৫০টি আসন আগামী ২৫ বছরের জন্য আবার সংরক্ষিত থাকবে।

বিগত সময়ে সংসদের প্রয়োজনে সংবিধানের বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে। সারাদেশে বইছে এখন নির্বাচনের হাওয়া। আর এই একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেশের প্রত্যাশও যেমন আছে, ঠিক তেমনি আশংকা আছে। কারণ দেশের মানুষের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন চান না।

	তথ্য সূত্র:
	https://bn.wikipedia.org/wiki/A6
২.	http://www.dailysangram.com/post/278316
৩.	http://www.parliament.gov.bd/index.php/bn/about-parliament-bangla/2013-03-10-20-43-42
৪.	http://www.parliament.gov.bd/index.php/bn/about-parliament-bangla/2013-03-10-20-41-59
৫.	http://www.parliament.gov.bd/index.php/bn/about-parliament-bangla/2013-03-10-20-40-24
৬.	http://www.parliament.gov.bd/images/pdf/Brief_History_of_Parliament-Simplex.pdf
৭.	http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/national-esambele/2018/01/29/253549_print.html
৮.	https://bn.wikipedia.org/wiki/

একজন সংসদ সদস্য: নির্লোভ দায়িত্ববোধ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব

দীয়া সিমান্ত

১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে ভারত বর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারতীয় অধিরাজ্য (বর্তমান ভারতীয় প্রজাতন্ত্র) এবং পাকিস্তান অধিরাজ্য (বর্তমান পাকিস্তান) গঠিত হয়। ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ সাল থেকে ২৩ মার্চ ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতীয় স্বাধীনতা অধিনিয়ম ১৯৪৭ শাসন পদ্ধতির অধীনে (যা ব্রিটিশ সংসদের একটি অধিনিয়ম) ছিল।

১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই এই অধিনিয়মটি রাজকীয় সম্মতিপ্রাপ্ত হয় ও দুটি নতুন দেশ ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭-এ এর অধীনস্থ হয়। নতুন সংবিধান প্রণয়ন হওয়া পর্যন্ত ভারতের শেষ সংবিধান "ভারত শাসন আইন ১৯৩৫" কার্যকর থাকার ধারা সন্নিবেষ্ঠিত থাকে। পাকিস্তান শাসনামলে বর্তমান বাংলাদেশ অংশকে ১৯৪৭-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বঙ্গীয় এবং ১৯৫৫-১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো । ২৩ শে মার্চ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান কার্যকর হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান। প্রতিষ্ঠার ৭ বছর পর ১৯৫৪ সালের ৮-১২ই মার্চ এর মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন (Bengal Legisative Election) অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৪ সালের ৮-১২ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান আইনপরিষদ নির্বাচন (বর্তমানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নামে প্রতিস্থাপিত) অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমা শাসকের বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান খেলাফত পার্টি ও নেজামে ইসলাম পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে "যুক্তফ্রন্ট" গঠিত হয়। সেই পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২১৫টি আসন (স্বতন্ত্র থেকে ৮জন যোগ দিলে আসন সংখ্যা দাড়াঁয় ২২৩টি) পায়। মাওলানা ভাসানীর নেতুত্বাধীন আওয়ামী

> তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান উল্লেখিত পদত্যাগপত্রের জওয়াবে জানাইয়াছেন যে,"মানুষ যেখানে সহজে মন্ত্রিত্ব পদের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, সেখানে আপনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে জোরদার ও সরকারের হস্ত শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপণ করিয়া এক প্রশংসনীয় নজীর স্থাপন করিয়াছেন"।

মুসলিম লীগ ১৪৩টি আসন পায়, একে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি পায় ৪৮টি আসন, নেজামী ইষলাম পার্টি ১৯টি, গণতন্ত্রী দল ১৩টি, খেলাফতে রব্বানী ১টি, স্বতন্ত্র ৩টি এবং ক্ষমতাশীল মুসলিম লীগ ৯টি আসন লাভ করে (পরবর্তীতে চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একজন মুসলিম লীগে যোগ দিলে তাদের আসন সংখ্যা দাড়াঁয় ১০টি)। ঐ নির্বাচনে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ৭২টি আসন সংরক্ষিত ছিল যেখানে শিডিউল কাস্ট ফাউন্ডেশন ২৭টি, কংগ্রেস ২৪টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি, বৌদ্ধ ২টি খ্রিস্টান ১টি ও স্বতন্ত্র ১টি করে আসন পায়।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৪ সালের ১০ জানুয়ারী দৈনিক আজাদ পত্রিকার শিরোনাম হয়-যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী নির্বাচন, শনিবারে ১৮জনের নাম ঘোষনা। এবং ঘোষিত নামের তালিকা প্রকাশ এরূপ: আতাউর রহমান খান (ঢাকা সদর মধ্য পশ্চিম), মুনির হোসেন জাহাঙ্গীরী (মুন্সিগঞ্জ মধ্য-পূর্ব), ইউসুফ আলী চৌধুরী (ফরিদপুর সদর উত্তর পশ্চিম), আব্দুল সালাম খান গোপালগঞ্জ উত্তর), শেখ মুজিবুর রহমান (গোপালগঞ্জ দক্ষিণ), কাজি রোকন উদ্দিন আহমদ (ফরিদপুর সদর দক্ষিণ পূর্ব), আদেল উদ্দিন আহমদ (মাদারীপুর দক্ষিণ পশ্চিম), হায়দর আলী মল্লিক (জামালপুর দক্ষিণ), আব্দুল খালেক (যশোর পূর্ব), আজিজুর রহমান খন্দকার (গাইবান্ধা মধ্য), আবু হোসেন সরকার (রংপুর কাম গাইবান্ধা), মিয়া আব্দুল হাফেজ (কুড়িগ্রাম মধ্য), হাতেম আলী খান (টাঙ্গাইল উত্তর), সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন (কিশোরগঞ্জ দক্ষিণ পূর্ব), নাসির উদ্দিন আহমদ (হবিগঞ্জ মধ্য দক্ষিণ), আনোয়ারা খাতুন (ঢাকা সিটি পশ্চিম মোছলেম মহিলা কেন্দ্র), আবুল হোসেন মিয়া (রংপুর সদর পশ্চিম)। শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট থেকে বিপুল ভোটে বিজয় (১৯৩৬২) অর্জন করে লীগ প্রার্থী অহিদুজ্জামানকে (৯৫৬৯) পরাজিত করেন গোপালগঞ্জ দক্ষিণ আসন থেকে।

১৯৪৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবর রহমান

১৬ই মে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টটি ছিল এরকম: গতকল্য (শনিবার) প্রাতে গবর্ণমেন্ট হাউসে পূর্ব্ববঙ্গেও আরও ১০জন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। ইহাদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা ১৪জন হইল। গবর্ণমেন্ট হাউসের দরবার হলে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক পবিত্র কোরানশরীফ পাঠ করিয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। চারজন রাজশাহী বিভাগ থেকে লওয়া হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী জানান। নবনিযুক্ত মন্ত্রীগণ হলেন: জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), জনাব আব্দুস সালাম খান, জনাব শেখ মুজিবর রহমান, জনাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন (অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী), জনাব আবুল মনসুর আহমদ, জনাব হাসেমুদ্দীন আহমেদ, জনাব কফিলুদ্দিন আহামদ চৌধুরী, জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জনাব রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী প্রমূখ। উক্ত মন্ত্রিসভায় সর্বকনিষ্ট সদস্য ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান (৩০)।

১৯৫৪ সালের ১৫ই মে শেখ মুজিবকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৯ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেয়। ৩০ মে করাচি থেকে ফেরার সময় বিমানবন্দর থেকেই তাকে আটক করা হয়। ঐ বছর ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান।

এত অল্প বয়সে বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়ার পিছনে ছিল তার ব্যক্তিগত মেধাবী শ্রম, বিচক্ষনতা আর নিপীড়িত মানুষকে ভালোবাসা। এই বিশাল হৃদয়ের মানুষটি বঞ্চিত মানুষের পাশে দাড়াঁতে শিখেছেন সেই কিশোর বয়স থেকেই। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও কলিকাতা এছলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বিএ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল জীবন থেকেই তার মধ্যে নেতৃত্বের গুনাবলীর বিকাশ ঘটে। ১৯৩৮ সালে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শনে এলে শেখ মুজিবর রহমান স্কুলের ছাদ সংস্কার দাবি নিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত করেন। তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯৩৯ সালে স্কুল জীবন থেকেই। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। সেখানে তিনি একবছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং বাঙ্গালী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। ঐ বছরই তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভুমিকা পালন করেন। তিনি কলিকাতায় বসবাসরত ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে তৈরী "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন" এর সেক্রেটারী মনোনীত হন। কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যায়ন কালীন সময়ে ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের বছর কলিকাতা থেকে বিএ. ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত পাকিস্তান পৃথক হওয়ার সময় কলিকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়, এসময় মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন। রাজনীতিতে তিনি হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী ছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমান মুসলিম লীগ কর্তৃক ফরিদপুর জেলার দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হলেও পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ৪র্থ শ্রেণীর

কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ১১ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে প্রধান সংগঠকদের একজন ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪৮ সালের জেলে অন্তরীন থাকা অবস্থায় ১৯৪৯ সালে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ দলের যুগ্ম সম্পাদকের তিনটি পদের একটিতে নির্বাচিত হওয়ার মধ্যদিয়ে শেখ মুজিবর রহমানের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। অপর দুই যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং এ কে রফিকুল হোসেন। ১৯৫০ সালে ভুমি সংস্কারের অধীনে ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত জমিদার প্রথা রদ হলেও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত গুরুত্ব সত্বেও পাকিস্তান সরকার এবং সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংঘাত বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ দানা বাধঁতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাব এবং স্বৈর দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ ছিল

১৯৫৪ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী এক র‍্যালীতে
মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে শেখ মুজিব

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা।

১৯৫০ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পূর্ব পাকিস্তান আগমন উপলক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঢাকায় দুর্ভিক্ষ বিরোধী মিছিল বের করে এবং এই মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার কারনে শেখ মুজিব আটক হন দুই বছরের জন্য। ১৯৫২ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারী জেল থেকে মুক্তি লাভের পর ১৯৫৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

১৯৫৫ সালের ৫ই জুন শেখ মুজিব আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। এবছর ১৭ জুন পল্টন ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় ২১ দফা দাবি পেশ করা হয়। ২৩ জুন পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী মুসলিম লীগ যথাক্রমে ১৬ টি ও ১২ টি আসন লাভ করে। ঐদিনই দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন অর্জিত না হলে আইন সভার সকল সদস্যগণের পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেয়া হয়। শেখ মুজিব পূনরায় দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে শেখ মুজিব দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকারের শিল্প-বাণিজ্য-শ্রম-দূর্নীতি বিরোধী ও গ্রাম সাহায্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

১৯৫৬ সালের ৯ই জানুয়ারী দৈনিক আজাদ পত্রিকায় শিরোনাম হয় এভাবে: "শাসনতন্ত্র বিলের সমালোচনা, শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক অগণতান্ত্রিক আখ্যা দান"। ১৯৫৬ সালে ৮উ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ পরিষদ দলের সেক্রেটারী জনাব মুজিবর রহমান শাসনতন্ত্র বিলটি (১৯৫৬) অগণতান্ত্রিক ও অবাস্তব বলিয়া বর্ণনা করেন। ৯ই জানুয়ারী গণপরিষদে বিলটি পেশ করা হবে। জনাব মুজিব বলেন, গণতন্ত্রকামী ব্যাক্তি মাত্রই খসড়া বিলটি দেখিয়া মর্মাহত হইবেন। এই বিলে জনমতকে যেভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতই অভুতপূর্ব। কাজেই পুর্ব পাকিস্তানের জনগন কোনক্রমেই বিলটি গ্রহণ করিবে না কারন এই বিলে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদান, যুক্ত নির্বাচন এবং সর্ব্ববিষয়ে সমতা রক্ষার ব্যাপারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিই বিশেষভাবে খেলাপ করা হইয়াছে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই বিল রচনাকারী বিশেষত যুক্তফ্রন্টের তথাকথিত নির্লজ্জ ওয়াদা ভঙ্গকারীদের কখনই ক্ষমা করিবে না। ১৯৫৬ সালের ৩রা মে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ও ২৫ মে পাবনা শহর আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও শহরের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

গ্রহন নিয়ে এবং ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব রফিউদ্দিনকে আহ্বায়ক করে একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। শহর আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দী, পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান আমন্ত্রিতগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৫৭ সালের ৮-১০ ফেব্রুয়ারী তারিখে কাগমারীতে আওয়ামী লীগের সম্মেলন হবে এজন্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কাগমারীতে এবং সংবাদকর্মীরা যাতে দ্রুত সংবাদতথ্য প্রেরণ করতে পারে সেজন্য স্থাপন করা হয়েছিল অস্থায়ী ডাকঘর। ১৯৫৭ সালের ৩০শে মে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র জমা দেন দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারকরণে। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল তার পদত্যাগ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ১৬ই জুন ১৯৫৭ তারিখের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় শিরোনাম হয় এরূপ:

শেখ মুজিবের মন্ত্রীপদ
চীন সফরের পর ত্যাগ
করার পক্ষে কাউন্সিলের রায়"।

উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ১১ জন স্বনামধন্য বাঙালী পর্যায়ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন তারা যথাক্রমে আব্দুল মুতালিব মালেক, আব্দুল মোমেন খান, আবুল কাশেম ফজলুল হক, গোলাম ফারুক খান, জাকির হোসাইন, টিক্কা খান, আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী, মির্জা নূরুল হুদা, মুহাম্মদ আযম খান, সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং সৈয়দ মুহাম্মদ আহসান।

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩০মে মন্ত্রিপদে ইস্তফা দেন। ১লা জুন দৈনিক ইত্তেফাক-এ রিপোর্টিং হয় "পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত শিল্পমন্ত্রীপদে শেখ মুজিবের ইস্তফা দান" জনাব রহমান তার পদত্যাগপত্রে জানাইয়াছেন যে,"আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের সংগঠনমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে এবং সরকারের হস্ত শক্তিশালী করার জন্যই তিনি মন্ত্রীত্বপদে ইস্তফা দান করিতেছেন"। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান উল্লেখিত পদত্যাগপত্রের জওয়াবে জানাইয়াছেন যে,"মানুষ যেখানে সহজে মন্ত্রিত্ব পদের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, সেখানে আপনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে জোরদার ও সরকারের হস্ত শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপণ করিয়া এক প্রশংসনীয় নজীর স্থাপন করিয়াছেন"।

১৯৫৭ সালের ৯ই আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম হয়ে আসে: শেখ মুজিবর রহমানের পদত্যাগপত্র গৃহীত; আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্যে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প। প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব

একে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় দায়িত্ব গ্রহণকালে
শেখ মুজিবর রহমান

আতাউর রহমান খানের পরামর্শে গভর্নর জনাব ফজলুল হক গতকল্য (বৃহস্পতিবার) প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মন্ত্রীপদে ইস্তফা দানের সংকল্প ঘোষনা করেন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্তার মির্জা এবং সেনা বাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারী করে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। সেবছর ১১ই অক্টোবর শেখ মুজিবকে আবার আটক করে জেলে থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়। ১৪ মাস আটক থাকার পর মুক্তি পেলেও জেলগেইট থেকে তাকে পুনরায় গ্রেফতার করে পাকিস্তানী শাসক সামরিক জান্তা। ১৯৬১ সালে ছাড়া পেয়ে গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। গোপনে অন্যান্য ছাত্রনেতাদের নিয়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠনে সক্রিয় হলে ১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী

জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। ১৯৬০ দশকের মাঝামাঝি থেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ ধারণাটি প্রকৃষ্ট হতে শুরু করে যদিও ৫০-এর মধ্যভাগ হতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকার প্রশ্নটি উচ্চারিত হতে থাকে। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর বৈরুতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করলে ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারী শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ প্রধানের (মহাসচিব) দায়িত্ব গ্রহণ করে দলকে পাকিস্তানের বৃহৎ রাজনৈতিক প্লাটফর্মে উন্নীত করেন। সেসময় দলের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খানকে পরাজিত করার লক্ষ্যে আইয়ুব বিরোধী মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল বা কপ প্রতিষ্ঠা ছিল পাকিস্তানী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বমূলক আন্দোলনের মাইলফলক। কপ-এর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ছিল: আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলাম।

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিব তার ভাষনে ঐতিহাসিক "৬-দফা দাবি" পেশ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা উত্থাপন করা হয় ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে মিল রেখে।

১৯৬৬ সালে লাহোরে ৬-দফা উত্থাপনকালে
শেখ মুজিবর রহমান

ছয় দফা ছিল মূলত: ম্যাগনা কার্টা খ্যাত বাঙ্গালী জাতির মুক্তির সনদ।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের বিচার" (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত) দায়ের করা হয় যার অন্যতম আসামী ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। এ মামলাটি করা হয় ৩৫জনকে আসামী করে। ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের আন্দোলন গ্রাম-গঞ্জ-শহরের সকল পেশা শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পান এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয় পাকিস্তান সরকার। উত্তাল গণ-আন্দোলনে ১৯৬৯ সালের ২৫মার্চ জেনারেল আইয়ুব খানের পতন ঘটে তবে সামরিক শাসন অব্যাহত থাকে।

সামরিক শাসনব্যবস্থার মধ্যেই ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করে এবং পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু বিপুল ভোটে জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েও পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিকদের ষড়যন্ত্রের কারণে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর থেকে বিরত থাকে।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনামলে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের অক্টোবরে হওয়ার কথা থাকলেও বন্যার কারণে ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে যায় এবং কিছুক্ষেত্রে ১৯৭১ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত গড়ায়। সেই নির্বাচনে ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০টি আসনে ১,৯৫৭জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা পড়লেও ১,৫৭৯জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করে। আওয়ামীলীগ সেসময় ১৭০ আসনে প্রার্থী দেয় যার মধ্যে ১৬২টি পূর্ব পাকিস্তানে ও ৮টি পশ্চিম পাকিস্তানে। অন্যদিকে জামাতে ইসলামী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী (১৫১টি) দেয় এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি মাত্র ১২০ আসনে প্রার্থী দিতে পারে (যার মধ্যে ১০৩টি ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে)। পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টির কোন প্রার্থী ছিল না। যেখানে পাকিস্তান জাতীয় সংসদের ৩০০ টি আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন ১৫১টি আসন সেখানে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন অর্জন করলেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে জনগনের ম্যান্ডেট অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা করে।

১৯৭০ সালে ডিসেম্বরে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে প্রচারনায় শেখ মুজিবর রহমান

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন ১৯৭০, ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় সংসদে ৩০০টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন যেখানে ১৫১টি আসন সেখানে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন পেয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করে।

সরকারী ভাবে মোট ভোট পড়ে ৬৩.১%		
১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত ফলাফল (প্রাপ্ত ভোট %)		
* আওয়ামী লীগ ৩৯.২% * পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১৮.৬%	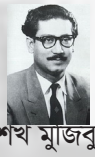 শেখ মুজিবুর রহমান	 জুলফিকার আলী ভুট্টো
দল	আওয়ামী লীগ	পিপিপি
দলীয় নেতৃত্বে আসা	১৯৬৩	১৯৬৭
নিজ আসন	গোপালগঞ্জ	লারকানা
জয়ী আসন সংখ্যা	১৬০	৮১
প্রাপ্ত ভোট	১২,৯৩৭,১৬২	৬,১৪৮,৯২৩
শতকরা	৩৯.২%	১৮.৬%

https://bn.wikipedia.org/রিশর/পাকিস্তানের-সাধারণ-নির্বাচন,-১৯৭০

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬৯ জন এবং পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ৩০০ জন সদস্যসহ মোট ৪৬৯ জন সদস্যের সমন্বয়ে প্রভিশনাল কন্সটিটিউশন অব বাংলাদেশ অর্ডার ১৯৭২ এর অধীনে বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠিত হয়। গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকার তেজগাওস্থ সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ১৫টি। ৩১৫ জন সংসদ সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ৭ এপ্রিল তেজগাওস্থ সংসদ ভবনে বসে। বাংলাদেশে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৮, ১৯৮১, ১৯৮৬ সালে এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচন হয় যথাক্রমে ১৯৭৪, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০২, ২০০৯, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে (এ পর্যন্ত মোট ১১ টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়)।

বিশ্ব ইতিহাসে বাঙালী জাতির অহংকার এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব যিনি বিশ্ব দরবারে একটি মহান জাতি হিসাবে বাঙালী জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। যিনি কয়েক যুগ ধরে বৃটিশ-ভারত ও পাকিস্তান শাসনামল দ্বারা শোষিত-নির্যাতিত-ভুখা দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন, তিনি এই বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে (তৎকালীন বৃটিশ-ভারত শাসনামলে বাঙালা প্রদেশ) গোপালগঞ্জ সিভিল কোর্টের সেরেস্তাদার শেখ লুৎফর রহমানের ঘরে বাংলার আলোর বাতিঘর হয়ে ধরিত্রিতে

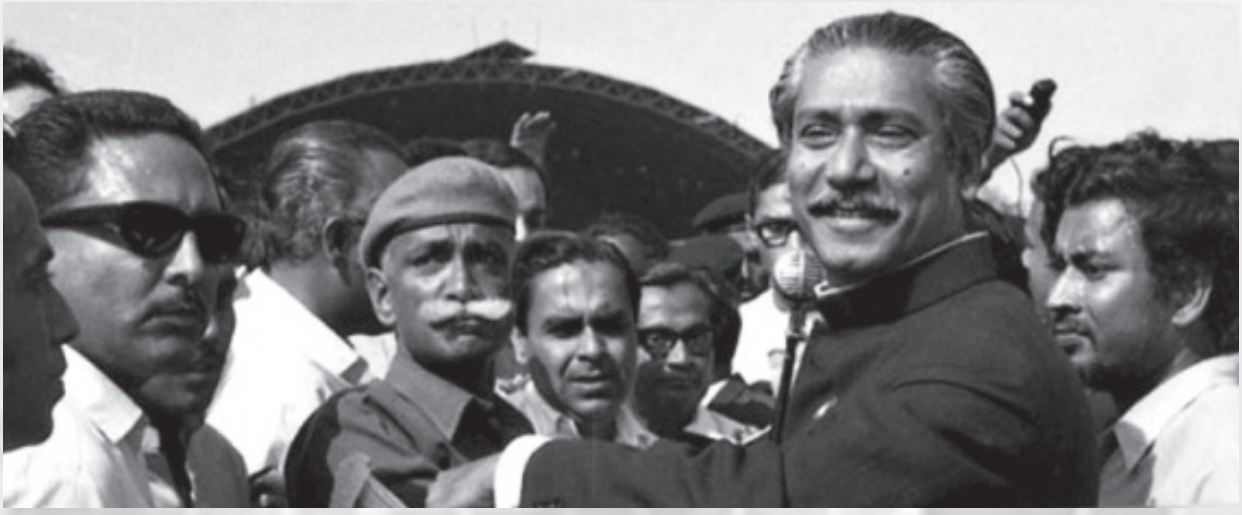

১৯৭২ সালে ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিন

আসেন ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে। তার আগমন এবং সংগ্রামশীল নিষ্ঠার ফসল আজ বাঙালী জাতির উন্নত মম শির বিশ্ব দরবারে উৎভাষিত। বাংলাদেশ আজ মহাকাশ বিজয়ের অংশীদার হিসাবে গর্বিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপনের মাধ্যমে। অতি সাধারণ ঘরের সাধারণ মানুষটি একদিনেই একজন মুজিব, একজন বঙ্গবন্ধু, একজন জাতির জনক হয়ে ওঠেননি, স্বীকার করতে হয়েছে অনেক ত্যাগ, হতে হয়েছে ধর্য্যশীল, উত্তীর্ন হতে হয়েছে কর্মনিষ্ঠায় এবং অধিকার আদায় সংগ্রামে থাকতে হয়েছে অবিচল। বিশ্বয়কর প্রতিভা সমেত মানুষটি ভরপুর ছিল মানুয়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস-ভালোবাসা আর শ্রদ্ধাভরা হৃদয় নিয়ে।

১৯৫৪ সাল হতে পাকিস্তান সরকারের ভিতরে থেকে বাঙ্গালী জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ কাজের ন্যায্যতা নিয়ে শাসকগোষ্ঠীকে শত চেষ্টা করেও বাংলার মানুষের দু:খকথা বোঝাতে পারছিলেন না। বছর বছর মামলা ও গ্রেফতার হয়েও যিনি ভুখা-দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ক্লান্তবোধ করেননি। এ বাংলার মানুষের ন্যায্য দাবির প্রতি শাসকগোষ্ঠীর উদাসীন্যতা উপলব্ধি করে বিভিন্ন কারণে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে মনস্থির করেন। ১৯৫৭ সালে মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দলের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙ্গালী অধ্যষিত ভুখন্ডের মানুষের ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামকে স্বাধীকার আন্দোলনে চালিত করে কাঙ্খিত স্বাধীনতার লাল সূর্য সমেত পতাকা প্রাপ্তির আস্বাদ দিয়েছেন যিনি, তিনি একজন স্বপ্নজয়ী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী শ্রদ্বেয় ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু।

তথ্যসূত্র:
১। https://bn.wikipedia.org/wiki/ব্রিটিশ-ভারত/বিভাজন
২। https://en.wikipedia.org/wiki/East_Pakistan_Provincial_Assembly
৩। https://en.wikipedia.org/wiki/ East_Bengali_legislative_election,_1954
০৪। সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু, ১ম খন্ড/পঞ্চাশের দশক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ২০১৪, ঢাকা
০৫। https://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Mujibur_Rahman#cite_note-REF-1
০৬ ।https://en.wikipedia.org/wiki/East_Pakistan
০৭ ।http://en.banglapedia.org/index.php?title=Rahman,_Bangabandhu_Sheikh_Mujibur
০৮ ।https://bn.wikipedia.org/wiki/বিষয়শ্রেণী:পূর্ব-পাকিস্তান-গভর্নর
০৯ ।https://bn.wikipedia.org/wiki/সম্মিলিত-বিরোধী-দল-(কপ)।
১০ ।https://en.wikipedia.org/wiki/Six_point_movement
১১ ।https://en.wikipedia.org/wiki/East_Pakistan
১২। আজাদ ও সমকালীন সমাজ (১৯৩৬-১৯৭১) সম্পাদকীয়), বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, জুলাই ২০০৪
১৩। সংসদ ডায়েরী ২০১৮/ সংসদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৩৭-২০০৯)
১৪। বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম, বাংলাদেশ প্রেস ইসস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৩
১৫ ।https://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Lutfar_Rahman

শেখ মুজিব আমার পিতা

শেখ হাসিনা

বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে ছবির মতো সাজানো সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম টুঙ্গীপাড়া। বাইগার নদী এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। এই মধুমতী নদীর অসংখ্য শাখা নদীর দু'পাশে তাল, তমাল, হিজল গাছের সবুজ সমারোহ। ভাটিয়ালি গানের সুর ভেসে আসে হালধরা মাঝির কণ্ঠ থেকে, পাখির গান আর নদীর কলকল ধ্বনি এক অপূর্ব মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলে।

প্রায় দু'শ বছর পূর্বে মধুমতী নদী এই গ্রাম ঘেঁষে বয়ে যেত। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ধীরে ধীরে নদীটি দূরে সরে যায়। চর জেগে গড়ে ওঠে আরও অনেক গ্রাম। সেই দু'শ বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা এসে এই নদীবিধৌত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত ছোট্ট গ্রামটিতে তাদের বসতি গড়ে তোলেন। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে। তাঁরা গ্রামের কৃষকদের নিয়ে অনাবাদি জমি-জমা চাষ-বাস শুরু করেন। ধীরে ধীরে টুঙ্গিপাড়াকে একটা বর্ধিষ্ণু ও আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলেন। শুরুর দিকে নৌকাই ছিল যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। পরে গোপালগঞ্জ থানায় স্টিমার ঘাট গড়ে ওঠে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা টুঙ্গীপাড়া গ্রামে বসতির জন্য জমি-জমা ক্রয় করেন। কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন। যার নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৫৪ সালে। এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালে যে দুটো দালানে বসতি ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালান কোঠা গড়ার সাথে বংশেরও বিস্তার ঘটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদির একটাই লক্ষ্য ছিল কীভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন।

আশপাশেও বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই দালানেরই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আব্দুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার জীবন শুরু করেন। আর এখানেই জন্ম নেন আমার আব্বা, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চে। আমার আব্বার নানা শেখ আব্দুল মজিদ আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যা সন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান আমার আব্বা, আর তাই আমার দাদির বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, "মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে।"

আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গীপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধূলোবালি মেখে, বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা বাঁধে-এসব অনুসন্ধান করাই ছিল দুরন্ত এ বালকের নিত্যকর্ম। দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণবাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোটো-ছোটো ছেলেকে সঙ্গী করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিছে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন। তিনি যা বলতেন এরা তাই করত। আবার এগুলো দেখাশোনার ভার দিতেন ছোটো বোন হেলেনের ওপর। এই পোষা পাখি, জীবজন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না। মাঝে মাঝে এ জন্য ছোটো বোনকে বকাও খেতে হতো। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা সরু খাল চলে গেছে, যে খাল মধুমতী ও বাইগার নদীর সংযোগ রক্ষা করে। এই খালের পাড়েই ছিল বড়ো কাছারি ঘর। আর এই কাছারি ঘরের পাশে মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলভী সাহেবদের থাকার ঘর ছিল। এরা গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁদের কাছে আমার আব্বা আরবি, বাংলা, ইংরেজি ও অংক শিখতেন।

আমাদের পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গীপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদা তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। তার একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যে সকলেরই কষ্ট। সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোর কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদির একটাই লক্ষ্য ছিল কীভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীর কাছে পরিচিত ছিলেন 'মিয়া ভাই' বলে। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সারাক্ষণ খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে ব্যস্ত থাকতেন। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সবসময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্ট বেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আফসোসের সীমা ছিল না যে, কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুস-নুদুস হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণ

ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুফু ও এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন বড়ো ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এজন্য সদা ব্যস্ত থাকতেন বড়ো দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদা বা দাদির বোনদের ছেলেমেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃ হারা তাদেরকে দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো-আঠারো জন ছেলেমেয়ে একই সঙ্গে বড়ো হয়ে ওঠে।

আব্বার যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তাঁর দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন বছরের বড়ো। আত্মীয়র মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে গার্জিয়ান (মুরুব্বি) করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ হন।

আমার আব্বার লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করতেন। মধুমতী নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারহাট যেতেন খেলতে। গোপালগঞ্জ স্কুলের টিম ছিল। এদিকে আমার দাদাও খেলতে পছন্দ করতেন। আব্বা যখন খেলতেন তখন দাদাও মাঝে মাঝে খেলা দেখতে যেতেন। দাদা আমাদের কাছে গল্প করতেন যে 'তোমার আব্বা এত রোগা ছিল যে, বলে জোরে লাথি মেরে মাঠে গড়িয়ে পড়ত।' আব্বা যদি ধারে কাছে থাকতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন। আমরা তখন সত্যিই খুব মজা পেতাম। এর পেছনে মজার ঘটনা হলো, মাঝে মাঝে আব্বার টিম ও দাদার টিমের মধ্যেও খেলা হতো। এখনও আমি যখন ঐ সমস্ত এলাকায় যাই, অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, যারা আব্বার ছোটোবেলার কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে এই খেলার অনেক ফটো ও কাগজ ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে সব শেষ হয়ে যায়।

আব্বা ছোটোবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেকদূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংক পাড়ায়, আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধ-ভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি, আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো, কারণ আর কিছুই নয়। কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।

দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো, তখন দাদি আম গাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে, রাস্তার ওপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনের পায়জামা পাঞ্জাবি নেই। কী ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড় দেখে সব দিয়ে এসেছেন।

আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনোদিনই বকাঝকা করতেন না; বরং উৎসাহ দিতেন। আমার দাদা ও দাদির এই উদারতার আরও অনেক নজির রয়েছে।

স্কুলে পড়তে পড়তে আব্বার বেরিবেরি রোগ হয় এবং চোখ খারাপ হয়ে যায়। ফলে চার বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকে। তিনি সুস্থ হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। এই সময় আব্বার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হামিদ মাস্টার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় এবং বহু বছর জেল খাটেন। পরবর্তী পর্যায়ে আব্বা বিভিন্ন সময় যখন জেলে থাকতেন অথবা পুলিশ গ্রেফতার করতে আসত, আমার দাদি মাঝে মাঝেই সেই মাস্টার সাহেবের নাম নিতেন আর কাঁদতেন। আমার দাদা-দাদি ছেলের কোনো কাজে কখনো বাধা দিতেন না; বরং উৎসাহ দিতেন। অত্যন্ত মুক্ত পরিবেশে আমার বাবার মনের বিকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কাজ যখনই যেটা ন্যায়সঙ্গত মনে হয়েছে, আমার দাদা তা করতে নিষেধ না করে বরং উৎসাহ দিয়েছেন।

আব্বার একজন স্কুলমাস্টার ছোট্ট একটা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল জোগাড় করে গরিব মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অন্যতম সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন। একবার একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি প্রথম সরকার সমর্থকদের দ্বারা ষড়যন্ত্রের শিকার হন ও গ্রেফতার হয়ে কয়েকদিন জেলে থাকেন।

কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জ সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে

স্কুলঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করবার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে তিনি কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান। তখন বেকার হোস্টেলে থাকতেন। এই সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। হলওয়ে মনুমেন্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন সক্রিয়ভাবে। এই সময় থেকে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি বিএ পাস করেন। পাকিস্তান-ভারত ভাগ হবার সময় যখন দাঙ্গা হয়, তখন দাঙ্গা দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। কাজ করে যেতেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমার মেজো ফুফু তখন কলকাতায় থাকতেন। ফুফুর কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে অভুক্ত অবস্থায় হয়তো দুদিন বা তিনদিন কিছু না খেয়ে কাজ করে গেছেন। মাঝে মাঝে যখন ফুফু খোঁজখবর নিতে যেতেন তখন ফুফু জোর করে কিছু খাবার খাইয়ে দিতেন। অন্যায়কে তিনি কোনোদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনো পিছুপা হননি।

পাকিস্তান হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। অল্প কয়েকদিন পর মুক্তি পান। এই সময় পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার কথা ঘোষণা দেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলনে ১৯৪৯ সালে আমার আব্বা গ্রেফতার হন। আমি তখন খুবই ছোট্ট, আর আমার ছোটো ভাই কামাল কেবল জন্মগ্রহণ করেছে। আব্বা ওকে দেখার সুযোগ পাননি।

একটানা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। সেই সময় আমাদের দুই ভাই-বোনকে নিয়ে আমার মা দাদা-দাদির কাছেই থাকতেন। একবার মামলা উপলক্ষে আব্বাকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনো দেখে নাই, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকছি, ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। গোপালগঞ্জ থানায় একটা বড়ো পুকুর আছে, যার পাশে বড়ো খোলা মাঠ। ঐ মাঠে আমরা দুই ভাই-বোন খেলা করতাম ও ফড়িং ধরার জন্য ছুটে বেড়াতাম। আর মাঝে মাঝেই আব্বার কাছে ছুটে আসতাম। অনেক ফুল-পাতা কুড়িয়ে এনে থানার বারান্দায় কামালকে নিয়ে খেলতে বসেছি। ও হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি। কামালের সেই কথা আজ যখন মনে পড়ে আমি তখন চোখের পানি রাখতে পারি না। আজ ও নেই, আমাদের আব্বা বলে ডাকারও কেউ নেই। ঘাতকের বুলেট শুধু আব্বাকেই ছিনিয়ে নেয়নি, আমার মা, কামাল, জামাল, ছোটো রাসেলও রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি কামাল-জামালের নব পরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতের মেহেদির রং বুকের রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেছে। খুনীরা এখানেই শেষ করেনি, আমার একমাত্র চাচা শেখ নাসের, তরুণ নেতা আমার ফুফাতো ভাই শেখ মণি, আমার ছোট্ট বেলার খেলার সাথী শেখ মণির অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজুকে খুন করেছে। এই খুনিরা একই সাথে হত্যা করেছে আবদুর রব সেরনিয়াবাত (আমার ফুফা), তাঁর তেরো বছরের কন্যা বেবী, দশ বছরের ছেলে আরিফকে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর চার বছরের শিশু পুত্র বাবুও খুনিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কর্নেল জামিল, যিনি আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছিলেন, তাঁকেও তারা হত্যা করে। এ কেমন বর্বর নিষ্ঠুরতা? আজও গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছেন আমার মেজো ফুফু।

সেদিন কামাল আব্বাকে ডাকার অনুমতি চেয়েছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে আব্বার কাছে নিয়ে যাই। আব্বাকে ওর কথা বলি। আব্বা ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনেক আদর করেন। আজ আর তারা কেউই বেঁচে নেই। আজ যে বারবার আমার মন আব্বাকে ডাকার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহ, ভাইদের সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। কিন্তু শত চিৎকার করলেও তো কাউকে আমি পাব না। কেউ তো আর সাড়া দিতে পারবে না। তাদের জীবন নৃশংসভাবে বুলেট দিয়ে চিরদিনের মতো যে ঘাতকেরা স্তব্ধ করে দিল, তাদের কি বিচার হবে না?

প্রাথমিক শিক্ষা হোক মানব উন্নয়নের মূলভিত্তি

অধ্যাপক আনোয়ারুল হক

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। একটি দেশের ভুখন্ড তার ভৌগলিক সীমানা আর মানুষ সেই সীমানার গর্বিত পাহাড়ারত সৈনিক। ভুখন্ড অর্জন করা যেমন কঠিন তার চেয়েও বেশী কঠিন সেটি গর্বের সঙ্গে রক্ষা করা। সেকারনেই স্বাধীন দেশের পাহাড়ারত সৈনিকদের মানবিক উন্নয়ন সর্বাগ্রে। একটি দেশকে তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত রক্ষা করত: বিশ্বে মাথা উচুঁ করে টিকে থাকতে সেই দেশের প্রতিটি মানুষকে মানবিক মূল্যবোধসহ নৈতিকতা, সামাজিকতা ও পারিপার্শিক বৈশ্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ তার শিক্ষা পরিক্রমা শুরু করে শিশুকালে বিদ্যাপাঠের মধ্যদিয়ে। আমাদের দেশে ৪ থেকে ৬ বছর বয়সে একটি শিশু বিদ্যালয়ে যায়। এই শিশুটি বিদ্যালয়ে যায় কচি মন ও মেধা নিয়ে। সেই কচি মন ও মেধাকে যেভাবে গঠন করা হয় সেভাবেই শিশুটির অন্তরীন শক্তিসহ চিন্তা-চেতনা-মানসিকতা তথা বিশ্বনেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দীপ্ত শক্তিসমেত গড়ে ওঠা হয়। শিশু মানুষটিকে বৈশ্বিক মর্যাদায় তৈরী করতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে প্রশ্ন থাকে কেমন হওয়া চাই সেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কাঠামো।

মানুষকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়। বৃক্ষ যেমনি মাটি জলে পরিচর্যায় সবুজে ফুলে ও ফলে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনি মানুষও যদি তার বেড়ে ওঠার প্রাথমিক ভিত্তি মজবুত হয়। শিশু মানবের বড় হয়ে ওঠার দৃঢ় ভিত্তি তার প্রাথমিক শিক্ষা। সেজন্যে বলা হয়ে থাকে, একজন মানুষের সারাজীবনের অর্জিত শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হলে মানুষের মানবীয় গুণাবলির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তার পরের স্তরের শিক্ষার ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত হয়।

১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যা 'প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৮১ নামে পরিচিত। এই আইনের অধীনে মহকুমা পর্যায়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (Local Education Authority) গঠন করা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষায় পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও তত্তাবধান স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গঠিত ১৯৭২ সালের সংবিধানে শিক্ষাকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সংবিধানের ১৫ (ক), ১৭ এবং ২৮ (৩) নং আর্টিকেলে বাংলাদেশের নাগরিকদের শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায়, বাংলাদেশ সরকার সে সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী সমাজ গঠনমূলক একটি সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ খুদাকে সভাপতি করে শিক্ষা কমিশন গঠনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় যা ১৯৭৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে প্রকাশিত হয়। এটি পরবর্তীকালে ড. কুদরাত-এ-খুদার নামানুসারে ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' নাম রাখা হয়। এই কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষাকে ১৯৭৬ সাল থেকে ক্রমধারা সময় ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয় যদিও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কারণে তা পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হতে পারেনি। এছাড়াও, ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতির আলোকে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ হিসেবে ২৬ অক্টোবর, ১৯৭৩ সালে Primary School Ordinance এবং ১৯৭৪ সালে Primary Education Taking Over অপঃ-এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে দেশের ৩৬,৬৬৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কর্মরত সকল শিক্ষক এবং স্কুলের যাবতীয় সম্পদ সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে এবং এই পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়। পরবর্তী সময়ে একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেকটি কমিশন রির্পোটে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হলেও সে সময়ে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রথম (১৯৭৩-৭৮) এবং দ্বিতীয় সময় (১৯৮০-৮৫) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় দেশের ৮টি অঞ্চলে ৪৪টি থানায় ওnternational Development Agency (ওউঅ)-এর অধীনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (Universal Primary Education) প্রবর্তিত হয়। এছাড়া প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার (Non-formal Education) জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যেমন গণবিদ্যালয়, সাক্ষরতা বিদ্যালয়, ফিডার স্কুল (Feeder School) যা প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রসরকল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়া, বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্বর্তীকালীন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় ও (১৯৭৮-৮০) অপরিবর্তিত ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার সফল উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যা 'প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৮১ নামে পরিচিত। এই আইনের অধীনে মহকুমা পর্যায়ে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (Local Education Authority) গঠন করা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও তত্তবধান স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়। তবে দুর্ভাগ্যবশত ঃ আইনটি বাস্তবায়নের পূর্বেই বাতিল হয়ে যায়। ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও বিকেন্দ্রীকরণ অর্ডিন্যান্স জারির ফলে ১৯৮৩ সালে মহকুমা বিলোপ করে থানাকে উপজেলা পর্যায়ে উন্নীত করা হয় এবং উপজেলা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালায়ে প্রশাসনিক আদেশ বলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব উপজেলা

পরিষদের হাতে ন্যস্ত হয়। তখন উপজেলা প্রশাসনের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ১৯৮৬ সালে Standing Orders on Distribution of Work, Organogram, Delegation of Financial and Administrative Powers and Authorities of the Education Division আইন প্রাথমিক শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও এ আইনে চাকরি নিয়োগ বিধি, শৃঙ্খলা বিধি, ছুটি, বদলি, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানও রয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৮৫-৯০) IDA এর অধীনে Universal Primary Education প্রকল্প চালু থাকার সাথে সাথে দেশব্যাপী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় প্রকল্প চালু হয়। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে সমন্বিত স্কুল উন্নয়ন নামে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির সার্বিক উন্নতি বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এই পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ' Second Primary Education Project (SPEP) বাস্তবায়ন করা হয়।

এটি ছিল সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে একমাত্র সরকারি প্রজেক্ট যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালনা করে। এই প্রকল্প বাংলাদেশ সরকার ও ৪টি আন্তর্জাতিক সংস্থা IDA, UNICEF, CIDA Ges UNDP-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। এর মাধ্যমে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি হার বাড়ানো এবং শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার সহায়ক কর্মসূচি হিসেবে SMC (School Managing Committee), PTA, UEC (Upazzila Education Commission) গঠন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়।

এ ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও সিলেবাসের নবায়ন ও উন্নয়ন করা হয় এবং সকল শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হয়। এ সময় ৪টি পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালিত হতো। এগুলো হল- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস

গ্রাহক হতে চাইলে
যোগাযোগ করুন :
০১৯২৬৬৭৭৫৪৩
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
www.theparliamentfacebd.com

ইতিহাসের সৃষ্টি ইতিহাসের স্রষ্টা

আনিসুজ্জামান

দেশভাগের পর কলকাতা থেকে শেখ মুজিব যখন বিদায় নেন, তখন সোহরাওয়ার্দী তাঁকে বলেছিলেন, পাকিস্তানে যেন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হয়, তা দেখতে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় যখন গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন শেখ মুজিব বলেন যে, এই সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একই সঙ্গে ইতিহাসের সৃষ্টি ও ইতিহাসের স্রষ্টা। বরং যথার্থ বলতে গেলে তিনি যত ইতিহাসের সৃষ্টি, তার চেয়ে বেশি ইতিহাসের স্রষ্টা। স্কুল জীবন পর্যন্ত তাঁর কেটেছে গোপালগঞ্জে। সেখানে ঢেউ এসে লেগেছে বাংলার রাজনীতির, কখনো বা ভারতের রাজনীতির, ক্বচিৎ কখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির। সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা শুনে এবং ঘরের কাছে মাদারীপুরের পূর্ণচন্দ্র দাশের বিপ্লবী প্রয়াসের কথা জেনে তিনি প্রথমে আকৃষ্ট হন স্বদেশি আন্দোলনের দিকে। সুভাস চন্দ্র বসুর জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি অনুরক্ত হন তাঁর প্রতি।

১৯৩৮ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে এলে তাঁদের সম্মানে আয়োজিত হয় অভ্যর্থনা, জনসভা ও প্রদর্শনী। এই উপলক্ষে স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিব হন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের নির্দেশে বর্ণহিন্দু তরুণেরা এই আয়োজন থেকে সরে দাঁড়ায়। হিন্দু সমাজের ছুঁৎমার্গ শেখ মুজিবকে কিছুটা আহত করেছিল, এই সংবর্ধনাঘটিত বিষয়টি তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। পরের বছর কলকাতায় গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং ফিরে এসে মাদারীপুরে মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগ গঠন করেন। ছাত্রলীগের সম্পাদক হন তিনি নিজে এবং মুসলিম লীগের সম্পাদক অন্য কেউ হলেও তার কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে তখন দু'টি উপদল ছিল। একটি মোহাম্মদ আকরম খাঁ- খাজা নাজিমুদ্দিনের

নেতৃত্বাধীন, অন্যটি সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের। দ্বিতীয় উপদলটি পরিগণিত হতো প্রগতিশীল বলে। তাঁরা মুসলিম লীগকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে চেষ্টা করেন এবং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সংকল্প ঘোষণা করেন। শেখ মুজিব এই উপদলে জড়িত হন এবং আবুল হাশিমের পরামর্শে মুসলিম লীগের সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে উঠেন।

১৯৪৩ সালে বাংলায় দেখা দেয় ভয়াবহ মন্বন্তর। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র শেখ মুজিব তখন দিনভর লঙ্গরখানায় কাজ করেছেন, রাতে কখনো বেকার হোস্টেলে ফিরেছেন, কখনো মুসলিম লীগের অফিসে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস আহ্বান করে। এর প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী কর্মীদের বলেন দিনটি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে এবং আবুল হাশিম তাঁদের বলেন দিনটি যে হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে পালিত হচ্ছে, হিন্দু মহল্লায় গিয়ে তা বোঝাতে। কিন্তু দিনটি ঘিরে সংঘটিত হয় কলকাতার ভয়াবহতম হত্যাকাণ্ড এবং পরে তা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি ও বিহারে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একদল কর্মী তখন হিন্দু এলাকা থেকে মুসলমান ছাত্রীদের উদ্ধার করতে এবং তাঁদের কলেজের হিন্দু অধ্যাপককে পাহারা দিয়ে মুসলমান এলাকায় আনা- নেওয়া করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন।

মুসলিম লীগের সকল সিদ্ধান্ত যে শেখ মুজিবের ভালো লেগেছিল, তা নয়, কিন্তু কর্মী হিসেবে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। যেমন, ১৯৪৭ সালে লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেটস' শব্দ বদলিয়ে 'স্টেট' করা, সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের স্বাধীন সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা গঠনের প্রস্তাব ব্যর্থ করা এবং পূর্ববঙ্গ আইনসভার নতুন নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে হারিয়ে দেওয়া (পশ্চিম পাঞ্জাবে তা করা হয়নি)। শেষোক্ত বিষয়টি শেখ মুজিব দেখেন সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কতিপয় নেতার ষড়যন্ত্র হিসেবে এবং পরে তাঁর মনে হয়, সেই ছিল পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির শুরু।

দেশভাগের পর কলকাতা থেকে শেখ মুজিব যখন বিদায় নেন, তখন সোহরাওয়ার্দী তাঁকে বলেছিলেন, পাকিস্তানে যেন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হয়, তা দেখতে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় যখন গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনের উদ্‌যোগ নেওয়া হয়, তখন শেখ মুজিব বলেন যে, এই সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করা। গণতান্ত্রিক যুবলীগে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের বিরোধিতা করে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মাত্র দু মাস হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন এমন দাবি তোলা উচিত নয়। এই উদযোগ থেকে তিনি কেবল সরে আসেননি, মোগলটুলিতে মুসলিম লীগ অফিসে গণতান্ত্রিক যুবলীগের সাইনবোর্ড টাঙানো হলে তিনি তা নামিয়ে নিতে বাধ্য করেন এবং যুবলীগের কর্মীদের নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি আস্থা তিনি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি।

তাই ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি সরকার পৃষ্ঠপোষিত নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বিপরীতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের উদযোগ নেন। ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সামনে চলে এলে ছাত্রলীগ বাংলার পক্ষে দাঁড়ায়।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আহূত ধর্মঘটে যোগ দিয়ে সচিবালয়ের সামনে পিকেটিং করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিব। পাকিস্তানে তাঁর এই প্রথম কারাবাস। ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত এবং পরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁর কারাবাসকালে নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত এবং এবং তিনি তার দুজন যুগ্ম সম্পাদকের একজন নির্বাচিত হন।

এরপর থেকে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং শেখ মুজিবের জীবনযাত্রা প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। তিনি প্রথমবার মন্ত্রী হলে ষোলো দিন পর কেন্দ্রীয় সরকার সে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়, আরেকবার তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন দলীয় সাংগঠনিক কাজে মনোনিবেশ করবেন বলে। তিনি যে কত নির্লোভ ছিলেন, এ ঘটনা তার পরিচয় বহন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বর্জনে এবং প্রাদেশিক আইনসভায় পূর্ব বাংলার জন্যে যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

গণপরিষদের সদস্য হিসেবে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে তিনি দেশের নাম থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র কথাগুলি বর্জন, পূর্ববঙ্গের নাম পূর্ব পাকিস্তান না রেখে পূর্ববাংলা করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখার প্রস্তাব করেন, যদিও তার কোনোটাই গৃহীত হয়নি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হয়, মুজিব প্রথমে কারাবন্দি এবং পরে সগৃহে অন্তরীণ হন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল শেখ মুজিবের ধ্যানজ্ঞান। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীন্যে তিনি পাকিস্তানের অখন্ডতায় আস্থা হারিয়ে ফেলেন। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ছাত্রলীগের নেতারা দুটি পৃথক গোপন সংগঠন করলে মুজিব তা সমর্থন করেন বলে দাবি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সভাপতিরূপে ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন এবং তা লাহোর প্রস্তাবের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে রচিত বলে তিনি ঘোষণা দেন। তার বিরুদ্ধে সরকার শক্ত অবস্থান নিলে মুজিব পূর্ব বাংলার সর্বত্র জনসভা করে এর পক্ষে জনমত গঠন করেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত গ্রেপ্তার হতে থাকেন এবং মামলায় জামিন নিয়ে আবার জনসভা করতে থাকেন।

১৯৬৮ সালে তাঁর এবং আরো ৩৪ জনের বিরুদ্ধে সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁদের বিচারের উদযোগ নেয়। তাতে ফল হয় অভিপ্রায়ের বিপরীত। মুজিবের মুক্তির দাবিতে, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে এবং ছ-দফা দাবির সমর্থনে পূর্ব বাংলায় গণ অভ্যুত্থান ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট আইউব পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, তবে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে।

এই মামলায় বন্দি থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়, তবে তা জানতে পেরে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করলে সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী অনেক পরে একটি বই লিখে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে জানান। মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিবকে ঢাকায় বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং তাঁকে ভূষিত করা হয় বঙ্গবন্ধু বলে। তিনি আরোহণ করেন জনপ্রিয়তার শিখরে।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রত্যাশাতীতভাবে নিষ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকচক্র তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এবং তাঁর দলের অভিপ্রায় অনুযায়ী সংবিধান রচনা করতে দিতে অস্বীকার করে।

তার প্রতিবাদে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পূর্ববাংলায় যে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা সারা পৃথিবীকে চমকিত করে। সেনানিবাস ছাড়া, তখন আর সবকিছু চলে তাঁর নির্দেশে। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি যে ভাষণ দেন, তা এখন পৃথিবীর অন্যতম সেরা ভাষণের মর্যাদা লাভ করেছে। জনসাধারণের স্বাধীনতা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষণে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা না করেও বঙ্গবন্ধু অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতাই ঘোষণা করেন। দেশবাসীকে তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার এবং যার যা আছে তা নিয়ে শত্রুকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। তিনি গর্জে ওঠেন: এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর চরম আঘাত হানে। শেখ মুজিব স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন, তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। ভারতে আশ্রয় নিয়ে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ সরকার, মুজিবকে ঘোষণা করা হয় রাষ্ট্রপতিরূপে। পাকিস্তানের আদালতের বিচারে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়, কিন্তু বিশ্বজনমতের চাপে তা কার্যকর করতে পারেনি সরকার। এদিকে মুজিবের নামে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মানুষ বিজয় লাভ করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

অচিরেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, স্বল্পতম সময়ে সংবিধান রচনা, প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের প্রত্যাবাসন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্যে বহু দেশের স্বীকৃতি এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন করেন। অন্যদিকে বিদেশি ষড়যন্ত্রে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয় এবং সরকার ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনের পরিণাম দেখার আগেই কুচক্রীরা সপরিবারে তাঁকে হত্যা করে, কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে তাঁকে সরাতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সে স্বপ্নের জন্যে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। আজ পৃথিবী জানে ১৯৭১ সালে যে সংগ্রামের নেতৃত্ব তিনি দিয়েছিলেন, তা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না, ছিল শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারলাভে ন্যায় যুদ্ধ। তিনি ইতিহাস নির্মাণ করে গেছেন।

SPECIAL OFFERS
BEST PRICE
Domain & Hosting
with static page(Single)
Only 15,000/-
10,000/-
Taka
BEST PRICE
Domain & Hosting
with Dynamic(Normal)
Only 25,000/-
22,000/-
Taka
BEST PRICE
Domain & Hosting
with Dynamic(eCommerce)
Only 40,000/-
30,000/-
Taka
For More Info Please Call:
01922 102390
www.techsolutionsbd.com

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস: ইয়ং ভয়েস

নিউজ ডেক্স

তানজুম তামান্না

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়ং ভয়েস এর মুখোমুখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ থেকে সদ্য এমবিএ করা তানজুম তামান্না। ভোটার হয়েছেন তবে এখনো ভোট দেয়া হয়নি তার। ২০১৮ সালের নির্বাচনে পরিবেশ ভালো থাকলে নির্বাচনী এলাকা সিদ্দীক বাজারে ভোট দেয়ার প্রত্যাশা রাখেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আসছে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান কেমন প্রত্যাশা করেন?

তামান্না : স্বচ্ছ একটা নির্বাচন অনুষ্ঠান দেখতে চাই। ভোট কেন্দ্রে সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশসহ নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন দেখতে চাই সবদলের অংশগ্রহণে সুন্দর একটা নির্বাচন প্রত্যাশা করি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন?

তামান্না : দূর্নীতিমুক্ত এবং যুবকরা কাজ করছে এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে একজন জনপ্রতিনিধির কি ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা দরকার বলে মনে করেন?

তামান্না : জনপ্রতিনিধিদের যে দায়িত্বগুলি

থাকা দরকার বলে আমি মনে করি তা হচ্ছে মানুষের মাঝে থেকে কাজ করতে হবে। মানুষের প্রয়োজনগুলি, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি জানতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নির্ভেজাল ভালোবাসা- ব্যাখ্যা দিবেন কিভাবে?

তামান্না : ভালোবাসা ব্যাপারটা আসলে আপেক্ষিক তবে নির্ভেজাল ভালোবাসাটা শুধু বাবা মায়ের কাছে থেকেই আশা করা যায় এবং নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য কর্তব্য থাকাটা সুনাগরিকের এক ধরনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়ং ভয়েস এর মুখোমুখি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে কুলসুম রুমা। ভোটার হয়েছেন উত্তরবঙ্গের নওগাঁ জেলার আত্রায় থানার বান্দাইপাড়া গ্রামে । স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আসছে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান কেমন প্রত্যাশা করেন?

রুমা : আমাদের এলাকায় দেখা গেছে, অনেক মানুষ গত নির্বাচনে ভয়ে ভোট কেন্দ্রেই যায় নাই। এই বার একটি সুষ্ঠ নির্বাচন চাই। দেশের সকল বড় রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে সেই নির্বাচন তো জনগন গ্রহণ করবে না।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন?

রুমা : আমি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে সবশ্রেণীর মানুষ কাজের ন্যায্য মূল্য পাবে।

(উম্মে কুলসুম রুমা)

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে একজন জনপ্রতিনিধির কি ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা দরকার বলে মনে করেন?

রুমা : আমি এখনো ছাত্রী। যদিও আমার মাষ্টার্স শেষ হয়েছে। তবুও আমি বলতে চাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রে যে বেকার সমস্যা গুলো হচ্ছে, যেমন আমি বার কাউন্সিলে একটা পরীক্ষা দিয়েছি, দশমাস চলে গেছে এখন পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। বিসিএস বা জুডিশিয়াল যে পরীক্ষাই হোক তা মাসের পর মাস সময় লাগছে এর একটা সুরহা হওয়া দরকার। শুধু মাসের পর মাস নয়, এক বছর দুই বছর, তিন বছরও লাগছে। কখনো কখনো নিয়োগ হতে ৪ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়,এমন দেশ আমার কাম্য নয়।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নির্ভেজাল ভালোবাসা- ব্যাখ্যা দিবেন কিভাবে?

রুমা : সর্বপ্রথম আমি নিজেকে ভালবাসি। তার পরে বাবা মা এবং দেশকে ভালবাসি ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস ইয়ং ভয়েস-এর মুখোমুখি বগুড়া শেরপুরের সন্তান ঢাকা স্ট্যামফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সেলিম রেজা বিজয়। শেরপুর-ধুনট আসনের ভোটার আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আশাবাদী উন্নয়নশীল দেশ প্রতিষ্ঠায়।

(সেলিম রেজা বিজয়)

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আসছে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান কেমন প্রত্যাশা করেন?

বিজয় : সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশের নির্বাচন দেখতে চাই। আনন্দের সঙ্গে ভোট দিতে চাই। দেশের সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চাই

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন?

বিজয় : আমি ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে সর্বস্তরের মানুষের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে একজন জনপ্রতিনিধির কি ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা দরকার বলে মনে করেন?

বিজয় : জনপ্রতিনিধি এমন হওয়া উচিৎ যে জনসাধারনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বোচ্চ দিয়ে জনগনের সেবা করে যাবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নির্ভেজাল ভালোবাসা- ব্যাখ্যা দিবেন কিভাবে?

বিজয় : বাবা-মা ও দেশকে ভালবাসা। আমি মনে করি এই তিনটি ক্ষেত্রেই শুধু নির্ভেজাল ভালোবাসা হয়।

Wedding is a magical day
&
we are here to Capture it all.

Services : All kinds of photography.
e.g. Model photography
Birthday, Parties, Ceremonies,
Product Photography etc.

George.
photography

31, Nandalal Datta Lane, Laxmibazar, Dhaka. Bangladesh
Cell : 01720644040

জাতীয় নির্বাচন ২০১৮: নাগরিক প্রত্যাশা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৈয়দা মাসুমা আক্তার। মানিকগঞ্জ-এর সন্তান, ইডেন কলেজ থেকে সমাজকল্যান বিষয়ে মাষ্টাস করে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে পড়ালেখা শেষে বতমানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে একজন আইনজীবী হিসাবে প্রাক্টিস করছেন। সম্প্রতি ঢাকা টেক্সেস বারে নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্যানেল থেকে নির্বাচন করে, ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি।

জাতীয় নির্বাচন ২০১৮ নিয়ে কথা হয় তার সাথে

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার নির্বাচনী এলাকা কোনটি এবং সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন কি?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : মানিকগঞ্জ-৩ (মানিকগঞ্জ সদর ও সাটুরিয়া থানা মিলে এই আসন)। হ্যাঁ ভোট দিয়েছি এবং এবার তৃতীয়বারের ভোট দিব।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আসন্ন জাতীয় নির্বাচন কেমন দেখতে চান ?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : অবশ্যই আমাদের দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপার নেতৃত্বে সুষ্ট ও স্বচ্ছ নির্বাচন হবে। তাই সবার অংশগ্রহনে একটি সুন্দর নির্বাচন দেখতে চাই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : জাতীয় নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ কতটুকু প্রয়োজন বলে মনে করেন?

নির্বাচন একটি গণতন্ত্র প্রক্রিয়া
দল মত নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহনে
ভোট প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়
একটি গণতান্ত্রিক সরকার।

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : আমি যেহেতু আওয়ামী লীগ এর সাথে জড়িত, আমি বিশ্বাস করি দেশের উন্নয়নে নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি চাই সব দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক এবং গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হোক।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : গত নির্বাচনে তো সব দল অংশগ্রহণ করেনি এই ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি ?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : যেদল দেশকে ভালোবাসে, গণতন্ত্রের চর্চা করে বা ধারণ করে, সেদল নির্বাচনে অবশ্যই আসবে। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে তারা নির্বাচনে আসবে। যারা চায়নি বাংলাদেশের স্বাধীনতা হোক, তারা এখনো তালবাহানা করছে যাতে নির্বাচন না হয়, দেশের উন্নয়ন না হয়। তারা অতীতেও এমন করেছে এখনোও করছে, তবে ভবিষ্যতে যাতে এমন না হয় সেই কাজ আওয়ামী লীগ সরকার করে যাচ্ছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যারা নির্বাচনে আসছে না তারা দেশের জন্য ভালো কিছু করেনি ?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : না, আমি সেটা বলছি না। আপনি যে জায়গায় জন্মগ্রহণ করবেন, সেই জন্ম স্থানের সাথে আপনার সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে। সেই জন্মভূমির সাথে আপনার আবেগটা কিন্তু ডিরেক্ট (সরাসরি) কাজ করবে। বাংলাদেশ তৈরীতে যাদের ভূমিকা ছিলো তাদের ভালবাসা, তাদের প্রেমটা কিন্তু ভিতর থেকে তাদের একধরণের আকুলতা থাকবে, ব্যাকুলতা থাকবে। তাদের দেশের প্রতি ভালবাসাটা কিন্তু একটু বেশী। আর যারা দেশ গঠনে সম্পৃক্ত ছিলো না তাদের আবেকটা কিন্তু কম। এমনো গোষ্টি আছে যারা গণতন্ত্র চায় নাই, এ দেশের স্বাধীনতা চায় নাই। স্বাধীনতা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করেছে তারা ছিলো, এখনো আছে। যারা দেশকে ভালবাসতে জানে না তারা এটার পক্ষে-বিপক্ষে কি ভাবে কথা বলে। তাদের মায়া কম, ভালবাসা কম। তারা আসলে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি করবেনা, তারা যে কোন সময় যে কোন মত প্রকাশ করতে পারে। যে কোন রুপ ধারণ করতে পারে।

সৈয়দা মাসুমা আক্তার

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকায় এখন পর্যন্ত কোন দলের থেকে বেশীবার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : আমাদের এলকায় আওয়ামী লীগ বিএনপি দুই দলই নির্বাচিত হয়েছে। দুই দলই কাজ করেছে, তবে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশী উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের এলাকায় একসময় বিএনপি'র দাপট থাকলেও এখন আওয়ামী লীগের গণজোয়ার বইছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কেমন যোগ্যতাসম্পন্ন সংসদ প্রতিনিধি প্রত্যাশা করেন ?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার যে আলো আছে তার দ্বারাই অন্ধকার দূর করা সম্ভব। এমন একজন জনপ্রতিনিধি দরকার যার আমার এলাকার প্রতিটি মানুষের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা আছে। যিনি সব সময় জনগনের পাশে আছেন এবং নির্বাচিত হবার পরেও থাকবেন। আসলে জনগন তো ঐ মানুষটাকে চায়, যে জনগনের সুখ-দুঃখের কথা সরাসরি শুনবেন এবং পাশে থাকবেন। লিডার (নেতা) তাকেই হতে হবে, যার এই ধৈর্য্য থাকবে, এই সময়টা (জনগনকে সময় দেবারমত সময়) যার থাকবে, তেমন প্রার্থী চাই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : জনগনের প্রত্যাশানুযায়ী প্রার্থীরা মনোনয়ন পায়না, সেই ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : জনগন যেটা চায় সেটাই গণতন্ত্র। গণতন্ত্র চর্চার কথা যদি বলি, মুষ্টিমেয় জনগনের প্রত্যাশা অনুযায়ী লিডার (নেতা)কে মনোনয়ন দেওয়া হয় যা উচিৎ নয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। টেকনিক্যাল কিছু বিষয় থেকে যায়, তাই সিলেকশন (মনোনয়ন) গুলো সেইভাবে হয়ে উঠে না।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : মনোনয়ন পাবার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় প্রার্থীকে, নাকি শিক্ষিত প্রার্থীকে বেশী গুরুত্ব দিবেন ?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : জনপ্রিয়তার সাথে তো শিক্ষিত হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। তবে শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষাগত যোগ্যতার দ্বারাই কিন্তু তার নূন্যতম জায়গাটা সে তৈরী করে নিতে পারে। আর সব শিক্ষিত লোক কিন্তু জনপ্রিয় হতে পারেনা।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকার একজন সংসদ সদস্য আছেন, তিনি কিন্তু জনপ্রিয় তেমন একাডেমিক শিক্ষিত না হলেও ?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : আসলে আমি তার কথাই বলতে চাচ্ছিলাম; শিক্ষিত হলেই জনপ্রিয় হওয়া যায়না। কিন্তু তিনি জনপ্রিয় হয়েছেন তার গুন দিয়ে। তিনি যেভাবে জনপ্রিয় হয়েছেন তেমন হয়তো সারা বাংলাদেশে মাত্র কয়েকজন আছেন। তিনি একজন জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিও।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একটা দেশের টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জনপ্রতিনিধি পরিবর্তনের দরকার আছে কি ?

সৈয়দা মাসুমা আক্তার : নির্বাচন একটা টোটাল কমপজিশন, এটিতে সারাদেশের জনগনের একটা চিন্তা ভাবনার বর্হিপ্রকাশ থাকে। এটাই একমাত্র প্লাটফর্ম। নির্বাচনের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হয় যে, সারা দেশের জনগন কি বলছেন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : ধন্যবাদ আপনাকে।

আলতাফ খান

পুরান ঢাকার চাংখারপুলের বাসিন্দা জনাব আলতাফ খান ঢাকা-৬ আসনের গেন্ডারিয়ার ভোটার বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসি। প্রতি বছর দেশে আসেন এবং পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেন। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন দ্য পার্লামেন্ট ফেইস-এর সঙ্গে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আসন্ন জাতীয় নির্বাচন কেমন দেখতে চান?

আলতাফ খান : আসলে নির্বাচন সম্পর্কে আমার ধারনা অনেকের সাথে মিলবে না। একটা ধান ক্ষেতে

ধান চাষ করতে প্রথম দরকার হয় জমিকে তৈরী করা। বাংলাদেশ সোনার দেশ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ, এদেশ এখনো নির্বাচনের জন্য গণতন্ত্রের জন্য তৈরী হয়নি। আগে মানুষদেরকে গণতন্ত্র সম্পর্কে বুঝানো উচিৎ। গণতন্ত্র যদি না বুঝানো হয়, তাহলে তারা পাঁচ টাকায় ভোট বিক্রি করে দেয়। তারা জিজ্ঞেস করে "ছক্কু মিয়া আমি ভোট দিমু কারে ?" অন্যের কথায় ভোট দেয়। সেই দেশে ভোটই হচ্ছে একটা প্রহসন। এখন সেখানে নির্বাচন! আমরা শুধু জানি যে "গণতন্ত্র"। আমি বিগত ত্রিশ বছর আমেরিকায় আছি। আমেরিকায় আমি দেখিনি কোন ফেয়ার নির্বাচন হয়। পৃথিবীর কোথাও ফেয়ার বলতে নির্বাচন হয় না। গণন্তন্ত্র বলতে আসলে কিছু নাই। আমি মনে করি এটা মানুষের স্বপ্ন। গরীব দেশে, অল্প শিক্ষিত লোকের দেশে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়ার জন্য গণতন্ত্র হচ্ছে একটা "বোম"।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : এবারের জাতীয় নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ কি প্রত্যাশা করেন?

আলতাফ খান : আমি সব দলকে প্রত্যাশা করিনা। কারন আমি বিএনপিকে কোন দিন ভরসা করি না।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকায় কেমন নির্বাচনী প্রার্থী আশা করেন ?

আলতাফ খান : আমি আশা করি সৎ, শিক্ষিত, সাহসী বঙ্গবন্ধুর মত নেতৃত্ব প্রদানকারী নেতা। আমার রাজনীতির প্রতীক, আর্দশের প্রতীক বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর মত মানুষ আমি পছন্দ করি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একটা দেশের টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জনপ্রতিনিধি পরিবর্তনের দরকার আছে কি ?

আলতাফ খান : প্রথমত: গণতন্ত্রকে বুঝাতে হবে। ভোটার তৈরী করা, প্রতিনিধি তৈরী করা। আর এখান থেকে প্রতিনিধি তৈরী হলে রাজনীতিতে স্বচ্ছতা আসবে। মানুষকে পয়সার বিনিময়ে বা কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া ভোট দিতে হবে। দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভোট দিতে হবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : ধন্যবাদ আপনাকে।

চট্টগ্রামের শাককুড়াতে জন্মগ্রহণকারী নির্মল ক্লান্তি বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করে বর্তমানে একুশে টেলিভিশনে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। ঢাকা গুলশান-বনানী নির্বাচনী এলাকায় সর্বশেষ ভোট দিয়েছেন প্রতীক দেখে তবে তাকে যোগ্য প্রার্থী মনে হয়নি। আসন্ন নির্বাচন নিয়ে কথা হয় তার সাথে।

নির্মল কান্তি বড়ুয়া

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার নির্বাচনী এলাকা এবং সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন কি?

নির্মল কান্তি বড়ুয়া : আমার নির্বাচনী এলাকা ঢাকা (গুলশান-বনানী)। হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি, তবে গত নির্বাচনে আমি যাকে ভোট দিয়েছি তাকে আসলে আমার যোগ্য প্রার্থী মনে হয়নি। আমি বঙ্গবন্ধুর আর্দশে বড় হয়েছি, হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুকে লালন করি। আমি জানিনা উনি বঙ্গবন্ধুর অনুসারী কি না! তবে দলীয় মনোনয়ন তাকে দেওয়ায় আমি ভোট দিয়েছি আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আসন্ন জাতীয় নির্বাচন কেমন দেখতে চান ?

নির্মল কান্তি বড়ুয়া : আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক হবে দেখতে চাই। তবে নির্বাচনটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। কারণ বর্তমান সরকার যে উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে যাচ্ছেন তা দেশের টেকশই উন্নয়নে দরকার। বর্তমানে যে ধরনের কাজকর্ম বা উন্নয়ন হচ্ছে তা আমরা অতীতে দেখি নাই। গণতন্ত্রের বিষয়গুলো অনেক বিস্তৃত অনেক চর্চার, অনেক শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : জাতীয় নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ কতটুকু আপনি দেখছেন ?

নির্মল কান্তি বড়ুয়া : আমি তো মনে করি একটা সরকার পরিবর্তন হয়। মানুষের জন্য কাজ করতে হয়, যারা মানুষের জন্য কাজ করতে চায় নির্বাচনের মাধ্যমে তারাই সরকার গঠন করে। সত্যিকার অর্থে যারা গণতন্ত্র চর্চা করে, তারা অবশ্যই নির্বাচনে আসবে। আমরা চাই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন হবে এবং সব দলের অংশগ্রহনে নির্বাচন হবে। প্রত্যেকটা দেশেই একটা সরকার থাকা অবস্থায়, একটা সংসদ থাকা অবস্থায় নির্বাচন হয়। তদ্রুপ আমি মনে করি বাংলাদেশে এই ধারা বজায় থাকুক, মানুষ গণতন্ত্রের চর্চা শিখুক। সুন্দর একটা পরিবেশ সৃষ্টি করুক। সবার সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, সবাইকে এই বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে দেশের উন্নয়ন করতে হয়।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : গত নির্বাচনে প্রার্থীকে যোগ্যতাসম্পূর্ণ মনে হয়নি আপনার এবার নির্বাচনে কেমন প্রার্থী প্রত্যাশা করছেন ?

নির্মল কান্তি বড়ুয়া : জনপ্রতিনিধি এমন একজনকে চাই আমরা যিনি খারাপ কাজ করবেন না, মানুষের সাথে থেকে জনগনের পক্ষে কাজ করবেন। তাকে গণতন্ত্রমনা হতে হবে। হিংসাত্নক মনোভাবের হলে হবে না, আমি চাই শিক্ষিত ও সুন্দর মনোভাবের প্রার্থী। দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত, মার্জিত জনপ্রতিনিধি দরকার। শিক্ষার তো একটা গুন আছে। আর শিক্ষিত মানুষের মানবিক চিন্তা ভালো হবে, শিক্ষার আলো যার মাঝে আছে তার সব কিছু সহজে উপলব্দি করার ক্ষমতাও আছে, শিক্ষার আলো থাকলে মানবিক গুনগুলো থাকবে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একটা দেশের টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জনপ্রতিনিধি পরিবর্তনের দরকার আছে কি ?

নির্মল কান্তি বড়ুয়া : আমি আগেও বলেছি নির্বাচন ছাড়া পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসলে হবেনা। জনপ্রতিনিধিদের অবশ্যই গণতন্ত্রের নিয়মে নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্বাচিত হতে হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাই কেবল দেশের উন্নয়ন সম্ভব।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি মনে করেন সব দলের অংশগ্রহনে আগামি নির্বাচন হবে ?

নির্মল কান্তি বড়ুয়া : এটা সত্য কথা নির্বাচন দরকার। আমাদের দেশে নির্বাচন দরকার, আমরা চাই সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। ভালো কিছু উন্নয়ন যেমন দরকার তেমনি গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতি মেনে অবাধ সুষ্ঠ একটি নির্বাচন দরকার।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : ধন্যবাদ আপনাকে।

নির্মল কান্তি বড়ুয়া : আপনাকেও ধন্যবাদ।

If you want it we got it.
A firm for all your needs.
We print and supply
anything you require.

For Quality Services

MOHAKAL

31, Nandalal Datta Lane, Laxmibazar, Dhaka. Bangladesh

Cell : 01720644040

সমৃদ্ধি ও আয় বাড়াবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

এম. মিজানুর রহমান সোহেল

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বিপুল সম্ভাবনার অংশীদার হয়ে উঠলো বাংলাদেশ। স্যাটেলাইটটি একাধারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সম্প্রচার শিল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইটের মালিক দেশগুলোর অভিজাত ক্লাবে যুক্ত হলো বাংলাদেশ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে। দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ হবে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তৃতীয় উন্নয়নশীল দেশের নিজস্ব মালিকানার স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়েছে স্পেস এক্স। এর মধ্যে সর্বশেষ দুটি মাত্র ১১ মাসের মধ্যে। প্রথমটি ছিল ২০১৫ সালের এপ্রিলে তুর্কমেনিস্থানের তুর্কমেনআলেম স্যাটেলাইট। পরেরটি ছিল গত বছরের জুনে পাঠানো বুলগেরিয়ার বুলগেরিয়াস্যাট-১।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট পাঠানোর জন্য স্পেস এক্স-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও জাতিসংঘের 'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি বাংলাদেশ। গত ১৭ মার্চ এই স্বীকৃতি পাওয়ার আগে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিবেচনায় জাতিসংঘ বিবেচনা করতো স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে। উন্নয়নশীল দেশ থেকে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে নতুন মাত্রায় রুপ নিলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ৪০টি ট্রান্সপন্ডার রয়েছে। এর মধ্যে ২০ দেশে ব্যবহারের জন্য এবং ২০টি ভাড়া দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। এ ছাড়া নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকায় বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতার অবসান হবে। দ্বীপ এবং পার্বত্য অঞ্চলের মতো এলাকাগুলোতে পৌঁছানো কঠিন হওয়ায়, সেখানে ডাটা সার্ভিসের বিকল্প উপায় হতে পারে স্যাটেলাইট। যে কোনো

টিভি চ্যানেলগুলোর স্যাটেলাইট সেবা নিশ্চিত করাই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের প্রধান কাজ। এর সাহায্যে চালু করা যাবে ডিটিএইচ বা ডিরেক্ট টু হোম ডিশ সার্ভিস। এছাড়া যেসব জায়গায় অপটিক ক্যাবল বা সাবমেরিন ক্যাবল পৌছায়নি সেসব জায়গায় এ স্যাটেলাইটের সাহায্যে নিশ্চিত হতে পারে ইন্টারনেট সংযোগ।

ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে টেরিস্ট্রিয়াল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হলেও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দেশে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ই-সেবা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি, জরুরি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ভূমিভিত্তিক যোগাযোগ সেবায় বিঘ্ন ঘটলে ডাটা ও টেলিযোগাযোগ সেবার ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্যাটেলাইট থেকে বাড়তি সেবা নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া আবহাওয়ার পূর্বাভাস, টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-রিসার্চ, ভিডিও কনফারেন্স, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি খাতসহ প্রতিরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভয়েস সার্ভিসের জন্য সেলুলার নেটয়ার্কের কার্যক্রম এবং এসসিএডিএ, এওএইচও এর ডাটা সার্ভিসের পাশাপাশি বিজনেস-টু-বিজনেস (ভিস্যাট) পরিচালনায় আরও সহজতর করবে।

স্যাটেলাইট কি?

মহাকাশে উৎক্ষেপিত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত উপগ্রহের নাম স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার খবর আমরা নিমিষেই পেয়ে যাই। স্যাটেলাইটকে রকেট বা স্পেস শাটলের কার্গো বে-এর মাধ্যমে কক্ষপথে পাঠানো হয়। পাঠানোর সময় রকেট নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয় ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম (আইজিএস) মেকানিজম। পৃথিবীর অভিকর্ষ পার হতে রকেটকে ঘণ্টায় ২৫ হাজার ৩৯ মাইল ত্বরণে ছুটতে হয়। স্যাটেলাইট স্থাপনের সময় কক্ষীয় গতি ও তার জড়তার ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষের যে প্রভাব রয়েছে, এর জন্য সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারলে স্যাটেলাইট এ অভিকর্ষের টানে ফের ভূপৃষ্ঠে চলে আসতে পারে। এ জন্য স্যাটেলাইটকে ১৫০ মাইল উচ্চতাবিশিষ্ট কক্ষপথে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৭ হাজার মাইল গতিতে পরিভ্রমণ করানো হয়। মূলত গতিবেগ কত হবে, তা নির্ভর করে স্যাটেলাইটটি পৃথিবী থেকে কত উচ্চতায় রয়েছে, তার ওপর। পৃথিবী থেকে ২২ হাজার ২২৩ মাইল উপরে স্থাপিত স্যাটেলাইট ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে পৃথিবীকে আবর্তন করে। পৃথিবীর সঙ্গে স্যাটেলাইটও ২৪ ঘণ্টা ঘোরে। তবে ভূ-স্থির বা জিওস্টেশনারি উপগ্রহগুলো এক জায়গাতেই থাকে। এগুলো আবহাওয়া ও যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইট উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে। সাধারণত ৮০-১ হাজার ২০০ মাইল উচ্চতাবিশিষ্ট কক্ষপথে বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট পাঠানো হয়। কাজের ধরনের ওপর নির্ভর করে স্যাটেলাইটটি কত উচ্চতায় বসবে। যেমন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গবেষণা, বণ্য প্রাণীর চরে বেড়ানো পর্যক্ষেণ, অ্যাস্ট্রোনমি এবং পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার জন্য সায়েন্স স্যাটেলাইটকে বসানো হয় ৩০ হাজার থেকে ৬ হাজার মাইল উচ্চতায়। আবার গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয় ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার মাইল উচ্চতায়। এক এক ধরনের স্যাটেলাইটের বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রণালী একেকরকম। তবে সব স্যাটেলাইটের মধ্যেই সাধারণত কিছু মিল আছে। স্যাটেলাইটের শরীর ধাতু সংকরের ফ্রেম দিয়ে তৈরি। একে বলে বাস। এতেই স্যাটেলাইটের সব যন্ত্রপাতি থাকে। প্রত্যেক স্যাটেলাইটে থাকে সোলার সেল এবং শক্তি জমা রাখার জন্য ব্যাটারি। এর পাওয়ার সিস্টেম প্রসেসকে পৃথিবী থেকে সবসময় মনিটর করা হয়। স্যাটেলাইটের আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট হল এর রেডিও সিস্টেম ও অ্যান্টেনা। স্যাটেলাইটে একটি অনবোর্ড কম্পিউটার থাকে যা একে নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন সিস্টেমকে মনিটর করে।

স্যাটেলাইটের ইতিহাস

১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত ধরে মহাকাশ যাত্রার প্রথম পদক্ষেপটির সূচনা হয়েছিল এই দিনে। তারা স্পুটনিক-১ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। স্পুটনিক শব্দের অর্থ হলো ভ্রমণসঙ্গী। একই বছর ২ নভেম্বর স্পুটনিক-২ নামক আরেকটি কৃত্রিম উপগ্রহ তারা মহাকাশে পাঠান। প্রথম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের নাম এক্সপোরার-১। এই উপগ্রহ ১৯৫৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি

মহাকাশে পাঠানো হয়। ভস্টক-১ নামক সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষ নিয়ে প্রথম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। যে মানুষটি প্রথম মহাকাশে গিয়েছিলেন ইউরি গ্যাগারিন। তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক। তিনি ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ভস্টক-১ এ চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। স্টক-৬ নামক কৃত্রিম উপগ্রহে চড়ে প্রথম সোভিয়েত মহিলা মহাকাশচারী ভেলেন্তিনা তেরেসকোভা মহাকাশে ঘুরে আসেন ১৯৬৩ সালে। ইনটেলসেট-১ কৃত্রিম উপগ্রহকে

পাঠানো হয় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য যোগাযোগ উপগ্রহ হিসেবে। রিমোটসেনসিং বা দূর অনুধাবনের জন্য পাঠানো প্রথম উপগ্রহ হলো ল্যান্ডসেট-১। একে পাঠানো হয় ১৯৭২ সালে। আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্য অ্যাপোলো-সয়োজ টেস্ট প্রজেক্ট নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রথম পাঠানো হয় ১৯৭৫ সালে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। কয়েক শত কৃত্রিম উপগ্রহ বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হাজার হাজার অব্যবহৃত কৃত্রিম উপগ্রহ বা তাদের অংশবিশেষ মহাকাশে ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মূলত একটি কমিউনিকেশন ও ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট। বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের তথ্যমতে, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট টু হোম), ভিডিও সম্প্রচার, ভি-স্যাট নেটওয়ার্ক, ব্রডব্যান্ড, কমিউনিকেশন ট্র্যাংক সেবা দেওয়া যাবে। একটি যোগাযোগ স্যাটেলাইট থেকে তিন ধরনের সেবা পাওয়া যায়। ১. সম্প্রচার, ২. টেলিযোগাযোগ ও ৩. ডাটা কমিউনিকেশনস। দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে সরাসরি পৌঁছাতে টেলিভিশন এবং রেডিও স্টেশনগুলো ব্রডকাস্টিং সেবা ব্যবহার করে থাকে। ইন্টারনেট সেবা সরবরাহকারীরা (আইএসপি-ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) ইন্টারনেট সেবা দিতে স্যাটেলাইট ব্যবহার করেন। মোবাইল ফোন এবং ল্যান্ড ফোন অপারেটররা তাদের সাবস্ক্রাইবারদের সঙ্গে সংযোগ তৈরির জন্য স্যাটেলাইটের টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবহার করতে পারেন। বর্তমানে বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচারের জন্য বিদেশি মালিকানাধীন স্যাটেলাইটের ওপরে নির্ভরশীল। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৭টি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য দেশের স্যাটেলাইট ভাড়ায় ব্যবহার করছে। এ জন্য বছরে ব্যয় হয় প্রায় ১২৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো তাদের সম্প্রচারের জন্য বিদেশি মালিকানাধীন স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে ৩৭টি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য দেশের স্যাটেলাইট ভাড়ায় ব্যবহার করছে। এ জন্য বছরে ব্যয় হয় প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট এই বিদেশ নির্ভরতা কমাবে এবং বাংলাদেশকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে সহায়তা করবে।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট এই বিদেশ নির্ভরতা কমাবে এবং বাংলাদেশকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে সহায়তা করবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো ছাড়াও বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট দিয়ে বিদেশি টিভি চ্যানেলগুলো এবং তাদের দর্শক-শ্রোতাদের সেবা প্রদানেরও সুযোগ তৈরি হতে পারে। আর এর মধ্যদিয়ে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার নিজস্ব স্যাটেলাইট রয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ফলে নেপাল, মিয়ানমার, ভুটান ও অন্যান্য দেশের কাছে সেবা ভাড়া দিতে পারবে বাংলাদেশ। সার্ক দেশগুলোর পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, তাজাকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কিস্থান ও কাজাকিস্থানে ভাড়া দেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। নবগঠিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) ইতিমধ্যেই ট্রান্সপন্ডার ভাড়ার জন্য ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের সঙ্গে আলোচনা শুরুকরেছে। এর মাধ্যমে শুধু বৈদেশিক মুদ্রারই সাশ্রয় হবে না, সেই সঙ্গে অব্যবহৃত অংশ ভাড়া দিয়ে প্রতি বছর আয় হবে প্রায় ৫ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকারও বেশি। সে হিসেবে ৭ বছরে খরচ উঠে আসবে। বর্তমানে ডাটা সার্ভিসের জন্য অপটিক্যাল ফাইবারকে পছন্দের শীর্ষে রাখা হয়ে থাকে। অবশ্য, দ্বীপ এবং পার্বত্য অঞ্চলের মতো এলাকাগুলোতে পৌঁছানো কঠিন হওয়ায়, সেখানে ডাটা সার্ভিসের বিকল্প উপায় হতে পারে স্যাটেলাইট। যে কোনো ধরনের

প্রাকৃতিক দুর্যোগে টেরিস্ট্রিয়াল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হলেও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দেশে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবেশ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ই-সেবা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি, জরুরি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ভূমি ভিত্তিক যোগাযোগ সেবায় বিঘ্ন ঘটলে ডাটা ও টেলিযোগাযোগ সেবার ক্ষেত্রে যোগাযোগ স্যাটেলাইট থেকে বাড়তি সেবা নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া আবহাওয়ার পূর্বাভাস, টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-রিসার্চ, ভিডিও কনফারেন্স, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষিখাতসহ প্রতিরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভয়েস সার্ভিসের জন্য সেলুলার নেটয়ার্কের কার্যক্রম এবং এসসিএডিএ, এওএইচও এর ডাটা সার্ভিসের পাশাপাশি বিজনেস-টু-বিজনেস (ভিস্যাট) পরিচালনায় আরও সহজতর করবে। স্যাটেলাইটে নিজস্ব ভিস্যাট থাকবে যার মাধ্যমে ব্যাংক ও অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভয়েস, ডাটা ও ইন্টারনেট সেবা নিতে পারবে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের অপর একটি পণ্য উল্লেখ করে বিটিআরসি বলেছে, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মোট ৪০টি ট্রান্সপন্ডারে মোট এক হাজার ৬০০ এমএইচজেড ফ্রিকুয়েন্সি রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি ট্রান্সপন্ডার বাংলাদেশের ব্যবহারের জন্য রাখা হবে। বাকি ২০টি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রির জন্য রাখা হবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট: ঘটনা প্রবাহ ২০০৮-২০১৮

সময়টা ২০০৮ সালে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এরপর ২০০৯ সালে জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালায় রাষ্ট্রীয় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের বিষয়টি যুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিটের (আইটিইউ) কাছে ইলেক্ট্রনিক আবেদন করে বাংলাদেশ। উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে সম্প্রচার ও টেলিযোগাযোগ সেবা পরিচালনায় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে একনেক সভায় দুই হাজার ৯৬৮ কোটি টাকার 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ' প্রকল্প অনুমোদন পায়। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয় এক হাজার ৩১৫ কোটি ৫১ লাখ টাকা, যা মোট ব্যয়ের প্রায় ৪৪ শতাংশ। এ ছাড়া 'বিডার্স ফাইন্যান্সিং' এর মাধ্যমে এ প্রকল্পের জন্য এক হাজার ৬৫২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশনের (এইচএসবিসি) সঙ্গে প্রায় এক হাজার ৪০০ কোটি টাকার ঋণচুক্তি হয় ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে। এক দশমিক ৫১ শতাংশ হার সুদসহ ১২ বছরে ২০ কিস্তিতে ওই অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

পৃথিবীর কক্ষপথে একটি স্যাটেলাইট বসাতে প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট অরবিটাল স্লট। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়ার সংস্থা ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে এই অরবিটাল স্লট ইজারা নিতে অনুমোদন দেওয়া হয় ২১৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। এর মাঝে স্যাটেলাইটের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য 'বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এই সংস্থা গঠনে মূলধন হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয় ৫ হাজার কোটি টাকা। স্যাটেলাইটের জন্য কক্ষপথ বরাদ্দের প্রক্রিয়া নির্ধারণে আইটিইউ হচ্ছে সর্বোচ্চ সংস্থা। ২০১৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আইটিইউয়ের বার্ষিক সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর

ভোটাভুটিতে বাংলাদেশ চার বছরের জন্য এ সংস্থার এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়। এই সদস্যপদ প্রাপ্তি অরবিটাল স্লট পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা দেবে বলে সরকারের কেউ কেউ সে সময় আশা প্রকাশ করলেও তা হয়নি। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) শুরুতে ১০২ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের একটি স্লটের জন্য আইটিইউয়ের কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, ইসরায়েল, জাপানসহ ২০টি দেশ ওই স্লটের জন্য আগেই আবেদন করে রাখায় এবং বাংলাদেশের জন্য তারা ছাড় না দেওয়ায় বাংলাদেশকে বিকল্প ভাবতে হয়। এরপর বাংলাদেশ ৬৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশের আরেকটি স্লটের আবেদন করলে সেখানেও মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও চীনের বিরোধিতার মুখে পড়ে। সর্বশেষ ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রিতে (পূর্ব) স্লট বরাদ্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্লটটিও খালি ছিল না। স্লটটি ছিল ইন্টারস্পুটনিকের। কিন্তু অর্থের সংস্থান না হওয়ায় রাশিয়ার মহাকাশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইন্টারস্পুটনিকের নিজস্ব দুটি স্লটের বিপরীতে (৮৪ ও ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি) দুই মাসের একটি শর্তহীন চুক্তি করে বাংলাদেশ সরকার। প্রকল্প শুরুর আগেই

বিদেশি বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগ এবং প্রকল্প গবেষণায় সরকারের ব্যয় হয় ৮৬ কোটি টাকা। এই টাকা সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করেছে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য বাংলাদেশ ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে রাশিয়ার স্যাটেলাইট প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারস্পুটনিক' এর কাছ থেকে ২১৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকায় ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায় (স্লট) ১৫ বছরের জন্য এ কক্ষপথ ক্রয় করে। বিটিআরসি ২০১৫ সালের নভেম্বরে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট নির্মাণের জন্য ফ্রান্সের থালেস অ্যালিনিয়া স্পেস ফ্যাসিলিটিস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে। এর আগে স্যাটেলাইটের নকশা তৈরি, বাজার মূল্যায়ন, বাজারপ্রক্রিয়াকরণ, বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ, গ্রাউন্ড স্টেশন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সহযোগিতার জন্য ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান স্পেস পার্টনারশিপ ইন্টারন্যাশনালের (এসপিআই) সঙ্গে চুক্তি করেছিল বিটিআরসি। চুক্তি অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হওয়ার কথা ছিল ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সে সময় উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়নি।

ইন্টারস্পুটনিকের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি হলেও এ চুক্তি তিন ধাপে ৪৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। এ ধরনের কাজে কী পরিমাণ জনবল লাগতে পারে সে সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছিল এসপিআই। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মূল অবকাঠামো তৈরি করেছে ফ্রান্সের মহাকাশ সংস্থা থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস। স্যাটেলাইট তৈরির কাজ শেষে চলতি বছরের ৩০ মার্চ এটি উৎক্ষেপণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় পাঠানো হয়। দেশের প্রথম এ স্যাটেলাইট তৈরিতে খরচ ধরা হয় ২ হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ হাজার ৩১৫ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার ও বাকি ১ হাজার ৬৫২ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে নেয়া হয়েছে। এ ঋণ দিয়েছে বহুজাতিক ব্যাংক এইচএসবিসি। তবে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশনগুলোর এক শঙ্কা ছিল, বঙ্গবন্ধু-১ এর অবস্থান হয়তো তাদের সম্প্রচারে কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসির চেয়ারপারসন শাহজাহান মাহমুদ জানান, এখন তারা অন্য স্যাটেলাইটের সহযোগিতায় সহজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল তাদের সম্প্রচারের জন্য অ্যাস্টার-৭ ব্যবহার করছে, যা ৭৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি পূর্বে। শুধু রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) তাদের সম্প্রচার এশিয়াস্যাট-৭ থেকে সম্প্রচার কার্যক্রম চালায়, যা ১০৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি পূর্বে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড স্টেশন অপারেশনে ১০৫ জন জনবল নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছে এসপিআই। একবারে সম্পূর্ণ জনবল নিয়োগ দেওয়া না গেলেও বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলে তারাই বাকি জনবল নিয়োগের বিষয়টি দেখবে। এ পর্যন্ত কয়েকবার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের তারিখ বদলানো হয়েছে। প্রথমে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট ২০১৭ সালের ১৬ ডিসেম্বরে উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। পরবর্তীতে নতুন তারিখ ঠিক হয় ২০১৮ সালের ১ মার্চ। সেই সম্ভাব্য তারিখও পরিবর্তন হয়ে মার্চের শেষ সপ্তাহ বা ২৬ থেকে ৩১ মার্চের মধ্যে যেকোনও দিন স্যাটেলাইট মহাকাশে উড়বে বলে নির্ধারিত হয়। এরপর আরও কয়েকদফা দিনক্ষণ পাল্টে অবশেষে ১০মে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়।

যেভাবে কক্ষপথে পৌঁছালো বঙ্গবন্ধু-১

বেশ কয়েকবার তারিখ বদলের পর ১১ মে ২০১৮ ইং বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ২টা ১৪ মিনিটে (যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বিকাল চারটা ১৫ মিনিটে) দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোর কেপ কেনেডি সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের পর নির্ধারিত ৩৩ মিনিটেই স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে পৌঁছে যায়। রকেট উৎক্ষেপণ সংস্থা স্পেস এক্স টুইটারে জিওস্টেশনারি ট্রান্সফার অরবিটে (জিটিও) স্যাটেলাইটটির অবতরণ নিশ্চিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত ঐতিহাসিক কেপ কেনেডি সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে মহাকাশের পথে উড়াল দেয় বঙ্গবন্ধু-১। স্যাটেলাইটটি বহন করে নিয়ে যায় স্পেস এক্স কোম্পানির সর্বাধুনিক প্রযুক্তির রকেট ফ্যালকন-৯ এর বক-৫ সংস্করণ। সাড়ে তিন হাজার কেজি ওজনের এই স্যাটেলাইট। রকেটটি মহাকাশে বাংলাদেশের ভাড়া নেওয়া অরবিটাল স্লট ১১৯.১ ডিগ্রিতে নিয়ে গেছে স্যাটেলাইটটিকে। স্পেস

এক্স জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় ১১ মে কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং কমপেক্স ৩৯এ থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট। উৎক্ষেপণ শুরু হয় ৪টা ১৪ মিনিটে এবং শেষ হয় ৬টা ২১ মিনিটে। উৎক্ষেপণের ৩৩ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড পর স্যাটেলাইটটি জিটিওতে পৌঁছায়।

যেভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের রকেট উৎক্ষেপণ হয়

স্পেস এক্স'র দেওয়া তথ্য অনুসারে, পুরো উৎক্ষেপণ প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধাপটি কাউন্ট ডাউন এবং দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে লঞ্চ, ল্যান্ডিং ও স্যাটেলাইট ডেপলয়মেন্ট। প্রথম ধাপে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ শুরু পর্যন্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটিতে রয়েছে উৎক্ষেপণের পর অবতরণ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া। সংস্থাটি জানায়, উৎক্ষেপণের ১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড পর রকেট ম্যাক্স কিউতে পৌঁছায়। ২ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে প্রথম ধাপে মেইন ইঞ্জিন আলাদা হয়। ২ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে দ্বিতীয় ধাপে ইঞ্জিন চালু হয়। ৩ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে ঘটে ফেয়ারিং ডেপলয়মেন্ট। ৬ মিনিট ১৫ সেকেন্ড পর প্রথম পর্বের এন্ট্রি বার্ন হয়। ৮ মিনিট ১০ সেকেন্ড পর প্রথম পর্বের অবতরণ, ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড পর দ্বিতীয় পর্বের ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন (এসইসিও-১) হয়। ২৭ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে দ্বিতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর ২৮ মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে দ্বিতীয় ধাপে ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন (এসইসিও-২) হয়। এরপর ৩৩ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে স্যাটেলাইটটি অরবিটে বা কক্ষপথে অবতরণ করে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের ভিডিও চিত্র দেখা যাবে https://www.youtube.com/ watch? এই ঠিকানায়।

৩০ বাংলাদেশি বিজ্ঞানী চালাবেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ তার কক্ষপথে পৌঁছে গেছে। এবার এই স্যাটেলাইট থেকে তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানের পালা। শুরুতে বিদেশিদের তত্বাবধানে হলেও এই স্যাটেলাইটটি নিয়ন্ত্রণে থাকছেন দেশের ৩০ জন তরুণ বিজ্ঞানীর। এর মধ্যে ১৮ জন থাকবেন গাজীপুর ও রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় স্থাপিত দুই গ্রাউন্ড স্টেশনের দায়িত্বে। এই ১৮ জনের মধ্যে ৪-৫ জন অ্যারোস্পেস বিষয়ে পড়াশোনা করা। এছাড়া রয়েছে তড়িৎকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করা তরুণরা। আর ১২ জন থাকবেন গ্রাউন্ড স্টেশন দুটির পুরকৌশল ও প্রকৌশলের দায়িত্বে। তরুণ এই বিজ্ঞানীদের নিয়োগের পরে বিদেশে উচ্চ প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ করানো হয়েছে। এখনও বিদেশি প্রশিক্ষকদের তত্বাবধানে তারা কাজ করছেন। স্যাটেলাইটের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান থ্যালেস অ্যালেনিয়ার বিদেশি প্রশিক্ষকরা আগামী তিন বছর এই তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলবেন। সংশ্লিষ্টদের আশা, এর ফলে দেশের দুই গ্রাউন্ড স্টেশন নিয়ন্ত্রণে বিদেশিদের প্রয়োজন হবে না। দেশের তরুণরা তাদের সক্ষমতা প্রমাণ করেই স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ করবে। জানা গেছে, এই ৩০ জনের দলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও রয়েছেন। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, গত বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে এসব তরুণকে নিয়োগের জন্য যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসব তরুণকে বাছাই করা হয়। তাদের যোগ্য করে তুলতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়ার কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। সেখানে তারা স্যাটেলাইট পরিচালনা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, সিগন্যালিং, পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তারা গ্রাউন্ড স্টেশনে যোগদান করেন। এ বিষয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, ওই তরুণদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন স্যাটেলাইট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়া থেকে আগত তিনজন প্রশিক্ষক। প্রশিক্ষকরা আমাকে বলেছেন, আমাদের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি। মনে হয় অনেক আগেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। কারণ হিসেবে প্রশিক্ষকরা উল্লেখ করেন, তরুণরা খুব ভালোভাবে শিখছে। ওরা এত দ্রুত সবকিছু আয়ত্তে নিয়ে নিচ্ছে, যেকারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রশিক্ষণপর্ব শেষ হয়ে যাবে। মন্ত্রী আরও বলেন, বেতবুনিয়াতেও আমাদের গ্রাউন্ড স্টেশন আছে। মন্ত্রীর আশা, স্যাটেলাইটে এই তরুণদের ভালো করতে দেখলে আগামীতে অন্য তরুণরা উৎসাহিত হবে এই পেশায় আসতে। এ বিষয়ে পড়াশোনার হারও বেড়ে যাবে বলে তিনি জানান।

একনজরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটি নির্মাণ করেছে ফ্রান্সের 'থ্যালাস অ্যালেনিয়া' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। স্যাটেলাইটের কাঠামো তৈরি, উৎক্ষেপণ, ভূমি ও মহাকাশের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ভূ-স্তরে দুটি স্টেশন পরিচালনার দায়িত্ব এ প্রতিষ্ঠানটির। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ২ হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা। স্যাটেলাইটে থাকছে ৪০টি ট্রান্সপন্ডার। এগুলোর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ২০টি ব্যবহার করবে বাংলাদেশ। অন্যগুলো ভাড়া দেওয়া হবে। স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ এর গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরি করা হয়েছে গাজীপুর ও রাঙ্গামাটিতে। বাংলাদেশে প্রথম স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ শুরু হয় ২০০৭ সালে। সে সময় মহাকাশের ১০২ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে কক্ষপথ বরাদ্দ চেয়ে জাতিসংঘের অধীন সংস্থা আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নে (আইটিইউ) আবেদন করলেও বাংলাদেশের ওই আবেদনের ওপর ২০টি দেশ আপত্তি জানায়। এরপর ২০১৩ সালে রাশিয়ার ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের বর্তমান কক্ষপথটি কেনা হয়। এক নজরে দেখে নেয়া যাক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সম্পর্কে-

* স্যাটেলাইটের ধরণ: মহাকাশে প্রায় ৫০টির বেশি দেশের দুই হাজারের ওপর স্যাটেলাইট আছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- আবহাওয়া স্যাটেলাইট, পর্যবেক্ষক স্যাটেলাইট,

ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট ইত্যাদি। তবে বিএস-ওযান হল যোগাযোগ ও সম্প্রচার স্যাটেলাইট।

* স্যাটেলাইটের কাজ: টিভি চ্যানেলগুলোর স্যাটেলাইট সেবা নিশ্চিত করাই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের প্রধান কাজ। এর সাহায্যে চালু করা যাবে ডিটিএইচ বা ডিরেক্ট টু হোম ডিশ সার্ভিস। এছাড়া যেসব জায়গায় অপটিক ক্যাবল বা সাবমেরিন ক্যাবল পৌছায়নি সেসব জায়গায় এ স্যাটেলাইটের সাহায্যে নিশ্চিত হতে পারে ইন্টারনেট সংযোগ।

* স্যাটেলাইটের ফুটপ্রিন্ট: বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার কক্ষপথে। এর ফুটপ্রিন্ট বা কভারেজ হবে ইন্দোনেশিয়া থেকে তাজিকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। শক্তিশালী কেইউ ও সি ব্যান্ডের মাধ্যমে এটি সবচেয়ে

ভালো কাভার করবে পুরো বাংলাদেশ, সার্কভুক্ত দেশসমূহ, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়া।

* স্যাটেলাইট নির্মাণ: ৩.৭ টন ওজনের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটির ডিজাইন এবং তৈরি করেছে ফ্রান্সের কোম্পানি থ্যালাস অ্যালেনিয়া স্পেস। যে রকেটটি এটাকে মহাকাশে নিয়ে গেছে সেটি বানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস এক্স। উৎক্ষেপণ হয় ফ্লোরিডার লঞ্চপ্যাড থেকে।

* স্যাটেলাইটের স্থায়িত্ব: ১৫ বছরের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে অরবিটাল স্লট কেনা হয়েছে। তবে বিএস ওর্য়ানের স্থায়িত্ব হতে পারে ১৮ বছর পর্যন্ত।

* স্যাটেলাইট অপারেশন: আর্থ স্টেশন থেকে ৩৫ হাজার ৭৮৬ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে স্যাটেলাইটটির কক্ষপথে যেতে সময় লাগে ৮-১১ দিন। আর পুরোপুরি কাজের জন্য প্রস্তুত হবে ৩ মাসের মধ্যে। প্রথম ৩ বছর থ্যালাস অ্যালেনিয়ার সহায়তার সময় এটির দেখাশোনা করবে বাংলাদেশ। পরে পুরোপুরি বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের হাতেই গাজীপুর ও রাঙামাটির বেতবুনিয়া আর্থ স্টেশন থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে এটি।

* বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর খরচ: শুরুতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটির বাজেট ধরা হয় ২৯৬৭.৯৫ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ২৭৬৫ কোটি টাকায় পুরো প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এরমধ্যে ১৩১৫ কোটি টাকা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার আর বাকিটা বিদেশি অর্থায়ন।

* কারিগরি জটিলতা: কারিগরি জটিলতায় প্রথম চেষ্টা আটকে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দিনে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে রকেটটি উৎক্ষেপণ করায় 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর মহাকাশ যাত্রা শুরু হয়। দুটি পর্যায়ে এ উৎক্ষেপণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায়টি সম্পন্ন হতে সময় লাগে ১০ দিন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ দিনের মতো।

স্যাটেলাইট লাইসেন্সের আবেদন পেয়েছে বিটিআরসি

বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল) বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের লাইসেন্স পেতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কাছে আবেদন করেছে। বিসিএসসিএল মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লাইসেন্স পেতে কমিশনের কাছে এই আবেদন করে। যদিও এখনো লাইসেন্সের কোনো নীতিমালা হয়নি তবুও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাধারণত: ১৫ বছরের জন্যে লাইসেন্স দেয় বিটিআরসি। এককালীন একটা ফি থাকতে পারে যার মূল্য এখনো ধার্য হয়নি, আবার বার্ষিক ফিও থাকতে পারে। সূত্র বলছে, এ ক্ষেত্রে রেভিনিউ শেয়ারিং থাকবে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ১ শতাংশ সোশ্যাল অবলিগেশন ফান্ড। ১৪ মে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, স্যাটেলাইটের লাইসেন্স কাউকেই দেওয়া হয়নি। যা না জেনে বুঝে মুর্খের মতো কথা বলছেন তাদের আরো জ্ঞানার্জন দরকার। সেদিন তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠানকেই স্যাটেলাইটের লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। ১১ মে বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাতে মহাকাশে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করে বিশ্বখ্যাত রকেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স। স্যাটলাইটটি আগামী তিন মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরুকরা যাবে বলেও জানান মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এর খবর কী?

বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ নিজস্ব অরবিটাল স্লটে পৌঁছে কাজ শুরুর প্রক্রিয়ায় থাকার মধ্যেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছে সরকার।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পাঠানো রকেটেই মহাকাশে যাবে মানুষ! বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট পাঠিয়ে ফিরে আসা ফ্যালকন ৯ রকেটই মানুষ নিয়ে মহাকাশে যাবে। ক্যালিফোর্নিয়ার রকেট কোম্পানি স্পেস এক্সের তৈরি করা ওই রকেট দিয়েই নাসার মহাকাশে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টারে অভিযাত্রী পাঠানোর পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। এজন্য নাসার সঙ্গে স্পেস এক্সের চুক্তিও হয়েছে। তবে নাসা চায় অভিযাত্রী পাঠানোর আগে অন্তত সাতবার রকেটটি সফল উড্ডয়ন ও অবতরণ করুক। বক ৫ ভার্সনে ফ্যালকন রকেটটি তৈরি করেছে স্পেস এক্স। যেটি অন্তত দশবার কোনো ধরনের মেরামত করা ছাড়াই ব্যবহার করা যাবে। এর আগে কোনো রকেট দুইবারের বেশি ব্যবহার করা যায়নি। সেই দুইবার ব্যবহার করতে গেলেও রকেটটির বড় ধরনের মেরামতের প্রয়োজন পড়তো। কিন্তু স্পেস এক্স দীর্ঘদিন কাজ করার পর ২০১৭ সালে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ফ্যালকন-৯ রকেটটি তৈরি করে। স্পেস এক্স প্রধান নির্বাহী ইলোন মাস্ক বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণের আগে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, দীর্ঘ ১৬ বছরের কাজের অগ্রগতি এই রকেট। ১৬ বছর থেকে অন্তত হাজারটি ছোট খাটো উন্নয়ন করা হয়েছে রকেটটি কয়েকবার পুনর্ব্যবহার করার জন্য। বক ৫ এখন এমন কাজ পরিচালনার জন্য স্পেস এক্সের প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠবে। এটিকে আরো বেশি প্রকৌশল প্রয়োগ করে এর ত্রুটি দূর করার পাশাপাশি মানুষের ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে বলেও জানান মাস্ক। আসলেই রকেটের এক অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করেন মাস্ক। স্পেস এক্স জানায়, আগে অ্যালুমিনিয়াম গ্রিড ফিন ব্যবহার করা হলেও বক ৫ এ রয়েছে টাইটানিয়াম গ্রিড ফিন। মাটিতে বা সাগরে নিরাপদ অবতরণের ক্ষেত্রে বক ৫ এখন আরও বেশি তাপ সহনীয়। এর সংস্কার করা অংশগুলো অত্যধিক তাপ সহনীয় পাইরন উপাদানের প্রলেপ দেওয়া। উচ্চমাত্রার তাপ সহনশীল ফাইবার পাইরন ১২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও গলে না।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট নিয়ে ভারতের জন্য আক্ষেপ!

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো বাংলাদেশের খুব ভাল অগ্রগতি হলেও ভারতের জন্য তা আক্ষেপের। ভারতের অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন বলছে, বাংলাদেশের এই স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে পাঠানোর কাজ সহজেই পেতে পারত ভারত। কিন্তু সময়মত তারা নির্ভরযোগ্য মহাকাশযান বা রকেট তৈরি করতে না পারায় কাজটি পেয়েছে বিশ্ববিখ্যাত স্বয়ংক্রিয় সময় নির্মাতা কোম্পানি টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের মহাকাশ যান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স এক্সপোরেশন টেকনোলজিস কর্প। বাংলাদেশ যোগাযোগের জন্য আর অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না। উল্টো প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে স্যাটেলাইট সেবা বিক্রি করে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে। যেখানে ভারত আজও যোগাযোগ

স্যাটেলাইট অন্য দেশের কাছে ভাড়ায় নিয়ে কাজ চালাচ্ছে'- প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত রিসার্চ ফাউন্ডেশনটি। 'বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ করার জন্য বাংলাদেশ চেয়েছিল অন্তত ৪ টন ওজন বহন করতে পারবে এমন রকেট। ২০১৫ সালে যখন স্যাটেলাইটটি তৈরির জন্য ফ্রান্সের কোম্পানি থ্যালাস এলেনিয়া স্পেসের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি হয়, সে সময় পর্যন্ত ভারত সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেনি। ফলে তারা উৎক্ষেপণের কাজটি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনী সময় প্রমান দেখাতে ব্যর্থ হয়। 'অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ৯ মে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত এখনও নির্ভরযোগ্যভাবে ৪ টন বা তার বেশি ওজনের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে ব্যর্থ। ফলে শুধু বাংলাদেশ নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তারা স্যাটেলাইট মহাকাশ পাঠানোর চুক্তি করতে পারছে না। এদিকে বঙ্গবন্ধু-১ তৈরির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আর্থিক সাহায্য করেছিল। যার ফলাফল স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কাজটি পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ভারত যদি তা তৈরির জন্য অর্থ সাহায্য করত তাহলে বাংলাদেশের পাশাপাশি অন্যদের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ থেকে আয় করতে পারত। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ভারতের কাছে বড় একটি ব্যবসা করার সুযোগই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের তথ্য জানাবে বেসিসের অ্যাপ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফল ভাবে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশে ডিজিটাল বাংলাদেশের জয়যাত্রা শুরু হল। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সুদূরপ্রসারি ও যুগান্তকারী এ পদক্ষেপের মাহেন্দ্রক্ষণে উদ্বোধন হলো বেসিস বিবি স্যাট-১ অ্যাপ। এ অ্যাপ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর আদ্যোপান্ত, অবস্থান, কর্মক্ষমতা, উপকারিতাসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। ১৪ মে ২০১৮ ইং বেসিসের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি

বেসিস বিবি স্যাট-১ অ্যাপের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে এ অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, বেসিস বিবি স্যাট-১ অ্যাপের উদ্বোধন ডিজিটাল তথ্যপ্রবাহ ধারাকে আরো বেগবান করলো। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। এ অ্যাপ সম্পর্কে জানতে অনেকেই কৌতূহলি। বেসিস বিবি স্যাট-১ অ্যাপ আগ্রহীদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাবে। অ্যাপটি পাওয়া যাচ্ছে, http://www.technohaven.com/bb-sat-1.html এই ঠিকানায়।

মহাকাশে কোন দেশের কত স্যাটেলাইট আছে?

সর্বপ্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক-পিএস রকেটের সাহায্যে স্পুটনিক-১ স্যাটেলাইট মহাকাশে সফলভাবে উৎক্ষেপন করতে সক্ষম হন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য রাষ্ট্রও পাঠাতে সক্ষম হয়। এ পর্যন্ত অর্ধশতাধিক দেশ থেকে

কয়েক হাজার স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। মহাকাশে আমেরিকার স্যাটেলাইট আছে ১৬১৬টি। পাশের দেশ ভারতের স্যাটেলাইট ৮৮টি। পাকিস্তানের স্যাটেলাইট আছে ৩টি। মহাকাশে কেনিয়ার মতো দেশের স্যাটেলাইট আছে ১টা। ফুটবলের দেশ আর্জেন্টিনার স্যাটেলাইট আছে ১৮টি। ব্রাজিলের আছে ১৭টি। সাউথ কোরিয়ার আছে ২৭টি। স্পেনের আছে ২৪টি। থাইল্যান্ডের আছে ৯টি। জাপানের প্রায় ১৭২টি। মহাকাশে রুশ স্যাটেলাইট কয়টা আছে সেটা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ধরে নেয়া যায় এই সংখ্যা ১৪২ এর আশেপাশে হবে। ২০১৬ সালে রাশিয়া মহকাশে আরও ৭৩টি মাইক্রো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। তবে পৃথিবীর মাত্র ১০টি দেশ নিজস্ব প্রযুক্তিতে ও নিজস্ব উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশগুলি হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৫৭), যুক্তরাষ্ট্র (১৯৫৮), ফ্রান্স (১৯৬৫), জাপান (১৯৭০), চীন (১৯৭০), যুক্তরাজ্য (১৯৭১), ভারত (১৯৮০), ইসরায়েল (১৯৮৮), ইউক্রেইন (১৯৯২) ও ইরান (২০০৯)।

উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বাজার প্রক্রিয়া করার দায়িত্ব দেওয়া হবে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মন্ত্রী মোস্তফা জব্বারকে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চালু হলে দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। দুর্গম এলাকাতেও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমেও ইন্টারনেট কানেকটিভি পৌঁছাবে। 'বঙ্গবন্ধু-১' স্যাটেলাইটের মালিকানার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নেই। এই স্যাটেলাইটের মালিক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এটি পরিচালনা করবে। স্যাটেলাইট বহু ধরনের সেবা দেবে। কক্ষপথে তার অবস্থান নিশ্চিত করার পর বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হবে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বাজারজাত করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে স্যাটেলাইটের লাইসেন্স দেবে বিটিআরসি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফলভাবে উৎক্ষেপণের পর আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, এটি কখন সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে এসে দাঁড়াবে। সুসংবাদ হচ্ছে, ২১ মে এটির নির্দিষ্ট যে কক্ষপথ ১১৯ দশমিক ১, সেই জায়গাতে স্থাপিত হয়েছে। এটিই তার দুনির্দিষ্ট জায়গা। এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ দিয়ে স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করেছি। আগামীতে আরও স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

দেশের মাটিতে স্যাটেলাইট তৈরির আশাবাদ

ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আশা রাখেন একদিন দেশের মাটিতেই স্যাটেলাইট তৈরী হবে। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় প্রত্যয়জনিত সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ। ২০২১ সাল নাগাদ তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির পদযাত্রায় তাকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বে ২০৪১ সাল নাগাদ

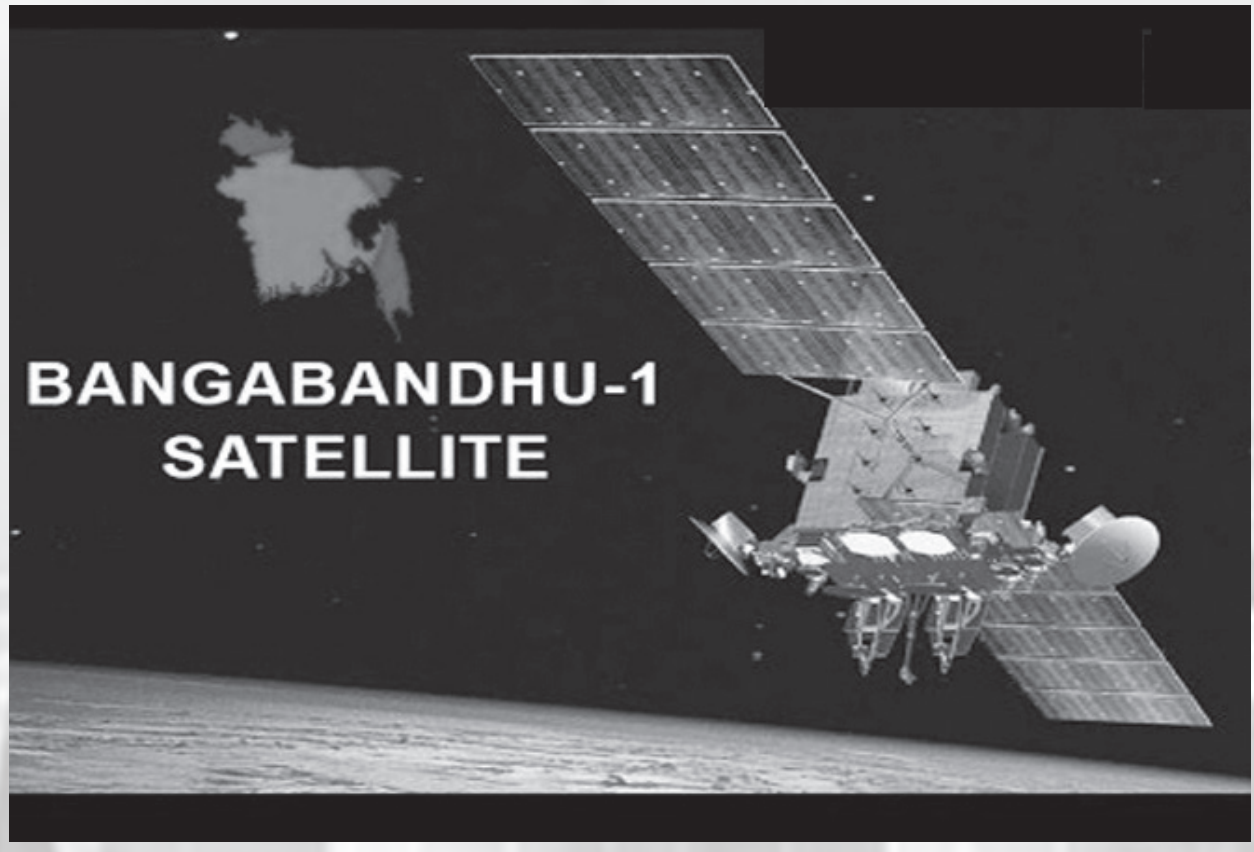

বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। দেশের ইতিহাসে একটি নতুন ডিজিটাল অধ্যায়ের সূচনা করে বঙ্গবন্ধু-১ একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক স্থাপন করেছে। ভবিষ্যতে আরও সফলতা অর্জনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচিত হবে। স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর বাংলাদেশ মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপনকারী ৫৭তম দেশ হলো। বঙ্গবন্ধু-১ সবসময় আমাদের প্রথম স্যাটেলাইট হিসেবেই বিবেচিত হবে। এটি কোনোভাবেই শেষ স্যাটেলাইট হবে না। এ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা যে জ্ঞান অর্জন করছেন, তা তারা কাজে লাগাতে পারবেন। সেই দিনটি বেশি দূরে নয়, যেদিন এদেশের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীগণ নিজেরাই স্যাটেলাইট তৈরি করতে সক্ষম হবেন এবং দেশের মাটিতেই তা তৈরি হবে।

অন্যদিকে বিটিআরসি চেয়ারপারসন ড. শাহজাহান মাহমুদ বলেন আগস্টে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে যাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। দেশের প্রায় ৩৭টা টেলিভিশন চ্যানেল অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য বিদেশি স্যাটেলাইট থেকে ব্যান্ডউইথ ভাড়া করে। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় (বছরে ব্যয় হয় প্রায় ১২৫ কোটি টাকা)। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে। দেশের সব টিভি চ্যানেলের চাহিদা মিটিয়ে স্যাটেলাইট অন্যান্য দেশের টিভি চ্যানেলের জন্য ভাড়া দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারবে। যেখানে ফাইবার অপটিক ক্যাবল যায়নি, সেখানে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে শুধু ডাটা না, ভয়েসও দেয়া যাবে। সম্প্রচার, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বা দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, যেখানে ফাইবার অপটিক দিয়ে ইন্টারনেট সেবা দেয়া কঠিন, সেসব জায়গায় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে খুব সহজেই পৌঁছানো সম্ভব হবে। এছাড়াও যোগাযোগ স্যাটেলাইট তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। দুর্যোগের সময় ভূমিকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অকার্যকর থাকলেও স্যাটেলাইট তখন কার্যকর থাকে। শুধু তা-ই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে-পরেও স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম আগামী আগস্ট মাস থেকে শুরুহবে। টিউনিংয়ের পরেই এটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উপযোগী হবে। আর এটা করতে আগস্ট মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

তৃণমূল ভাবনায় সংসদ প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রণজিত দাস

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মুখোমুখি হয় তৃনমূল ভাবনায় সংসদ প্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ বিষয় নিয়ে। তৃণমূল ভাবনায় কথা বলেছেন একজন নিরাপত্তাকর্মী মানিকগঞ্জ হরিরামপুরের রনজিত দাস, একজন চাকুরীজীবি মাদারীপুরের সিয়াম, একজন রিক্সাচালক ফজলতোলিয়ার ফরহাদ এবং পান দোকানদার নাগেশ্বরীর সালাউদ্দিন।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কী কাজ করেন ?

রণজিত দাস : আমি একজন নিরাপত্তারক্ষী।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায় ?

রণজিত দাস : মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কি কখনো ভোট দিয়েছেন

রণজিত দাস : হ্যাঁ ভোট দিয়েছি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকায় কি উন্নয়ন হয়েছে ?

রণজিত দাস : উন্নয়ন কিছু হয়েছে। রাস্তাঘাট, ব্রীজ হয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার দৃষ্টিতে একজন এমপির শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু থাকা উচিৎ ?

রণজিত দাস : এমএ পাশ।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি জনপ্রতিনিধি হিসাবে

কেমন প্রার্থী আশা করছেন ?

রণজিত দাস : যিনি ভালো কাজ করবেন, নিজের যোগ্যতার প্রমান দিবেন তাকে ভোট দিবো।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কী কাজ করেন ?

সিয়াম : আমি চাকুরী করি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার নির্বাচনী এলাকার কোনটি ?

সিয়াম : মাদারীপুর।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনাদের এলাকার জনপ্রতিনিধি কে

সিয়াম : আমি জানি না।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে কি জানেন ?

সিয়াম : পুকুর খনন, রাস্তা-ঘাট ও ব্রীজ হয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধির দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কেমন

সিয়াম : তারা যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করে না।

সিয়াম

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকার সংসদ প্রতিনিধিকে কতটুকু শিক্ষিত দেখতে চান ?

সিয়াম : উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থী চাই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ প্রতিনিধি কেমন যোগ্যতা সর্ম্পূণ হওয়া দরকার ?

সিয়াম : সৎ ও চরিত্রবান হওয়া দরকার।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কী কাজ করেন ?

ফরহাদ : আমি একজন রিক্সাচালক।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায় ?

ফরহাদ : ফজলতোলিয়া

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকার সংসদ প্রতিনিধি কে ?

ফরহাদ : মইনউদ্দীন

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধির দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কেমন

ফরহাদ : আমিতো মনে করি তারা প্রতিশ্রতি পূরণ করে না। এমনকি তারা ভোটের পরে দেখাও করে না।উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলো তার অর্ধেক কাজ হয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বলবেন-কি ?

ফরহাদ : রাস্তা-ঘাট, কালভাট ও বিভিন্ন সময় ত্রাণের চাল ডাল দিয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার নির্বাচনী এলাকার কি কি প্রত্যাশা এখনো পূরণ হয়নি

ফরহাদ : অনেক কিছুই পূরণ হয়নি। রাস্তা-ঘাট এখনো ভাঙ্গা আছে, সেগুলো সংস্কার করা দরকার।

ফরহাদ

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার চোখে একজন এমপি'র শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু থাকা উচিৎ বলে মনে করেন?

ফরহাদ : পাকিস্তান আমলে ৮ম শ্রেণি পাশ হলেও চলতো কিন্তু আমি মনে করি এখন ডিগ্রী পাশও একজন এমপি'র শিক্ষাগত যোগত্যার জন্য কম হয়ে যায়।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ প্রতিনিধি কেমন যোগ্যতা সর্ম্পূণ হওয়া দরকার ?

ফরহাদ : আমরা তাদেরকে চাই, যারা জনগনের সেবা করবে, উন্নয়নমূলক কাজ করবে, তাদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চাই।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনি কী কাজ করেন ?

সালাউদ্দিন : আমি চা-পানের দোকান করি।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার গ্রামের বাড়ি কোথায় ?

সালাউদ্দিন : নাগেশ্বরী।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকার সংসদ প্রতিনিধি কে সালাউদ্দিন: মোরশেদ আলম

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধির দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কেমন?

সালাউদ্দিন

সালাউদ্দিন : আমাদের এলাকায় তো করে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বলেন ?

সালাউদ্দিন : রাস্তা-ঘাট হয়েছে, ব্রিজ হয়েছে।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : আপনার এলাকার সংসদ প্রতিনিধিকে কতটুকু শিক্ষিত দেখতে চান?

সালাউদ্দিন : ভালো।

দ্য পার্লামেন্ট ফেইস : একজন সংসদ প্রতিনিধি কেমন যোগ্যতা সর্ম্পূণ হওয়া দরকার ?

সালাউদ্দিন : ভালো মানুষ হওয়া দরকার।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ

নাজনীন নাহার

অর্মত্য সেনের মতে, নানা আর্থসামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের পক্ষে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে মূলত নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্য।

"নারী" -ছোট্ট একটি শব্দ অথচ একজন মানুষের জন্ম থেকে বেড়ে উঠা , মমতায়, ভালোবাসায় , নির্ভরতায় , কন্যা ,জায়া আর জননীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আজ সহকর্মী, পেশাজীবি কিংবা ব্যবসায়ী। তবে বহুযুগ ধরে নারীর পরিচয় ছিল অন্তপুরে, নিজের কাছে নিজেই ছিল অচেনা। এই অন্তপুরবাসীদের নারীর জীবন পথ-হাটতে আর নিজেকে চিনতে প্রয়োজন ছিল শিক্ষা আর এটা উপলদ্বি করে হাত বাড়িঁয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আর এক নারী "বেগম রোকেয়া"। মেয়রা আজ তাই আর অবরোধ বাসীনি নয়, নয় কেবল দূর্গেশনন্দীনি তারা আজ অবনী হতে আকাশ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেছে মহাকাশে। তাই বলে কি বলতে পারি, নারী তুমি আজ তুমি কিংবা সকল অধিকার হয়ে গেছে অর্জন বা তুমি আজ মানুষ হিসাবে মানুষের সকল অধিকারে সমান অধিকারী? তোমার ক্ষমতায়নে পিছিয়ে নেই তুমি। গৃহ নেতৃত্বে আছো না গৃহ কর্মে? সহকর্মী না অধিনস্ত? নীতি নির্ধারনী নাকি নীতি মেনে চলা? সিদ্বান্ত গ্রহনের যে অধিকার তার বাস্তবায়ন বা মতামত প্রদানের যে স্বাধীনতা অথবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার কতটুকু অর্জিত? যতটা আজ এগিয়েছে নারী তার চেয়ে বেশী এগুবার যোগ্যতা রাখে আজকের নারী, যোগ্যতা রাখে সঠিক ক্ষমতায়নে । তাহলে সমস্যা কোথায়? আচ্ছা অজর্ন গুলোই কি জানি বা ক্ষমতায়ন ?

ক্ষমতায়ন কি?

ক্ষমতায়ন বলতে সাধারনত সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা,অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রনকে বোঝায়।নারীর ক্ষমতায়নকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমনথ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। এর পূর্ণ ব্যাখ্যায় বলা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, অভিগম্যতা, নিয়ন্ত্রণ এবং সমতার ভিত্তিতে সুফল ভোগে নারীর পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সামাজিক ক্ষমতায়ন বলতে নারীর অধিকার ভোগের বিষয়টি প্রথমে আসে। সমাজে নারী কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সে ভূমিকা পালনে তার ক্ষমতার চর্চা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টি বোঝায়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হলো রাজনীতি চর্চায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ। ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলে সমতার জায়গা অর্জন কতটুকু নিশ্চিত তা বোঝায়। এসব জায়গায় নারী বৈষম্যের শিকার বলে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন একই অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেজন্য ক্ষমতায়নের ধারণা পুরুষের জন্য এক রকম, নারীর জন্য অন্য রকম। নারীর ক্ষমতায়ন সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রধান দিক।

নারীর ক্ষমতায়ন ও বর্তমান বাংলাদেশ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু নারীর অগ্রযাত্রাকে স্থায়ী

রূপ দিতে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা অন্তর্ভুক্ত করেন। নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সংসদে নারীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকার নারী আসন সংখ্যা ৫০এ উন্নীত করেছে। বর্তমানে জাতীয় সংসদে ৭০ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন, যা মোট সদস্যের শতকরা ২০ ভাগ। এক সম্মেলনে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলেন, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বিশ্বে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সংসদ নেতা ও সরকার প্রধান একজন নারী। সংসদ উপনেতা ও বিরোধীদলীয় নেতা নারী। সংসদের স্পীকারও এক জন নারী। মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ ৬ জন নারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন। স্থানীয় সরকারেও প্রায়১৪ হাজার ২শ' নারী নির্বাচিত হয়েছে জনসেবা করছেন। এই অর্জন অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। নারী উন্নয়নে নীতি প্রণীত হয়েছে। এর আওতায় বিভিন্ন সংস্থা নারী উন্নয়নে কেন্দ্রিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। বাজেট বরাদ্দের শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ নারী উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। মাতৃকালীন ছুটি বাড়িয়েছে ৬ মাস করা হয়েছে।' শুধু দেশে নয় সারাবিশ্ব এখন নারীদের ক্ষমতায়নের সুফল ভোগ করছে। অনেক নারী এখন বিশ্ব-নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ছাড়াও মালালা, অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, হিলারি ক্লিনটন, মিশেল ওবামা, সোনিয়া গান্ধী, অং সান সুচি, ক্রিস্টিনা ফার্নান্দেজ, দিলমা রুসেফ, অফরাহ উইনফে, শেরি স্যান্ডবার্গ ও ইন্দ্রা নুয়ি ছাড়া আরও অনেক প্রভাবশালী নারীর কথা বলা যায়। আবার '৪৭-পরবর্তী সময়ে বাংলার নারী-জাগরণের সূচনায় যাঁদের অনবদ্য অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে হয় তাঁদের মধ্যে সুফিয়া কামাল, নূরজাহান বেগম প্রমুখ উলেখযোগ্য। তাঁরা সম-অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মাধ্যমে এনজিও-ভিত্তিক নারী-আন্দোলনের বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব-নেত্রীবর্গের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, রানি ভিক্টোরিয়া, জোয়ান অব আর্ক, অ্যান ফ্রাংক, মার্গারেট থ্যাচারসহ আরও অনেকের কথা বলা যায়। আর্থিক সমৃদ্ধায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে নারীদের কী ভূমিকা তা অনুধাবনের জন্য অমর্ত্য সেনের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। অর্মত্য সেনের মতে, নানা আর্থসামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের পক্ষে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে মূলত নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্য। 'অ্যান আনসার্টেন গে-রি, ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস কনট্রাডিকশন্স' (২০১৩) প্রবন্ধে অমর্ত্য সেন বলেছেন, "বাংলাদেশের বেগবান নারী-আন্দোলন, সক্রিয় এনজিও-কার্যক্রম ও বেইজিং-পরবর্তী বিশ্ব-নারী-উন্নয়ন এজেন্ডার প্রভাবে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশ সরকারের নারী উন্নয়ন নীতি ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর কৌশলের লক্ষ্যে যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে, তার মাধ্যমে বাংলার নারীজীবনে এক নীরব বিপ-বের সূচনা ঘটে, যাকে বিশ্বব্যাংক আখ্যা দিয়েছে 'হুইসপার

টু ভয়েসেস' (২০০৮)। দেশে বিভিন্ন স্তরে নারী ক্ষমতায় বেড়েছে যা উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক:

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম পর্যায় ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণের চেষ্টা বা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। আশির দশকে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা চরম দারিদ্র্য মোকাবিলা করে উপার্জনের পথ খুঁজে পায়। পরবর্তী সময়ে ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে শুরু করে। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৬ মিলিয়নের মতো দরিদ্র মানুষ উন্নয়নের পথ খুঁজে পায়।৩৪ এ ঋণগ্রহীতাদের ৯৭ শতাংশের অধিক নারী, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক হার ১ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে আসে। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূর করে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ সব দেশকে পেছনে ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের আর্থিক সমৃদ্ধিতে জাতি বহুলাংশে নারীদের কাছে ঋণী।আমাদের শক্তিশালী অর্থনীতিতে নারীদের ভূমিকা রয়েছে। আমরা সরকারি কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করছি, যেখানে নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা নারীদের নির্দেশনায় বহু প্রকল্পও আরম্ভ করেছি। আমাদের অবকাঠামো, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা রয়েছে, এমনকি আমাদের সামরিক বাহিনীতেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে, পোশাকশিল্পে নারীদের অবদান অপরিসীম।

সিদ্বান্ত গ্রহনের যে অধিকার তার বাস্তবায়ন বা মতামত প্রদানের যে স্বাধীনতা অথবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার কতটুকু অর্জিত? যতটা আজ এগিয়েছে নারী তার চেয়ে বেশী এগুবার যোগ্যতা রাখে আজকের নারী, যোগ্যতা রাখে সঠিক ক্ষমতায়নে ।

সামাজিক:

আমরা আমাদের সমাজকে ক্ষমতায়ন করেছি, আর এ সমাজের মাধ্যমে নারীরাও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে নারী শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ও উন্নয়নে হয়েছে। নারী শিক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে নারী উন্নয়নে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। তাদের জীবন মানের উন্নয়নে হয়েছে। তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। নারীরা এখন অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল। নারীরা এখন অর্থনীতিসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারছে। কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছে। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছেছে। বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এর গতি অত্যন্ত মন্থর। বর্তমান সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাতায় প্রায় ৩৩ লাখ দরিদ্র, দুস্থ, বিধবা ও বয়স্ক নারীকে মাসিক ভাতা দেয়া হচ্ছে। তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২ লাখেরও বেশি দরিদ্র গর্ভবতী মা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাকে মাসিক ভাতা দেয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের সমাজের অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। দুস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের ৯ লাখ ২০ হাজার নারীকেযে এই কর্মসূচীর আওতাতায় আনা হয়েছেছে। নারী দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক:

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বিশ্বে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সংসদ নেতা ও সরকার প্রধান একজন নারী। সংসদ উপনেতা ও বিরোধীদলীয় নেতা নারী। সংসদের স্পীকারও এক জন নারী। মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ ৬ জন নারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন।

স্থানীয় সরকারেও প্রায়১৪ হাজার ২শ' নারী নির্বাচিত হয়েছে জনসেবা করছেন। এই অর্জন অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও নারী পুলিশরা শান্তিরক্ষী হিসেবে অবদান রাখছেন। সরকারী চাকরিতে নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে শতকরা ৬০ ভাগ নারী কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা ঃ

এতদ উন্নয়ন সত্বেও নারীর ক্ষমতায়ন আশানুরুপ নয় কেননা দেশের ৫০% এর অধিক জনসংখ্যাই নারী , তাদের মধ্যে সামান্য সখ্যংক নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র দিয়ে পুরো গোষ্ঠীকে বিচার করা যাবে না। এগুতে হবে বহুদূর। এ ক্ষমতায় অর্জনে

এখও রয়েছে প্রতিবন্ধকতা এর মাঝে উলেখযোগ্য হলো ১. প্রচলিত মূল্যবোধ ও আইনের সীমাবদ্বতা ২.পশ্চাৎপদ রক্ষনশীল ধমার্ন্ধ মানসিকতা।

১. প্রচলিত মূল্যবোধ ও আইনের সীমাবদ্বতা:

ক. প্রচলিত মূল্যবোধ ও আইনের সীমাবদ্ধতা : সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ নারীকে পুরুষের অধিনেস্ত করে রাখে। শিশুবয়স থেকেই নারী দেখে সমাজে পুরুষদের প্রভাব। শিশুকাল থেকেই সে আচার-আচরণ, পোশাক, চলাফেরা ও কথা বলার ধরন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নধর্মী নিয়মের জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। পিতৃতন্ত্রের পক্ষে এমন সব মূল্যবোধ তৈরি হয় যা নারীকে ছুড়ে ফেলে দেয় অন্ধকার আবর্তে। নারী শিক্ষার সুযোগ পায় না, স্বাবলম্বী হতে পারে না; সর্বোপরি আর্থিক বা মানসিকভাবে তাকে পুরুষের উপর নিভ্রশীল হয়ে থাকতে হয়।

প্রচলিত আইনও নারীর বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। সংবিধানে নারী-পুরুষের সম অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ হচ্ছে না। যৌতুক, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতি অপরাধে শাস্তির বিধান থ াকলেও আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায় অপরাধী। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব- সব ক্ষেত্রেই আইনের কাঠামোগত দুর্বলতায় নারী হয় বঞ্চিত। দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে যে সন্তানকে সে জন্ম দেয়, বড় করে, সে সন্তানের অভিভাবকত্ব পায় না নারী। সম্প্রতি বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নামের বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে। সম্পত্তির ক্ষেত্রে মুসলিম আইনে নারী পুরুষের অর্ধেক পায়, হিন্দু নারীরা কিছুই পায় না।

খ. পশ্চাৎপদ রক্ষণশীল ধর্মান্ধ মানসিকতা : সমাজে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন কিছু লোক নারীকে সর্বক্ষেত্রে অবদমিত করে রাখতে চায়। নারীমুক্তিকে তারা ধর্মের চরম অবমাননা বলে ভাবে। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নিয়মের জালে তারা নারীসমাজকে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। আজও গ্রামবাংলার বহু নারী রক্ষণশীল ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন কিছু লোকের ফতোয়ার শিকার। এটি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

এছাড়াও প্রচার মাধ্যমগুলোতে নারীকে সবসময় পুরুষের অধস্তন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বিজ্ঞাপন চিত্রে অহেতুক নারীর উপস্থিতি টেনে আনা হয়। চলচ্চিত্র কিংবা নাটনে নারীকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন শাড়ি কিংবা গয়না ছাড়া নারীদের আর কিছুই চাইবার নেই। গণমাধ্যমে নারীকে হীনভাবে উপস্থাপন করার জন্যে নারীরাও অনেকাংশে দায়ী।

সমাধানের উপায়

বর্তমান সরকার নারী বান্বব, এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সমাধানের পথে।ক্ষমতায়নকে মানবিক অভিধায় ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা। শিক্ষা, মূল্যবোধ, সততা, নৈতিকতা, সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস মূল্যবোধ, দৃ ষ্টিভঙ্গি ঐতিহ্যকে বিবেচনায় না এনে কোনো প্রক্রিয়াতেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। আধিপত্যশীল সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন লাভের জন্য আগে নিজেকে সচেতন হতে হবে। ক্ষমতায়ন লাভের যে পূর্বশর্তগুলো সেগুলো অর্জন করতে হবে। যারা ক্ষমতায়ন লাভ করবে তাদের সচেতনতার পাশাপাশি সমাজে যারা চিন্তাশীল মানুষ আছেন, যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন তাদেরও সচেতন হতে হবে। সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নারী

সমাজের জীবনের বাস্তব দিকগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তার অবস্থান কোথায় তা তাকে উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামোগত সংস্কার হয়নি। তথাপি বাংলাদেশের নারীরা থেকে থাকেনি। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে তারা এগিয়েছে অনেকদূর। নারীর প্রতি সহিংস আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মোটেই কাম্য নয়। নানা বাধা বিপত্তি উতরিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ক্ষমতায়ন লাভের যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দেশের ভেতরে-বাইরে সর্বত্র সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। সম্মিলিতভাবে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। বিশ্ব অঙ্গনে নারীর ভূমিকা বাড়াতে হবে। এরকম পরিবেশ দিতে পারলে, আমি বিশ্বাস করি যে, নারীরা সবকিছুই করতে সক্ষম হবে। এটা অলৌকিক কিছু নয়- এটাই বাস্তবতা। নারীরা সাধারণত কাজকর্ম ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রফেশনাল, তাই কোনো কাজে তারা যত আন্তরিক পুরুষেরা তত আন্তরিক হতে পারে না। তাদের এ অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

ক. নারীর স্বার্থ রক্ষাকারী আইন প্রবর্তন : বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তান ধারণে পূর্ণ স্বাধীনতা, সম্পত্তিতে সম অধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সনাতন আইন পালটে নারী-পুরুষের সমান স্বার্থ রক্ষাকারী আইন প্রবর্তন করতে হবে।

খ. শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ : নারীকে নিজ নিজ অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। নারীকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী সতামতের প্রাধান্য দিতে হবে।

গ. প্রচার মাধ্যমগুলোতে নারীকে সম্মানজনকভাবে উপস্থাপন : প্রচার মাধ্যমে নারীকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা চলবে না। যথাযোগ্য সম্মানের সাথে এবং রুচিসম্মতভাবেই গণমাধ্যমগুলোতে আসবে নারী চরিত্র।

ঘ. নারীর কাজের স্বীকৃতি : নারীকে তার কাজের যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে। সন্তান লালন ও গৃহস্থালি কাজকে কিছুতেই ছোট করে দেখা চলবে না। বরং পুরুষকেও এসব কাজে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে যাতে নারী-পুরুষ উভয়ই ঘরে-বাইরে সমানভাবে কাজে অংশ নিতে পারে।

ঙ. রক্ষণশীল মানসিকতার পরিবর্তন : ধর্মকে পুঁজি করে রক্ষণশীলদের যে ফতোয়াবাজি তা বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

পরিশেষে বলব নারীর ক্ষমতায়ন বাড়াতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। সময় এসেছে নারীকে আরও এগিয়ে নেওয়ার। এ বিষয়টা মাথায় রেখেই আমাদের এগোতে হবে। কেউ যদি মনে করেন নারীকে অবহেলিত রেখেই সমাজের ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব- সেটা কখনও চিন্তা করাও উচিত হবে না।

কারণ পুরুষের সাফল্যের পেছনেও রয়েছে নারীর অবদান। তাই এই নারীসমাজকে এখন আর পেছনে থেকে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজে না লাগিয়ে তাদেরকেও সামনের দিকে নিয়ে এসে সরাসরি কাজে লাগাতে হবে। সম্মানের আসনে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। কোনো নারী যাতে নির্যাতিত না হয়- সেটা দেখতে হবে। নারীর সহযোগিতা ছাড়া কোনো জাতি যোগ্য নাগরিক পায় না। তাই নারীর ক্ষমতায়ন মানেই জাতির ক্ষমতায়ন।এঙ্গেলস তাঁর 'অরিজিন অব দ্যা ফ্যামিলি' গ্রন্থে বলেছেন, "নারী মুক্তি তখনই সম্ভব যখন নারীরা সমাজের প্রতিটি কমংকাণ্ডে সমগুরুত্ব নিয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।" আর নারীকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে, নারীর উন্নয়নের জন্যে, এক একথায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্যে দরকার সব ধরনের প্রতিবন্ধকতার অবসান। প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি। নারী স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রদানে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে নারীর ক্ষমতায়নে আর কোনো অপশক্তিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

তথ্য সূত্র ঃ

https://myallgarbage.blogspot.com/2017/10/Women-Empower.html

http://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2015/07/13/41927.php

http://www.goldenfeminabd.com/content/69.html

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

নাজমুল হক প্রধান
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
পঞ্চগড়-১
জন্ম তারিখ- ১৬.০১.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম.এস.এস
পেশা - ব্যবসা
ঠিকানা : গ্রাম-বসুনীয়াপাড়া, ডাকঘর-জগদল, পঞ্চগড়-৫০০০
ই -মেইল: prodhan.jasad@gmail.com,

জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পঞ্চগড়-২
জন্মতারিখ- ০৫.০১.১৯৫৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা -এম.এস.সি, এল.এল.বি
পেশাগত-যোগ্যতা -কৃষি ও আইনজীবী
ঠিকানা - গ্রাম-মহাজনপাড়া, ডাকঘর-ময়দানদিঘী, থানা-বোদা, জেলা-পঞ্চগড়।
ই-মেইল: panchagarh.1@parliament.gov.bd

জনাব রমেশ চন্দ্র সেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লী
ঠাকুরগাঁও-১
জন্মতারিখ : ৩০.০৪.১৯৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ব্যাচেলর ডিগ্রি
পেশা: ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম মন্ডলাদাম, পোঃ রহিয়া, ওয়ার্ড নং-০৯, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।
ই-মেইল: hakurgaon.1@parliament.gov.bd,

আলহাজ্জ মোঃ দবিরুল ইসলাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঠাকুরগাও-২
জন্মতারিখ : ২৯.০৯.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি, এ
পেশাগত যোগ্যতাঃ কৃষি ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-বড়বাড়ি, ডাকঘর+উপজেলা-বালিয়াডাংগী, জেলা-ঠাকুরগাঁও
ই-মেইল: hakurgaon.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী
দল - ওয়ার্কাস পার্টি
ঠাকুরগাঁও-৩
জন্ম তারিখ- ০১.০৭.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
পেশা - অধ্যাপক
ঠিকানা -মহল্লাঃ সহোদর (রাজবাড়ি) ডাকঘর-রানীশংকৈল, জেলা-ঠাকুরগাঁও।
ই -মেইল: ঃ akurgaon.3@parliament.gov.bd

জনাব মনোরঞ্জন শীল গোপাল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দিনাজপুর-১
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ
পেশাঃ সংবাদপত্রের ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ নয়াবাদ, পোষ্ট-কালির হাট, থানা+উপজেলা: কাহারোল, জেলা-দিনাজপুর।
ই -মেইল: dinajpur.1@parliament.gov.bd

জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দিনাজপুর-২
জন্মতারিখ : ৩১.০১.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃভবন নং-৬, ফ্ল্যাট নং-৯০১, সংসদ-সদস্য ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ই -মেইল: dinajpur.2@parliament.gov.bd

জনাব ইকবালুর রহিম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দিনাজপুর-৩
জন্মতারিখ : ১৬.০৮.১৯৬৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ,এম.এ
পেশা: ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-দক্ষিণ মুন্সীপাড়া, ওয়ার্ড-৩, ডাকঘর-দিনাজপুর, থানা-সদর, জেলা- দিনাজপুর-৫২০০।
ই -মেইল: dinajpur.3@parliament.gov.bd

জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দিনাজপুর-৪
জন্মতারিখ : ০৬.০২.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ,এম.এ
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সাধারন কর্মচারি
ঠিকানাঃ কাঞ্চন, এ্যাপার্টমেন্ট এ-৫, বাড়ি নং-১৩, সড়ক নং-১, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।
ই -মেইল: dinajpur.4@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দিনাজপুর-৫
জন্মতারিখ : ২৯.১১.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশা : ব্যবসা
ঠিকানা ঃ মহল্লা-পশ্চিম গৌরীপাড়া, ডাকঘর+উপজেলা -ফুলবাড়ি, জেলা-দিনাজপুর।
ই -মেইল: dinajpur.5@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

নাম- জনাব মোঃ শিবলী সাদিক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দিনাজপুর-৬
জন্ম তারিখ- ২৮.০৮.১৯৮২
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.এস.এস
পেশা - কৃষি ও ব্যবসা
ঠিকানা - গ্রাম/রাস্তাঃ ইসলামপুর, ডাকঘরঃ আফতাবগঞ্জ, থানাঃ নবাবগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর-৫২৬০।
ই -মেইলঃ dinajpur.6@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আফতাব উদ্দিন সরকার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নীলফামারী-১
জন্ম তারিখ- ০৬.০৪.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এইচ.এস.সি
পেশা - ব্যবসা
ঠিকানা - গ্রামঃ বাবুরহাট, ডাকঘর-ডিমলা, উপজেলা-ডিমলা, জেলা-নীলফামারী।
ই-মেইলঃ nilphamari.1@parliament.gov.bd

জনাব আসাদুজ্জামান নূর
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নীলফামারী-২
জন্মতারিখ : ৩১.১০.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ব্যাচেলর ডিগ্রি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-শহীদ আলী হোসেন সড়ক, টাউন মৌজা (অংশ), নীলফামারী সদর।
ই -মেইলঃ nilphamari.2@parliament.gov.bd

জনাব গোলাম মোস্তফা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নীলফামারী-৩
জন্ম তারিখ- ৩১.০১.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
পেশা - শিক্ষকতা এবং সম্পাদক ও প্রকাশক
ঠিকানা -গ্রামঃ জলঢাকা কলোসপাড়া, মৈত্রী কলেজপাড়া, জলঢাকা, নীলফামারী।
ই-মেইলঃ nilphamari.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ শওকত চৌধুরী
দল - জাতীয় পার্টি
নীলফামারী-৪
কার্যকাল - প্রথম
ঠিকানা - যমুনা লেন, বাঙ্গালীপুর নিজপাড়া, ডাকঘরঃ সৈয়দপুর, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলা-নীলফামারী।
ই-মেইলঃ ilphamari.4@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন
লালমনিরহাট-১
জন্মতারিখ : ১৯.১২.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি, এসসি
পেশাঃ রাজনীতি ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-বড়খাতা, উপজে-লা-হাতীবান্ধা, জেলা-লালমনিরহাট।
ই -মেইলঃ lalmonirhat.1@parliament.gov.bd

জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
লালমনিরহাট-২
জন্মতারিখ : ০৩.০১.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রামঃ কাশিরাম, ডাকঘরঃ করিমপুর, উপজেলা-কালিগঞ্জ, জেলা-লালমনিরহাট।
ই -মেইলঃ lalmonirhat.2@parliament.gov.bd

জনাব আবু সালেহ মোহাম্মদ সাঈদ (দুলাল)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
লালমনিরহাট-৩
জন্মতারিখ : ৩০.০৩.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিয়ার (বুয়েট)
পেশাঃ ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ পুর্ব দালালপাড়া, ডাকঘরঃ তিস্তা, গোকুন্ডা, লালমনিরহাট সদর।
ই -মেইলঃ lalmonirhat.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা
দল - জাতীয় পার্টি
রংপুর-১
জন্ম তারিখ- ২২.০৭.১৯৫৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.কম
পেশা - পরিবহন ব্যবসা
ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ
(ক) 'মজিয়া মহল', দক্ষিণ গুপ্তপাড়া, রংপুর সদর।
ই -মেইলঃ rongpur.1@parliament.gov.bd

জনাব আবুল কালাম মোঃ আহ্সানুল হক চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রংপুর-২
জন্ম তারিখ- ০৬.১০.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.এ এলএলবি, এম.এ
পেশা - কৃষি/ব্যবসা
ঠিকানা - স্টেশন রোড, ডাক+উপজেলাঃ বদরগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
ই-মেইলঃ rongpur.2@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
দল - জাতীয় পার্টি
রংপুর -৩
জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশা: রাজনীতি
ঠিকানা:পল্লী নিবাস দর্শনা, রংপুর।
ই -মেইল: dhaka.17@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী
দল - জাতীয় পার্টি
কুড়িগ্রাম-২
কার্যকাল: সপ্তম
ঠিকানাঃ সবুজ পাড়া, মালেকা মঞ্জিল, কুড়িগ্রাম।
ই -মেইল: kurigram.2@parliament.gov.bd

জনাব টিপু মুনশি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রংপুর-৪
জন্মতারিখ : ২৫.০৮.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
পেশা: ব্যবসা
ঠিকানা: গ্রাম-গুয়াবাড়ি, পোঃ+থানাঃ পীরগাছা, জেলা-রংপুর।
ই -মেইল: rangpur.4@parliament.gov.bd

জনাব এ, কে, এম মাঈদুল ইসলাম
দল - জাতীয় পার্টি
কুড়িগ্রাম-৩
জন্মতারিখ : ০১.০৫.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ শিল্পপতি
ঠিকানাঃ দয়ালপাড়া, ডাকঘর-উলিপুর, কুড়িগ্রাম-৫৬২০।
ই -মেইল: kurigram.3@parliament.gov.bd

জনাব এইচ, এন আশিকুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রংপুর-৫
জন্মতারিখ : ১১.১২.১৯৪১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-ফরিদপুর, উপজেলা-মিঠাপুকুর, জেলা-রংপুর।
ই -মেইল: rangpur.5@parliament.gov.bd

মোঃ রুহুল আমিন
দল - জাতীয় পার্টি (জেপি)
কুড়িগ্রাম-৪
জন্ম তারিখ- ১১.০২.১৯৫৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস.এস.সি
পেশা - কৃষি
ঠিকানা - স্থায়ী ও অস্থায়ীঃ
গ্রাম: বারবন্ধা, রৌমারী, জেলা-কুড়িগ্রাম।
ই-মেইল: kurigram.4@parliament.gov.bd

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রংপুর ৬
জন্মতারিখ : ০৬.১০.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পি.এইচ.ডি (আইন)
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ এ্যাপার্টমেন্ট-৪/ই, বাড়ি নং-৫২, সড়ক-১৬ (নতুন), ২৭(পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।
ই -মেইল: rangpur.6@parliament.gov.bd

Golam Mostofa Ahmed
Party -Bangladesh Awami League
Gaibandha-1
Permanent Address -Sundorgonj, Gaibandha
e-mail: Gaibandha.1@parliament.gov.bd

জনাব এ, কে, এম মোস্তাফিজুর রহমান
দল - জাতীয় পার্টি
কুড়িগ্রাম-১
জন্মতারিখ : ০৩.০১.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইস.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-দেওয়ানের খামার, উপজেলা-ভুরুঙ্গামারী, জেলা-কুড়িগ্রাম।
ই-মেইল: kurigram.1@parliament.gov.bd

মাহাবুব আরা বেগম গিনি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাইবান্ধা-২
জন্মতারিখ : ০১.০৮.১৯৬১
শিক্ষাগতযোগ্যতাঃ বি.এস.এস, এম.এস.এস, বি.এড
পেশা: ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ থানাপাড়া, গাইবান্ধা সদর।
ই-মেইল: gaibandha.2@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব ইউনুস আলী সরকার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাইবান্ধা-৩
জন্ম তারিখ- ১৫.০৬.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম.বি.বি.এস; ডি.এ, আই.পি.জি.এম.এন্ড.আর
পেশা - চিকিৎসক
ঠিকানা - গ্রাম-ভাতগ্রাম, ডাকঘর-ভাতগ্রাম, উপজেলা-সাদুল্লাপুর, জেলা-গাইবান্ধা-৫৭
ই-মেইল: gaibandha.3@parliament.gov.bd

জনাব আবুল কালাম আজাদ
দল - স্বতন্ত্র
গাইবান্ধা-৪
জন্ম তারিখ- ২৩.০৮.১৯৫৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম.এস.সি (ভূগোল)
পেশা - অধ্যক্ষ, মৎস চাষ, গো-খামার, কৃষি
ঠিকানা - কুঠিবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।
ই-মেইল: gaibandha.4@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী মিয়া
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাইবান্ধা-৫
জন্মতারিখ : ১৫.০৪.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-গটিয়া, উপজেলা-সাঘাটা, জেলা-গাইবান্ধা।
ই -মেইল: gaibandha.5@parliament.gov.bd

জনাব সামছুল আলম দুদু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
জয়পুরহাট-১
জন্ম তারিখ- ১০.১১.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম.এ, এল.এল.বি
পেশা - গরুর খামার, মৎস্য চাষ, স্টক বিজিনেস
ঠিকানা - গ্রাম: পূর্ব বালিঘাটা, ডাকঘর+উপজেলা-পাঁচবিবি, জেলা-জয়পুরহাট-৫৯১০।
ই -মেইল: jaipurhat.1@parliament.gov.bd

জনাব আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
জয়পুরহাট-২
জন্ম তারিখ- ২১.০৯.১৯৬৯
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম.এ (বাংলা)
পেশা - ব্যবসা
ঠিকানা -টিএন্ডটি পাড়া, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।
ই-মেইল: jaipurhat.2@parliament.gov.bd

জনাব আব্দুল মান্নান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বগুড়া-১
জন্মতারিখ : ১৯.১২.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি (এজি)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ হোল্ডিং নং ৪-৭৯ গ্রাম-হিন্দুকান্দী, পো: সারিয়াকান্দ, বগুড়া-৫৮৩০
ই-মেইল: bogra.1@parliament.gov.bd

জনাব শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ
দল - জাতীয় পার্টি
বগুড়া-২
জন্ম তারিখ- ১৩.০৩.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.কম
পেশা - ব্যবসা
ঠিকানা - গ্রাম: মহাস্থান, ডাকঘর-মহাস্থান জাদুঘর, শিবগঞ্জ, জেলা-বগুড়া।
ই-মেইল: bogra.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার
দল - জাতীয় পার্টি
বগুড়া-৩
জন্ম তারিখ- ০১.০৭.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এল.এল.বি
পেশা -আইনজীবী
ঠিকানা - গ্রাম: বড় নিলাহালী, পো: চামরুল, থানা-দুপঁচাচিয়া, জেলাঃ বগুড়া।
ই-মেইল: bogra.3@parliament.gov.bd

জনাব এ, কে, এম, রেজাউল করিম তানসেন
দল - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
বগুড়া-৪
জন্ম তারিখ- ০৭.০২.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.এ (অনার্স)
ঠিকানা - মালতীনগর (অংশ), ৭নং ওয়ার্ড, শহীদ খোকন রোড, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।
ই-মেইল: bogra.4@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ হাবিবর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বগুড়া-৫
জন্মতারিখ : ৩১.০১.১৯৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এম.এ
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা
ঠিকানাঃ গ্রাম-জালশুকা, ডাকঘর-পেচিবাড়ি, থানা-ধুনট, জেলা-বগুড়া।
ই-মেইল: bogra.5@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম ওমর
দল - জাতীয় পার্টি
বগুড়া-৬
জন্ম তারিখ- ১৩.০১. ১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.এ
পেশা - ব্যবসা
নারুলী দক্ষিণপাড়া, ডাকঘর, উপজেলা ও জেলাঃ বগুড়া।
ই-মেইল: bogra.6@parliament.gov.bd

জনাব মুহম্মাদ আলতাফ আলী
দল - জাতীয় পার্টি
বগুড়া-৭
ঠিকানা - টীয়রপাড়া, ডাকঘর-সোনারায়, থানা-গাবতলী, জেলা- বগুড়া।
ই-মেইল: bogra.7@parliament.gov

জনাব মোহাঃ গোলাম রাব্বানী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১
জন্ম তারিখ- ০১.০৪.১৯৫৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বি.এ (অনার্স)
পেশা - ব্যবসা, কৃষি, রাজনীতী
ঠিকানা -গ্রামঃ পুখুরিয়া, ডাকঘর-কানসাট, থানা-শিবগঞ্জ, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ই-মেইল: chapainawabganj.1@parliament.gov.bd

জনাব মুহাঃ গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২
কার্যকাল - প্রথম
ঠিকানা -মহল্লা-বিশ্বাসপাড়া, ডাকঘর-রহনপুর, উপজেলা- গোমস্তাপুর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ই-মেইল: chapai nawabganj.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আব্দুল ওদুদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানা- গ্রামঃ মহারাজপুর মিয়াপাড়া, ডাকঘরঃ মহারাজপুর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ই-মেইল: chapainawabganj.3@parliament.gov.bd

জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নওগাঁ-১
জন্মতারিখ : ১৭.০৭.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি
ঠিকানাঃ - গ্রাম-শিবপুর, ডাকঘর-হাজীনগর, উপজেলা-নিয়ামতপুর, জেলা-নওগাঁ।
ই-মেইল: naogaon.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নওগাঁ-২
জন্মতারিখ : ১৩.১২.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাস্টার্স অফ জুরিসপ্রুডেন্স
পেশাঃ আইনজীবী ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাক -বীরগ্রাম, উপজেলা-ধামইরহাট, জেলা-নওগাঁ।
ই-মেইল: naogaon.2@parliament.gov.bd

মোঃ ছলিম উদ্দীন তরফদার
দল - স্বতন্ত্র
নওগাঁ-৩
ঠিকানা -গ্রামঃ আজিপুর, ডাকঘর-স্বরসতী-পুর, থানা- মহাদেবপুর, জেলা-নওগাঁ।
ই-মেইল: naogaon.3@parliament.gov.bd

জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামানিক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নওগাঁ-৪
জন্মতারিখ : ১৬.০২.১৯৪১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ কৃষিকাজ ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-কালিকাপুর, ডাকঘর-চক কালিকাপুর, উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ।
ই-মেইল: naogaon.4@parliament.gov.bd

জনাব মো: আব্দুল মালেক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নওগাঁ-৫
জন্ম তারিখ-১৫.০১.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এম.এস.সি
পেশা - ব্যবসা
ঠিকানা - ৩৪, সমবায় ব্যারাক, উকিলপাড়া, নওগাঁ সদর।
ই-মেইল: naogaon.5@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নওগাঁ-৬
জন্মতারিখ : ১৩.০৩.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বিএ, এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-ঝিনা, ডাকঘর-গোনা, উপজেলা-রাণীনগর, জেলা-নওগাঁ।
ই-মেইল: naogaon.6@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রাজশাহী- ৫
জন্মতারিখ : ২১.১০.১৯৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-দূর্গাপুর বিড়ালদহ, ডাকঘর-শিবপুরহাট, উপজেলা-পুঠিয়া, জেলা-রাজশাহী।
ই-মেইল: rajshahi.5@parliament.gov.bd,

জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রাজশাহী-১
জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৬০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি (অর্নাস)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৩৪৫, সাগরপাড়া, ডাকঘর-ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬১০০।
ই-মেইল: rajshahi.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রাজশাহী -৬
জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ -গ্রাম- চকসিংগা, ডাকঘর- আড়ানী, উপজেলা- বাঘা, জেলা- রাজশাহী।
ই-মেইল: rajshahi.6@parliament.gov.bd,

জনাব ফজলে হোসেন বাদশা
দল - বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি
রাজশাহী- ২
জন্মতারিখ : ১৫.১০.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ এ/১৫৮, হড়গ্রাম, ডাক-রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া, রাজশাহী।
ই-মেইল: rajshahi.2@parliament.gov.bd ,

জনাব মোঃ আবুল কালাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নাটোর-১
জন্মতারিখ: ২৫/০৭/১৯৫৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবি
ঠিকানাঃ গ্রাম-চকশোড মিলকীপাড়া, ডাকঘর-আব্দুলপুর, থানা- লালপুর, জেলা-নাটোর।
ই-মেইল: natore.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আয়েন উদ্দিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রাজশাহী-৩
জন্মতারিখ: ১০.১২.১৯৭৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ (হিসাব ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ)
পেশাঃ ব্যাবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-মহিষকুন্ডি, পোঃ-গোছা, থানা-মোহনপুর, জেলা-রাজশাহী।
ই-মেইল: rajshahi.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম শিমুল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নাটোর-২
জন্মতারিখ : ০৩.০৭.১৯৭৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার ও সরবরাহকারী
ঠিকানাঃ কান্দিভিটুয়া, নাটোর সদর, নাটোর-৬৪০০।
ই-মেইল: natore.2@parliament.gov.bd

জনাব এনামুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রাজশাহী- ৪
জন্মতারিখ : ২১.১০.১৯৬৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার ও এম.বি.এ
পেশাঃ কৃষি ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-সাঁকোয়া, পোস্টঃ কামারবাড়ি, থানাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী।
ই-মেইল: rajshahi.4@parliament.gov.bd,

জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নাটোর-৩
জন্মতারিখ : ১৭.০৫.১৯৮০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ বাসা/হোল্ডিং-৬৭০, গ্রাম/রাস্তা-সিংড়া কলেজপাড়া, উপজেলা-সিংড়া, জেলা-নাটোর।
ই-মেইল: natore.3@parliament.gov.bd,

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নাটোর-৪
জন্মতারিখ : ৩১.১০.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ কৃষি ও রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম: চাঁনকৈড় বাজারপাড়া, ডাকঘর-চাঁনকৈড়, উপজেলা-গুরুদাসপুর, জেলা-নাটোর।
ই-মেইল: natore.4@parliament.gov.bd

জনাব মোহাম্মদ নাসিম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিরাজগঞ্জ-১
জন্মতারিখ: ০২-০৪-১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশা: রাজনীতি
ঠিকান- গ্রামঃ বেড়ি পোটল, কাজিপুর, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ।
ই-মেইল: sirajganj.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ হাবিবে মিল্লাত
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিরাজগঞ্জ-২
জন্ম তারিখ : ১৫.০১.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এমবিবিএস, এফআর-সিএস
পেশাঃ চিকিৎসক
ঠিকানাঃ গ্রামঃ স্টেশন রোড, সিরাজগঞ্জ-৬৭০০
ই-মেইল: sirajganj.2@parliament.gov.bd

গাজী ম.ম. আমজাদ হোসেন মিলন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিরাজগঞ্জ-৩
জন্মতারিখ : ১১.১১.১৯৪৯
ঠিকানাঃ গ্রাম-তাড়াশ কলেজপাড়া, ডাকঘর+উপজেলা-তাড়াশ, জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ই-মেইল: sirajganj.3@parliament.gov.bd

জনাব তানভীর ইমাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিরাজগঞ্জ-৪
জন্মতারিখ: ০১.০১.১৯৬০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ (মার্কেটিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট)
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম-খান সনতোলা, থানা-উল্লাপাড়া, জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ই-মেইল: sirajganj.4@parliament.gov.bd,

জনাব আঃ মজিদ মন্ডল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিরাজগঞ্জ-৫
জন্মতারিখ : ০৯.০৭.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বশিক্ষায় শিক্ষিত
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-রূপনাই উত্তরপাড়া, ডাকঘর-খুকনী, থানা-শাহাজাদপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০।
ই-মেইল: sirajganj.5@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান স্বপন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিরাজগঞ্জ-৬
জন্মতারিখ : ১৬.০৫.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ দ্বারিয়াপুর, ডাকঘর-শাহজাদপুর, উপজেলা-শাহজাদপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ই-মেইল: sirajganj.6@parliament.gov.bd

জনাব শামসুল হক টুকু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পাবনা-১
জন্মতারিখ : ৩১.০৫.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.কম, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম-বৃশালিখা, উপজেলা-বেড়া, জেলা-পাবনা।
ই-মেইল: pabna.1@parliament.gov.bd

জনাব খন্দকার আজিজুল হক আরজু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পাবনা-২
জন্মতারিখ : ০৭.০৪.১৯৫৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.কম
পেশাঃ রাজনীতি ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর: রাজনারায়নপুর, উপজেলা ভেরা, পাবনা।
ই-মেইল: pabna.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মকবুল হোসেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পাবনা -৩
জন্মতারিখ : ২০.০১.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি
পেশাঃ কৃষি
ঠিকানাঃ গ্রাম-সরদারপাড়া, ডাকঘর+উপজেলা-ভাংগুড়া, জেলা-পাবনা।
ই-মেইল: pabna.3@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

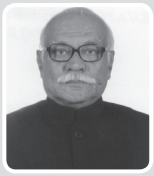

জনাব শামসুর রহমান শরীফ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পাবনা-৪
জন্মতারিখ : ১২.০৩.১৯৪১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ কৃষি
ঠিকানাঃ গ্রাম/রাস্তা-নবাব আলীবর্দী রোড, মধ্য অরণকোলা, ডাকঘর-ঈশ্বরদী, থানাঃ ঈশ্বরদী, জেলাঃ পাবনা।
ই-মেইল: pabna.4@parliament.gov.bd

জনাব গোলাম ফারুক খন্দঃ প্রিন্স
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পাবনা-৫
জন্মতারিখ : ১৪.০১.১৯৬৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস, এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-কৃষ্ণপুর, ডাকঘর+থানা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা।
ই-মেইল: pabna.5@parliament.gov.bd

জনাব ফরহাদ হোসেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মেহেরপুর-১
জন্মতারিখ : ০৫.০৬.১৯৭২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
পেশাঃ শিক্ষকতা
ঠিকানাঃ বোস পাড়া, ২ নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।
ই-মেইল : meherpur.1@parliament.gov.bd

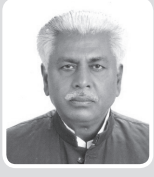

জনাব মোঃ মকবুল হোসেন
দল - স্বতন্ত্র
মেহেরপুর-২
জন্মতারিখ : ১৭.০১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম-গাংনী উত্তর পাড়া, ডাকঘর-গাংনী, ৬নং ওয়ার্ড, গাংনী পৌরসভা, জেলা-মেহেরপুর।
ই-মেইল: meherpur.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ রেজাউল হক চৌধুরী
দল - স্বতন্ত্র
কুষ্টিয়া-১
জন্মতারিখ : ১৬.০৪.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা, কৃষি এবং মৎস চাষ
ঠিকানাঃ গ্রাম-সোনাইকুন্ডি, ডাকঘর-আল্লার দর্গা, উপজেলা-দৌলতপুর, জেলা-কুষ্টিয়া।
ই-মেইল: kushtia.1@parliament.gov.bd

জনাব হাসানুল হক ইনু
দল - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
কুষ্টিয়া-২
জন্মতারিখ : ১২.১১.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর ঃ গোলাপনগর, উপজেলা-ভেড়ামারা, জেলা-কুষ্টিয়া।
ই-মেইল: kushtia.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মাহবুবউল আলম হানিফ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুষ্টিয়া-৩
জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৫৯
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ ৭/৬১, ম. আ. রহিম সড়ক কোর্টপাড়া, সাউথ, কুষ্টিয়া সদর।
B-†gBj: kushtia.3@parliament.gov.bd

জনাব আবদুর রউফ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুষ্টিয়া-৪
জন্মতারিখ : ১২.১১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ বাশঁগ্রাম, ডাক-দুর্ববাচারা, থানা-কুমারখালী, জেলা-কুষ্টিয়া।
ই-মেইল: kushtia.4@parliament.gov.bd

জনাব সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার (ছেলুন)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চুয়াডাঙ্গা-১
জন্মতারিখ : ১৫.০৩.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ১৩৯৩-০০ কবরী রোড, আরাম পাড়া, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০।
ই-মেইল: chuadanga.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আলী আজগার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চুয়াডাঙ্গা- ২
জন্মতারিখ : ১৫.০৯.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৮৩, পুরাতন বাজার, ডাকঘর-দর্শনা, উপজে-লা-দামুরহুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা।
ই-মেইল: chuadanga.2@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোঃ আব্দুল হাই
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঝিনাইদহ-১
জন্মতারিখ : ০১.০৫.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা ও রাজনীতি
ঠিকানাঃ ৬২, দুঃখী মামুদ সড়ক, আরাপপুর, ঝিনাইদহ।
ই-মেইল: jhenaidah.1@parliament.gov.bd

জনাব তাহজীব আলম সিদ্দিকী
দল - স্বতন্ত্র
ঝিনাইদহ-২
জন্মতারিখ :২৩.০৭.১৯৭৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাস্টার্স অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন
পেশা ঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ কাঞ্চনপুর উঃ পাড়া, ঝিনাইদহ সদর-৭৩০০।
ই-মেইল: jhenaidah.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ নবী নেওয়াজ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঝিনাইদহ-৩
জন্মতারিখ : ০৯.০২.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ আয়মন ভিলা, গোডাউন রোড হামিদপুর, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।
ই-মেইল: jhenaidah.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজীম (আনার)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঝিনাইদহ-৪
জন্মতারিখ : ০৩.০১.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি
ঠিকানাঃ গ্রাম-মধুগঞ্জ বাজার, পোঃ নলডাংগা,
উপজেলা- কালীগনঞ্জ, জেলা- ঝিনাইদহ.
ই-মেইল: jhenaidah.4@parliament.gov.bd

শেখ আফিল উদ্দিন
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
যশোর-১
জন্ম তারিখ -০৬.০৫.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম: শার্শা, ডাকঘর-শার্শা, জেলা: যশোর।
e-mail: jessore.1@parliament.gov.bd

জনাব মো: মনিরুল ইসলাম
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
যশোর-২
ঠিকানাঃ সিভিল কোর্ট, মসজিদ রোড,
যশোর।
e-mail: jessore.2@parliament.gov.bd,

কাজী নাবিল আহমেদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
যশোর-৩
জন্মতারিখ: ০৪.১০.১৯৬৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এমএসসি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বাড়ি-৪১, রোড-৬/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
ই-মেইল: jessore.3@parliament.gov.bd

জনাব রণজিত কুমার রায়
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
যশোর- ৪
জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি
ঠিকানাঃ দোহাকুলা উত্তর, বাঘারপাড়া, যশোর-৭৪৭০।
ই-মেইল: jessore.4@parliament.gov.bd

জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য
দল - স্বতন্ত্র
যশোর-৫
জন্মতারিখ : ০২.০২.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ভবন নং-০৪, ফ্ল্যাট নং-৭০৪, সংসদ-সদস্য ভবন,
নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।
ই-মেইল: jessore.5@parliament.gov.bd

ইসমাত আরা সাদেক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
যশোর-৬
জন্মতারিখ : ১২.১২.১৯৪২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ সামাজিক কর্ম
ঠিকানাঃ গ্রাম-ভোগতী, উপজেলা-কেশবপুর, যশোর।
ই-মেইল: Jessore.6@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মে. জে. এ.টি.এম. আবদুল ওয়াহ্হাব (অব:)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৯১ মাগুরা-১
জন্মতারিখ : ২৯.১২.১৯৪৬
ঠিকানাঃ গ্রাম: টুপিপাড়া, পো: খামারপাড়া, থানা: শ্রীপুর, মাগুরা-৭৬১০।
ই-মেইল: magura.1@parliament.gov.bd

শ্রী বীরেন শিকদার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাগুরা- ২
জন্মতারিখ : ১৬.১০.১৯৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ শিকদার ভবন, শিবরামপুর রোড, নতুন বাজার, মাগুরা।
ই-মেইল: magura.2@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ কবিরুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নড়াইল-১
জন্মতারিখ : ৩০.০৬.১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ সামাজ সেবা ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-বেন্দারচর, ডাকঘর-বেন্দা, উপজেলা-কালিয়া, জেলা-নড়াইল।
ই-মেইল: narail.1@parliament.gov.bd

শেখ হাফিজুর রহমান
দল - ওয়ার্কাস পার্টি
নড়াইল-২
জন্মতারিখ : ৩১.০৩.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-লক্ষীপাশা, থানা-লোহাগড়া, জেলা-নড়াইল।
ই-মেইল: narail.2@parliament.gov.bd

শেখ হেলাল উদ্দীন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বাগেরহাট-১
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-চিতলমারী বাজার, ডাকঘর+উপজেলা-চিতলমারী, জেলা-বাগেরহাট।
ই-মেইল: bagerhat.1@parliament.gov.bd

মীর শওকাত আলী বাদশা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বাগেরহাট- ২
জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ,এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ দক্ষিণ জেলখানা রোড, আমলাপাড়া, বাগেরহাট।
ই-মেইল: bagerhat.2@parliament.gov.bd

তালুকদার আব্দুল খালেক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বাগেরহাট-৩
ঠিকানাঃ গ্রাম–ডাকঘরঃ মল্লিকের বেড়,
উপজেলাঃ রামপাল, জেলা বাগেরহাট।
ই-মেইল: bagerhat.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বাগেরহাট- ৪
জন্মতারিখ : ০১.০৮.১৯৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.বি.এস
পেশাঃ ডাক্তার
ঠিকানাঃ গ্রাম-আমলাপাড়া, বাগেরহাট সদর।
ই-মেইল: bagerhat.4@parliament.gov.bd

জনাব পঞ্চানন বিশ্বাস
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
খুলনা-১
জন্মতারিখ : ২৪.১০.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা, মৎস্য চাষ
ঠিকানাঃ বটিয়াঘাটা, খুলনা।
ই-মেইল: khulna.1@parliament.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
খুলনা-২
জন্মতারিখ : ০১.০৬.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৫ নং ইসলামপুর রোড, খুলনা সদর, খুলনা।
ই-মেইল: khulna.2@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
খুলনা- ৩
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা, সমাজসেবা ও রাজনীতি
ঠিকানাঃ ৬৪৯ এর ডানপাশে, রেলিগেট নগরঘাট রোড, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০২।
ই-মেইল: khulna.3@parliament.gov.bd

জনাব এস.এম. মোস্তফা রশিদী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
খুলনা-৪
ঠিকানাঃ ৫০, ইষ্ট লিংক রোড, টুটপাড়া, খুলনা।
ই-মেইল: khulna.4@parliament.gov.bd

জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
খুলনা- ৫
জন্মতারিখ : ১২.০৩.১৯৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস), এম.এ, বি.এড
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-উলা, ডাকঘর-সাহস, উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা।
ই-মেইল: khulna.5@parliament.gov.bd ,

শেখ মোঃ নূরুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
খুলনা-৬
জন্মতারিখ : ১৫.১১.১৯৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এল.এল.বি (ঢাবি)
পেশাঃ আইনজীবি, ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-পুরাইকাটি, ডাকঘর-গাদাইপুর, উপজেলা-পাইকগাছা, জেলা-খুলনা-৯২৮১।
ই-মেইল: khulna.6@parliament.gov.bd

জনাব মুস্তফা লুৎফুল্লাহ
দল - ওয়ার্কাস পার্টি
সাতক্ষীরা-১
জন্মতারিখ : ১৫.১২.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবি
ঠিকানাঃ পলাশ পোল (পালিত বাগান), সাতক্ষীরা-৯৪০০।
ই-মেইল: Satkhira.1@parliament.gov.bd

জনাব মীর মোস্তাক আহমেদ রবি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সাতক্ষীরা-২
জন্মতারিখ : ২১.০১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
পেশাঃ ব্যবসা ও সমাজসেবা
ঠিকানাঃ গ্রাম-মুনজিতপুর, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
ই-মেইল: satkhira.2@parliament.gov.bd

জনাব আ.ফ.ম. রুহুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সাতক্ষীরা- ৩
জন্মতারিখ : ১১.০২.১৯৪৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এফ.আর.সি.এস
পেশাঃ ডাক্তার
ঠিকানাঃ গ্রাম-পশ্চিম নলতা, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা।
ই-মেইল: satkhira.3@parliament.gov.bd

জনাব এস, এম, জগলুল হায়দার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সাতক্ষীরা-৪
জন্মতারিখ : ২৯.০৭.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অনার্স)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানা- গ্রাম+ডাকঘর-নকিপুর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা।
ই-মেইল: satkhira.4@parliament.gov.bd

জনাব ধীরেন্দ্র দেবনাথ শমভু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বরগুনা-১
জন্মতারিখ : ১৪.১২.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ ১১৭, গভঃ হাইস্কুল সড়ক, বরগুনা।
ই-মেইল: barguna.1@parliament.gov.bd ,

জনাব শওকত হাচানুর রহমান (রিমন)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বরগুনা-২
জন্মতারিখ : ২৫.১১.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম,এস,সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘরঃ মাদারতলী, উপজেলাঃ পাথরঘাটা, জেলাঃ বরগুনা।
ই-মেইল: barguna.2@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব এ.বি.এম রুহুল আমিন হাওলাদার
দল - জাতীয় পার্টি
পটুয়াখালী-১
জন্মতারিখ : ০২.০৩.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ বাহেরচর, ডাকঘরঃ আঙ্গারিয়া, উপজেলাঃ দুমকি, জেলাঃ পটুয়াখালী।
ই-মেইল: patuakhali.1@parliament.gov.bd

জনাব আ.স.ম ফিরোজ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পটুয়াখালী-২
জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর -কালাইয়া, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী।
ই-মেইল: patuakhali.2@parliament.gov.bd,

জনাব আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পটুয়াখালী-৩
ঠিকানাঃ সি/১৭, প্রিয়াঙ্গন আবাসিক এলাকা, মাজার রোড, ২য় কলোনী, মিরপুর, ঢাকা।
ই-মেইল: patuakhali.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পটুয়াখালী-৪
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ইসমাইল তালুকদার সড়ক, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
ই-মেইল: patuakhali.4@parliament.gov.bd

জনাব তোফায়েল আহমেদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ভোলা-১
জন্মতারিখ : ২২.১০.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ কোড়ালিয়া, ডাকঘরঃ খায়েরহাট, ভোলা সদর।
ই-মেইল: bhola.1@parliament.gov.bd

জনাব আলী আজম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ভোলা-২
জন্মতারিখ : ০৩.০৮.১৯৭২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রি
পেশাঃ সমাজসেবা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ কোড়ালিয়া, ডাকঘরঃ খায়েরহাট, ভোলা সদর।
ই-মেইল: bhola.2@parliament.gov.bd

জনাব নুরুন্নবী চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ভোলা-৩
জন্মতারিখ : ০১.১২.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ
পেশাঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঠিকানাঃ ১/বি, মীরবাগ (দ্বিতীয় তলা), মগবাজার, থানা-রমনা, ঢাকা-১২১৭।
ই-মেইল: bhola.3@parliament.gov.bd

জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ভোলা-৪
জন্মতারিখ : ২১.১২.১৯৭২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
পেশাঃ উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঠিকানাঃ ওয়ার্ড নং-৩, চরফ্যাসন পৌরসভা, জেলা-ভোলা।
ই-মেইল: bhola.4@parliament.gov.bd ,

আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বরিশাল-১
জন্মতারিখ : ১০.১২.১৯৪৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-সেরাল, উপজেলা-আগৈলঝাড়া, জেলা-বরিশাল।
ই-মেইল: barisal.1@parliament.gov.bd

জনাব তালুকদার মোঃ ইউনুস
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বরিশাল-২
জন্মতারিখ : ০৪.০৫.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ সদস্য, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট
ঠিকানা ঃ গ্রাম-বড় কসবা, ডাকঘর-টরকী বন্দর, উপজেলা-গৌরনদী, জেলা-বরিশাল।
ই-মেইল: barisal.2@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব টিপু সুলতান
দল - ওয়ার্কাস পার্টি
বরিশাল-৩
জন্মতারিখ : ০৫.০১.১৯৬৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশন
ঠিকানাঃ কায়েতমারা, ডাকঘর-জালালাবাদ, লক্ষ্মীপুর, উপজেলা-মুলাদী, জেলা-বরিশাল।
ই-মেইল: barisal.3@parliament.gov.bd

জনাব পংকজ নাথ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বরিশাল-৪
জন্মতারিখ : ২৫.০৯.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি (অনার্স)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ সোনামূখী, ডাকঘর-পাতারহাট, থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা-বরিশাল।
ই-মেইল: Barisal.4@parliament.gov.bd

বেগম জেবুন্নেছা আফরোজ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বরিশাল-৫
ঠিকানাঃ ডেংগু সরদার রোড, ওয়াহাব খানের বাড়ি, বরিশাল সদর।
ই-মেইল: barisal.5@parliament.gov.bd

বেগম নাসরিন জাহান রতনা
দল - জাতীয় পার্টি
বরিশাল-৬
জন্মতারিখ : ০৮.০৯.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বাসা-১১১, পল্লী ভবন, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
ই-মেইল: barisal.6parliament.gov.bd

জনাব বজলুল হক হারুন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঝালকাঠি-১
জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-কানুদাসকাঠী, থানা-রাজাপুর, জেলা-ঝালকাঠি।
ই-মেইল: jhalokathi.1@parliament.gov.bd

জনাব আমির হোসেন আমু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঝালকাঠি-২
জন্মতারিখ : ১৫.১১.১৯৪১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৪২, নিউ ইস্কাটন, রমনা, ঢাকা।
ই-মেইল: jhalokathi.2@parliament.gov.bd

জনাব এ.কে.এম.এ আউয়াল (সাইদুর রহমান)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পিরোজপুর-১
জন্মতারিখ : ০৩.০৩.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বাড়ি-৩৩৮, পাড়েরহাট রোড, পিরোজপুর।
ই-মেইল: pirojpur.1@parliament.gov.bd

জনাব আনোয়ার হোসেন
দল - জাতীয় পার্টি (জেপি)
পিরোজপুর-২
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৪৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস (আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ)
পেশাঃ সংসদ সদস্য
ঠিকানাঃ মিয়া বাড়ি, পূর্ব ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।
ই-মেইল: Pirojpur.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী
দল - স্বতন্ত্র
পিরোজপুর-৩
জন্মতারিখ : ২১.০৩.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.বি.এস
পেশাঃ চিকিৎসক
ঠিকানাঃ গ্রামঃ বকসীর ঘটিচোরা, ডাকঘর+থানা-মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর।
ই-মেইল: Pirojpur.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
টাঙ্গাইল-১
জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পি.এইচ.ডি
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বৈজ্ঞানিক অফিসার, রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম: মুশুদ্দি খন্দকার পাড়া, পো: মুশুদ্দি বাজার, থানাঃ ধনবাড়ী, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
ই-মেইল: ঃ angail.1@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

খন্দকার আসাদুজ্জামান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
টাঙ্গাইল-২
জন্মতারিখ : ২২.১০.১৯৩৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ - রাজনীতি
ঠিকানাঃ নারুচী মিয়াবাড়ি, পোঃ হেমনগর, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।
ই-মেইল: tangail.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ একাববর হোসেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
টাঙ্গাইল-৭
জন্মতারিখ : ১২.০৭.১৯৫৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান)
পেশাঃ রাজনীতি ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ ঢাকা-টাঙ্গাইল রোড, বাইমহাটি বাজার, মির্জাপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।
ই-মেইল: ঃ angail.7@parliament.gov.bd

জনাব আমানুর রহমান খান রানা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
টাঙ্গাইল-৩
জন্মতারিখ : ০৬.১০.১৯৬৭
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ ৫৭৭, স'মিল রোড, ঘাটাইল, টাংগাইল।
ই-মেইল: ঃ angail.3@parliament.gov.bd

জনাব অনুপম শাহজাহান জয়
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
টাঙ্গাইল-৮
ঠিকানাঃ কাজী অফিস রোড, সখীপুর, টাঙ্গাইল।
ই-মেইল: ঃ angail.8@parliament.gov.bd ,

মোহাম্মদ হাছান ইমাম খাঁন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
টাঙ্গাইল-৪

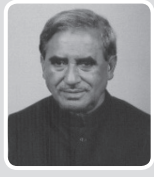

জনাব আবুল কালাম আজাদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
জামালপুর-১
জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৩৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-খেওয়ারচর উজান, রবিয়ারচর, ডাকঘর-জব্বার-গঞ্জ বাজার, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর।
ই-মেইল: jamalpur.1@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ ছানোয়ার হোসেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
টাংগাইল-৫
জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ (পাস)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ পাড় দিঘুলীয়া, টাঙ্গাইল সদর।
ই-মেইল: ঃ angail.5@parliament.gov.bd

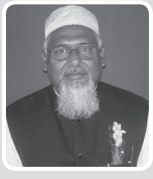

জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
জামালপুর-২
জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৫৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-উত্তর সিরাজাবাদ, ডাকঘর-সিরাজাবাদ, উপজেলা-ইসলামপুর, জেলা-জামালপুর।
ই-মেইল: jamalpur.2@parliament.gov.bd

খন্দকার আবদুল বাতেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
টাঙ্গাইল-৬
জন্মতারিখ : ১৭.০৫.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস)
পেশাঃ কৃষি
ঠিকানাঃ গ্রাম ও ডাকঘর-কোনড়া, উপজেলা-নাগরপুর জেলা-টাঙ্গাইল।
ই-মেইল: ঃ angail.6@parliament.gov.bd

মির্জা আজম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
জামালপুর-৩
জন্মতারিখ : ১৩.০৯.১৯৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-বালিজুড়ী, ডাকঘর-বালিজুড়ী বাজার, উপজেলা-মাদারগঞ্জ, জেলা-জামালপুর।
ই-মেইল: jamalpur.3@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোহাঃ মামুনুর রশিদ
দল - জাতীয় পার্টি
জামালপুর-৪
জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ আলিম (বিজ্ঞান বিভাগ)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-সাতপোয়া, ডাকঘর+থানা-সরিষাবাড়ী, জেলা-জামালপুর।
ই-মেইল: jamalpur.4@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ রেজাউল করিম হীরা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
জামালপুর-৫
জন্মতারিখ : ০১.১২.১৯৪২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা ও রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-বারুয়ামারী, উপজেলা+জেলা-জামালপুর।
ই-মেইল: jamalpur.5@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ আতিউর রহমান আতিক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
শেরপুর-১
জন্মতারিখ : ০১.১২.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম-বারঘরিয়া, ডাকঘর-রামপুর বাজার, শেরপুর সদর।
ই-মেইল: sherpur.1@parliament.gov.bd

বেগম মতিয়া চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
শেরপুর-২
জন্মতারিখ : ৩০.০৪.১৯৪২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.এস
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-বানেশ্বরদী, উপজেলাঃ নকলা, জেলাঃ শেরপুর।
ই-মেইল: sherpur.2@parliament.gov.bd,

জনাব এ,কে,এম, ফজলুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
শেরপুর-৩
জন্মতারিখ : ১৬.০১.১৯৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি.ইঞ্জিনিয়ার
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-হালগড়া, উপজেলা-শ্রীবরদী, জেলা-শেরপুর।
ই-মেইল: sherpur.2@parliament.gov.bd

জনাব জুয়েল আরেং
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
শেরপুর-৪

জুয়েল আরেং
ময়মনসিংহ-১

বীর বাহাদুর উশৈ সিং
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পার্বত্য বান্দরবান
জন্মতারিখ : ১০.০১.১৯৬০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ মধ্যম মারমা পাড়া, সদর উপজেলা, পার্বত্য বান্দরবান।
ই -মেইল: bandarban@parliament.gov.bd

জনাব শরীফ আহমেদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ময়মনসিংহ-২
জন্মতারিখ :২৫.০১.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘরঃ কামরিয়া, উপজেলাঃ তারাকান্দা, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ই-মেইল: mymensingh.2@parliament.gov.bd

নাজিম উদ্দিন আহমেদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ময়মনসিংহ-৩

বেগম রওশন এরশাদ
দল - জাতীয় পার্টি
ময়মনসিংহ-৪
জন্মতারিখ : ১৯.০৭.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ গৃহিনী
ঠিকানাঃ ৮২, গঙ্গাদাস গুহ রোড, ময়মনসিংহ সদর।
ই-মেইল Mymensingh.4@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ (মুক্তি)
দল - জাতীয় পার্টি
ময়মনসিংহ-৫
জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৭৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি
পেশাঃ প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার
ঠিকানাঃ সারদা কিশোর রোড, পয়ারকান্দি, উপজেলা-মুক্তাগাছা, জেলা-ময়মনসিংহ।
ই-মেইল: mymensingh.5@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ময়মনসিংহ-৬
জন্মতারিখ : ৩০.০১.১৯৩৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, বি.এড, এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ নিউগী কুশামাইল, ডাকঘরঃ কুশামাইল, উপজেলাঃ ফুলবাড়ীয়া, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ই-মেইল: mymensingh.6@parliament.gov.bd

জনাব এম. এ. হান্নান
দল - জাতীয় পার্টি
ময়মনসিংহ-৭
জন্মতারিখ : ১১.০৪.১৯৩৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ দরিরামপুর, বাড়ি-৬১, ঢাকা ময়মনসিংহ রোড, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
ই-মেইল: mymensingh.7@parliament.gov.bd

জনাব ফখরুল ইমাম
দল - জাতীয় পার্টি
ময়মনসিংহ-৮
ঠিকানাঃ গ্রামঃ হাটুলিয়া, পোঃ সৈয়দভাকুরী, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
ই -মেইল: mymensingh.8@parliament.gov.bd

জনাব আনোয়ারুল আবেদীন খান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ময়মনসিংহ-৯
ঠিকানাঃ কোনা দেউলডাংয়া, জাহাঙ্গীর নগর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।
ই -মেইল: mymensingh.9@parliament.gov.bd

জনাব ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ময়মনসিংহ-১০
জন্মতারিখ : ০৯.০৯.১৯৭৬
ঠিকানাঃ ম-ষোলহাসিয়া মধ্যবাজার, হোল্ডিং নং এম/৩৬৪, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।
ই -মেইল: mymensingh.10@parliament.gov.bd

জনাব মোহাম্মদ আমানউল্লাহ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ময়মনসিংহ-১১
জন্মতারিখ : ১৬.০৩.১৯৪১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.ডি, এম.আর.সি.পি, এফ.আর.সি.পি, এফ.ই.এস.সি
পেশাঃ ফিজিশিয়ান অব কার্ডিওলজিস্ট, রাজনীতি
ঠিকানাঃ লা-গেন্ডিয়ান মাহাম্মদপুর, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
ই -মেইল: mymensingh.11@parliament.gov.bd,

ছবি বিশ্বাস
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নেত্রকোনা-১
জন্মতারিখ :২৬.০৫.১৯৫১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক
পেশাঃ কৃষি
ঠিকানাঃ গ্রাম-মনতলা, ডাকঘর-কলমাকান্দা, উপজে-লা-কলমাকান্দা, জেলা-নেত্রকোনা
ই -মেইল: netrokona.1@parliament.gov.bd

জনাব আরিফ খান জয়
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নেত্রকোনা-২
জন্মতারিখ : ২০.১১.১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ তমজিদা স্মৃতি নীড়, নিউ টাউন, নেত্রকোনা।
ই -মেইল : netrokona.2@parliament.gov.bd

জনাব ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নেত্রকোনা-৩
জন্মতারিখ :১০.১১.১৯৬৪
পেশাঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঠিকানাঃ গ্রাম+পোঃ কচন্দারা, উপজে-লা-কেন্দুয়া, জেলা-নেত্রকোনা।
ই -মেইল: netrokona.3@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম রেবেকা মমিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নেত্রকোনা-৪
জন্মতারিখ : ১৫.০৫.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম-কাজিয়াটি, পো+থানা-মোহনগঞ্জ, জেলা-নেত্রকোনা।
ই -মেইলঃ netrokona.4@parliament.gov.bd

জনাব রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কিশোরগঞ্জ-৪
জন্মতারিখ : ২৭.১০.১৯৬৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.এস, ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ম-কামালপুর, পো+উপজেলা-মিঠামইন, জেলা-কিশোরগঞ্জ।
ই -মেইলঃ kishoreganj.4@parliament.gov.bd,

জনাব ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নেত্রকোনা-৫
জন্মতারিখ : ০১.০৯.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ রাজনীতি, ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-কাজলা, ডাকঘর-কাজলা বাজার, উপজেলা-পূর্বধলা, জেলা-নেত্রকোনা।
ই -মেইলঃ netrokona.5@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ আফজাল হোসেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কিশোরগঞ্জ- ৫
জন্মতারিখ : ০৯.০১.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-নোয়াপাড়া, শশেরদিঘী, ডাকঘর-দিলালপুর, থানা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ।
ই-মেইলঃ kishoreganj.5@parliament.gov.bd,

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কিশোরগঞ্জ-১
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ১০৭০, বেগম রোকেয়া সড়ক, খরমপট্টি, কিশোরগঞ্জ।
ই -মেইলঃ kishoreganj.1@parliament.gov.bd

জনাব নাজমুল হাসান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কিশোরগঞ্জ-৬
জন্মতারিখ : ৩১.০৫.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ
পেশাঃ সার্ভিস
ঠিকানাঃ ইভি ভবন, বি, এম হাউজ, ভৈরবপুর উত্তর, ভৈরব পৌরসভা, জেলা-কিশোরগঞ্জ।
ই -মেইলঃ kishoreganj.6@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ সোহরাব উদ্দিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কিশোরগঞ্জ-২
জন্মতারিখ :০১.০৬.১৯৫৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম-চকদিগা, পাটুয়াভাংগা, ডাকঘর-হোসেন্দী, উপজেলা-পাকুন্দিয়া, জেলা-কিশোরগঞ্জ।
ই -মেইলঃ kishoreganj.2@parliament.gov.bd

জনাব এ. এম. নাঈমুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মানিকগঞ্জ-১
জন্মতারিখ :১৯.০৯.১৯৭৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ খাগ্রাট্টা, ডাকঘরঃ বৈকুণ্ঠপুর, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ।
ই -মেইলঃ manikganj.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মুজিবুল হক
দল - জাতীয় পার্টি
কিশোরগঞ্জ-৩
জন্মতারিখ : ০১.০৯.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.এম
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম-কাজলা মধ্যপাড়া, ডাকঘর-কাজলা, উপজেলা-তাড়াইল, জেলা-কিশোরগঞ্জ।
ই -মেইলঃ kishoreganj.3@parliament.gov.bd

মমতাজ বেগম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মানিকগঞ্জ-২
জন্মতারিখ : ০৫.০৫.১৯৭৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ দশম শ্রেণি
পেশাঃ গায়িকা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর- জয়মন্টপ, উপজেলাঃ সিংগাইর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ।
ই -মেইলঃ manikganj.2@parliament.gov.bd,

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব জাহিদ মালেক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মানিকগঞ্জ-৩
জন্মতারিখ : ১১.০৪.১৯৫৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-চান্দইর, ডাকঘর-গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ সদর।
ই -মেইল: manikganj.3@parliament.gov.bd,

জনাব সুকুমার রঞ্জন ঘোষ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মুন্সিগঞ্জ-১
জন্মতারিখ : ০৪.০১.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ব্যাচেলারস ডিগ্রি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-+ডাকঘর+ উপজেলা-শ্রীনগর, জেলা-মুন্সিগঞ্জ।
ই -মেইল: munshiganj.1@parliament.gov.bd,

বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মুন্সিগঞ্জ-২
জন্মতারিখ : ০৩.১১.১৯৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি
পেশাঃ সামাজ সেবা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ শামুরবাড়ী, ডাকঘরঃ গৌরগঞ্জ,
গাওদিয়া, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।
ই -মেইল: munshiganj.2@parliament.gov.bd,

জনাব মৃনাল কান্তি দাস
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মুন্সিগঞ্জ-৩
জন্মতারিখ :২৫.০১.১৯৫৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এল.এলবি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রামঃ জমিদারপাড়া, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।
ই -মেইল: munshiganj.2@parliament.gov.bd

সালমা ইসলাম
দল - জাতীয় পার্টি
ঢাকা-১
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এলএলবি, এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
পেশাঃ রাজনীতি, শিল্পপতি, প্রকাশক ও এডভোকেট
ঠিকানাঃ গ্রাম-কামার খোলা, ডাকঘর-চূরাইন,
উপজেলা-নবাবগঞ্জ, জেলা-ঢাকা।
ই -মেইল: dhaka.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা-২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ ৪৮/১, মোঃ আজগর লেন, ঢাকা-১১।
ই -মেইল: dhaka.2@parliament.gov.bd

জনাব নসরুল হামিদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা-৩
জন্মতারিখ : ১৩.১১.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-দোলেশ্বর, ইউনিয়ন-কোন্ডা,
থানা-দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
ই -মেইল: dhaka.3@parliament.gov.bd,

সৈয়দ আবু হোসেন
দল - জাতীয় পার্টি
ঢাকা-৪
জন্মতারিখ :১২.১০.১৯৫৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএসসি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ টিবিউট হোমস, ফ্ল্যাট নং বি-১, রোড-১১৪,
বাড়ি-৩৫, গুলশান-২, ঢাকা।
ই -মেইল: dhaka.4@parliament.gov.bd

জনাব হাবিবুর রহমান মোল্লা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা-৫
জন্মতারিখ : ২৭.০১.১৯৪২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মেট্রিক
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ সাং-কোনাপাড়া, মাতুয়াইল, থানা-যাত্রবাড়ী, ঢাকা।
ই -মেইল: dhaka.5@parliament.gov.bd

জনাব কাজী ফিরোজ রশীদ
দল - জাতীয় পার্টি
ঢাকা-৬
জন্মতারিখ : ০২.০২.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এলএলবি
পেশাঃ আইন ব্যবসা, কৃষি, মৎস এবং
রিয়েলষ্টেট
ঠিকানাঃ বাড়ি-৬৫, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
ই -মেইল: dhaka.6@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব হাজী মোঃ সেলিম
দল - স্বতন্ত্র
ঢাকা-৭
জন্মতারিখ : ১০.০৫.১৯৫৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নবম শ্রেণি
পেশাঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঠিকানাঃ মদিনা গ্রুপ মদিনা স্কয়ার, ৫ গ্রীন স্কয়ার, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
ই -মেইলঃ dhaka.7@parliament.gov.bd

জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -১২
জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ১৩৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ই -মেইলঃ dhaka.12@parliament.gov.bd

জনাব রাশেদ খান মেনন
দল - ওয়ার্কার্স পার্টি
ঢাকা -৮
জন্মতারিখ : ১৮.০৫.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ (অর্থনীতি)
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ বাড়ি-১১৭/বি, রোড-০৭, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
ই -মেইলঃ dhaka.8@parliament.gov.bd,

জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -১৩
জন্মতারিখ : ১৪.০১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ডঃ খিরদ মুখার্জী লেন, পোঃ বটতলা, থানা-বরিশাল সদর, জেলা-বরিশাল।
ই -মেইলঃ dhaka.13@parliament.gov.bd,

জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -৯
জন্মতারিখ : ১০.০৩.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন ল
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৫, পরীবাগ, ঢাকা-১০০০
ই -মেইলঃ dhaka.9@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আসলামুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -১৪
জন্মতারিখ : ১৪.০৫.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিবিএ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ১৮/এ/এ, গাবতলী, প্রথম কলোনি, ব্লক-এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
ই -মেইলঃ dhaka.14@parliament.gov.bd

শেখ ফজলে নূর তাপস
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -১০
জন্মতারিখঃ ১৯.১১.১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ব্যারিস্টার এট ল
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ বাড়ি-৭০, রোড-১৮, ব্লক-জে, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
ই -মেইলঃ dhaka.10@parliament.gov.bd,

জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -১৫
জন্মতারিখ : ০৩.০৩.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বাড়ি-১২৭, ব্লক-ই, রোড-১৯/এ, বনানী, ঢাকা।
ই -মেইলঃ dhaka.15@parliament.gov.bd

জনাব এ.কে.এম রহমতুল্লাহ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -১১
জন্মতারিখ : ০৪.১২.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বাড়ি-১১, রোড-১১০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
ই -মেইলঃ dhaka.11@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -১৬
জন্মতারিখ : ০২.০৩.১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৫/১, হারুনাবাদ, মাদবর মোল্লা রোড, পল্লবী, ঢাকা।
ই -মেইলঃ dhaka.16@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব এস. এম, আবুল কালাম আজাদ
দল - বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)
ঢাকা-১৭
জন্মতারিখ : ১.১১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
পেশাঃ সাংবাদিকতা
ঠিকানাঃ ৫০, কদমতলা, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।
ই -মেইলঃ dhaka.17@parliament.gov.bd

বেগম সাহারা খাতুন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা -১৮
জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
৫৬৩, মাদ্রাসা রোড, মানিকদী পূর্ব, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
ই -মেইলঃ dhaka.18@parliament.gov.bd

জনাব ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা-১৯
জন্মতারিখঃ ০৮.০৩.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এমবিবিএস
পেশাঃ চিকিৎসা ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৯/ ৩, পার্বতী নগর, থানা রোড, সাভার, ঢাকা।
ই -মেইলঃ dhaka.19@parliament.gov.bd

জনাব এম এ মালেক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঢাকা-২০
জন্মতারিখ :০১.০৬.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ অংশিদারিত্ব পরিচালক, কৃষি ও মৎস
ঠিকানাঃ গ্রাম-নরসিংহপুর, ডাকঘর-নবগ্রাম বাজার, থানা-ধামরাই, জেলা-ঢাকা।
ই -মেইলঃ dhaka.20@parliament.gov.bd

জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজীপুর-১
জন্মতারিখ : ০১.১০.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ,এল.এল..বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ হোল্ডিং ডি-১৫১/২, রাস্তা-নজরুল সরণি, মধ্যপাড়া, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
ই -মেইলঃ gazipur.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ জাহিদ হাসান রাসেল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজীপুর-২
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৭৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.এস, এল.এল.বি
পেশাঃ কৃষি ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-হায়দরাবাদ, পো-হায়দরাবাদ মাদ্রাসা, গাজীপুর।
ই -মেইলঃ gazipur.2@parliament.gov.bd,

আলহাজ্ব এডভোকেট মোঃ রহমত আলী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজীপুর-৩
জন্মতারিখ : ১৬.০৯.১৯৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম+পোঃ+উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
ই -মেইলঃ gazipur.3@parliament.gov.bd

সিমিন হোসেন (রিমি)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজীপুর-৪
জন্মতারিখ : ১৯.০৮.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-দরদরিয়া, ডাকঘর-ভুলেশ্বর, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর।
ই -মেইলঃ gazipur.4@parliament.gov.bd

বেগম মেহের আফরোজ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজীপুর- ৫
জন্মতারিখ : ০১.১১.১৯৫৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি
পেশাঃ সমাজ সেবা
ঠিকানাঃ গ্রাম-বড়হরা, পো-ভাওয়াল নওয়াপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।
ই -মেইলঃ gazipur.4@parliament.gov.bd,

জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নরসিংদী-১
জন্মতারিখ : ০৩.০৮.১৯৫১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ হোল্ডিং-২৫২, বৌয়াকূড়, নরসিংদী।
ই -মেইলঃ narsingdi.1@parliament.gov.bd,

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব কামরুল আশরাফ খান
দল - স্বতন্ত্র
নরসিংদী-২
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬০
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ সদর রোড, পোটনের বাড়ি, চরসিন্দুর, পলাশ, জেলা-নরসিংদী।
ই -মেইলঃ narsingdi.2@parliament.gov.bd

মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
দল - স্বতন্ত্র
নরসিংদী-৩
ঠিকানাঃ বাসা নং-২৯৯, রোড নং-১৯/বি, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।
ই -মেইলঃ narsingdi.3@parliament.gov.bd

জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নরসিংদী- ৪
জন্মতারিখ : ১৬.১২.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ বাগানবাড়ী, গোস্তাশিয়া, মনোহরদী, জেলা-নরসিংদী।
ই -মেইলঃ narsingdi.4@parliament.gov.bd

জনাব রাজি উদ্দিন আহমেদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নরসিংদী- ৫
জন্মতারিখ : ০২.০২.১৯৪৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-আদিয়াবাদ দক্ষিণপাড়া, পো-আদিয়াবাদ, উপজেলা-রায়পুরা, জেলা-নরসিংদী।
ই -মেইলঃ narsingdi.5@parliament.gov.bd

জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নারায়ণগঞ্জ-১
জন্মতারিখ : ১৪.০৮.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-উত্তর রূপসী, তারাবো পৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
ই -মেইলঃ narayanganj.1@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নারায়ণগঞ্জ-২
জন্মতারিখ : ১০.০৩.১৯৬৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-বাজবী মৌলভী বাড়ি, পো-দুপ্তারা, থানা-আড়াইহাজার, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।
ই -মেইলঃ narayanganj.2@parliament.gov.bd

জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা
দল - জাতীয় পার্টি
নারায়ণগঞ্জ-৩
জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৬৪
ঠিকানাঃ ৫৮, কে, বি সাহা রোড, আম-লাপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
ই -মেইলঃ narayanganj.3@parliament.gov.bd

শামীম ওসমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নারায়ণগঞ্জ-৪
জন্মতারিখ : ২৮.০২.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৯৯, নবাব সলিমুল্লাহ রোড, উত্তর চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ।
ই -মেইলঃ narayanganj.4@parliament.gov.bd

জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান
দল - জাতীয় পার্টি
নারায়ণগঞ্জ- ৫
ঠিকানাঃ ৯৬, উত্তর চাষাড়া রোড, নারায়ণগঞ্জ।
ই -মেইলঃ narayanganj.5@parliament.gov.bd

কাজী কেরামত আলী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রাজবাড়ী-১
জন্মতারিখ : ২২.০৪.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম (অর্নাস), এম.কম
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানা- গ্রামঃ হাসপাতাল রোড, সজ্জনকান্দা, রাজবাড়ী।
ই -মেইলঃ rajbari.1@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোঃ জিল্লুল হাকিম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
রাজবাড়ী- ২
জন্মতারিখ : ০২.০১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-নারায়নপুর, ডাকঘর+উপজেলা-পাংশা,
ই -মেইলঃ rajbari.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আব্দুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ফরিদপুর-১
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস, এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-কামালদিয়া, ডাকঘর-মাকরাইল,
উপজেলা-মধুখালী, জেলা-ফরিদপুর।
ই -মেইলঃ faridpur.1@parliament.gov.নফ,

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ফরিদপুর- ২
জন্মতারিখ : ০৮.০৫.১৯৩৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ রাজনীতি ও সমাজসেবা
ঠিকানাঃ গ্রাম-চন্দ্রপাড়া, ইউনিয়ন-গট্টি, পো-রাহুতপাড়া,
থানা-সালথা, জেলা-ফরিদপুর।
ই -মেইলঃ faridpur.2@parliament.gov.bd

খন্দকার মোশাররফ হোসেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ফরিদপুর- ৩
জন্মতারিখ : ২৯.০৯.১৯৪২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার, এম.এস.সি
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সাধারন কর্মচারী
ঠিকানাঃ হাসিনা মঞ্জিল, তমিজউদ্দিন খান সড়ক,
জেলা-ফরিদপুর।
ই -মেইলঃ faridpur.3@parliament.gov.bd,

জনাব মজিবুর রহমান চৌধুরী
দল - স্বতন্ত্র
ফরিদপুর-৪
জন্মতারিখ : ০৩.০৩.১৯৭৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ রোড-২৩, বাড়ি-১৪/এ, ব্লক-বি, বনানী, ঢাকা।
ই -মেইলঃ faridpur.4@parliament.gov.bd

জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গোপালগঞ্জ-১
জন্মতারিখ : ১৮.০৯.১৯৫১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ সামরিকে স্নাতক
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী
ঠিকানাঃ গ্রাম-বেজড়া, ডাকঘর-বেজড়া ভাটরা,
উপজেলা-মুকসুদপুর, জেলা-গোপালগঞ্জ।
ই -মেইলঃ gopalganj.1@parliament.gov.bd

শেখ ফজলুল করিম সেলিম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গোপালগঞ্জ- ২
জন্মতারিখ : ০২.০২.১৯৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পরিসংখ্যানে ডিপ্লোমা
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ ডাকঘর+থানা-টুংগীপাড়া,
জেলা-গোপালগঞ্জ
ই -মেইলঃ gopalganj.2@parliament.gov.bd

শেখ হাসিনা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গোপালগঞ্জ- ৩
জন্মতারিখ : ২৮.০৯.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর+উপজেলা-টুঙ্গীপাড়া,
জেলা-গোপালগঞ্জ।
ই -মেইলঃ gopalganj.3@parliament.gov.bd

জনাব নূর-ই-আলম চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাদারীপুর-১
জন্মতারিখ : ০১.০৬.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-চৌধুরীকান্দি, ডাকঘর-চরদত্তপাড়া,
উপজেলা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর।
ই -মেইলঃ madaripur.1@parliament.gov.bd

জনাব শাজাহান খান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাদারীপুর- ২
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ ৫৪৯, প্রধান সড়ক, হরিকুমারিয়া, মাদারীপুর।
ই -মেইলঃ madaripur.2@parliament.gov.bd,

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব আ. ফ. ম বাহাউদ্দিন (নাছিম)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাদারীপুর-৩
জন্মতারিখ : ১১.১১.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি, এজি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-কুকড়াইল, ডাকঘর-মাদারীপুর,
জেলা-মাদারীপুর।
ই -মেইলঃ madaripur.3@parliament.gov.bd

জয়া সেনগুপ্ত
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সুনামগঞ্জ-২
জন্মতারিখ :
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-থানা রোড আনোয়ারপুর, পোঃ-দিরাই চানপুর,
উপজেলা-দিরাই, জেলা-সুনামগঞ্জ।
ই-মেইল-sunamganj.2@parliament.gov.bd

জনাব বি,এম, মোজাম্মেল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
শরীয়তপুর-১
জন্মতারিখ : ০১.০৭.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ জানখার কান্দি, ডাকঘর-বধাইরহাট,
উপজেলা-জাজিরা, জেলা-শরীয়তপুর।
ই -মেইলঃ shariatpur.1@parliament.gov.bd

জনাব এম এ মান্নান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সুনামগঞ্জ-৩
জন্মতারিখ : ১৬.০২.১৯৪৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতকোত্তর
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক কর্মচারী
ঠিকানাঃ গ্রাম ও ডাকঘর-ডুংরিয়া, উপজেলা-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ,
জেলা-সুনামগঞ্জ।
ই -মেইলঃ sunamganj.3@parliament.gov.bd

জনাব শওকত আলী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
শরীয়তপুর-২
জন্মতারিখ : ২৭.০১.১৯৩৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা
ঠিকানাঃ স্বাধীনতা ভবন, নড়িয়া পৌরসভা, শরীয়তপুর-৮০২০

জনাব পীর ফজলুর রহমান
দল - জাতীয় পার্টি
সুনামগঞ্জ-৪
জন্মতারিখ : ০৯.০১.১৯৬৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.এম
ঠিকানা- পূরবী ১৯, হাছননগর,
সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
ই -মেইলঃ Sunamganj.4@parliament.gov.bd

জনাব নাহিম রাজ্জাক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
শরীয়তপুর-৩
জন্মতারিখ : ০৭.০২.১৯৮১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস), পোস্ট গ্রাজুয়েট
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-দক্ষিণ ডামুড্যা, পোঃ+উপজেলা-ডামুড্যা, শরীয়তপুর।
ই -মেইলঃ shariatpur.3@parliament.gov.bd,

জনাব মুহিবুর রহমান মানিক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সুনামগঞ্জ-৫
জন্মতারিখ : ২৮.০২.১৯৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ২০০, উদয়াচল হাসপাতাল রোড,
মন্ডলীভোগ, ছাতক, সুনামগঞ্জ।
ই -মেইলঃ sunamganj.5@parliament.gov.bd

জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন রতন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সুনামগঞ্জ-১
জন্মতারিখ : ১৩.০৬.১৯৭২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-নওধার, ডাকঘর-পাইকরাটি,
উপজেলা-ধর্মপাশা, জেলা-সুনামগঞ্জ।
ই -মেইলঃ sunamganj.1@parliament.gov.bd,

জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিলেট-১
জন্মতারিখ : ২৫.০১.১৯৩৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.পি.এ
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঠিকানাঃ ০১, ধোপাদীঘির পূর্বপাড়,
সিলেট সদর, সিলেট।
ই -মেইলঃ sylhet.1@parliament.gov.bd,

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোঃ ইয়াহিয়া চৌধুরী
জাতীয় পার্টি
সিলেট-২
জন্ম তারিখ-১৭.০২.১৯৭৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিসনেজ ল, লেভেল-৪
পেশা -ব্যবসা
ঠিকানা - দারগার বাড়ি, গ্রাম+ডাকঘর-দেওকলস, বিশ্বনাথ, সিলেট।
ই -মেইল: Sylhet.2@parliament.gov.bd

জনাব মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিলেট-৩
জন্মতারিখ : ০৩.০১.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ, এফ.সি. এম.আই (ইউকে)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানা- গ্রাম-নূরপুর, ডাকঘর+উপজেলা-ফেঞ্চুগঞ্জ, জেলা-সিলেট।
ই -মেইল: sylhet.3@parliament.gov.bd

জনাব ইমরান আহমদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিলেট-৪
জন্মতারিখ : ২২.০২.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ শ্রীপুর চা বাগান, ডাকঘর+উপজেলা-জৈন্তাপুর, জেলা-সিলেট।
ই -মেইল: sylhet.4@parliament.gov.bd,

জনাব সেলিম উদ্দিন
দল - জাতীয় পার্টি
সিলেট-৫
জন্ম তারিখ-০৬.০৪.১৯৬০
শিক্ষাগত যোগ্যতা- বিএসসি (সম্মান)
পেশা -ব্যবসা
ঠিকানা - গ্রাম-নালবহর, পোঃ তিলপাড়া, উপজেলা-বিয়ানীবাজার, জেলা-সিলেট।
ই -মেইল: sylhet.5@parliament.gov.bd

জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সিলেট-৬
জন্মতারিখ : ০৫.০৭.১৯৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ কৃষি ও রাজনীতি
ঠিকানা - গ্রাম-নয়াগ্রাম, ডাকঘর+উপজেলা-বিয়ানিবাজার, জেলা-সিলেট।
ই -মেইল: sylhet.6@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মৌলভীবাজার-১
জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা ও কৃষি
ঠিকানা - গ্রাম-পাখিয়ালা, ডাকঘর+উপজেলা-বড়লেখা, জেলা-মৌলভীবাজার।
ই -মেইল: maulvibazar.1@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আব্দুল মতিন
দল - স্বতন্ত্র
মৌলভীবাজার-২
জন্ম তারিখ-১৭.০৫.১৯৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ
পেশা -রাজনৈতিক ও সামাজিক
ঠিকানা - গ্রাম-কামার কান্দি, পোঃ-কুলাউড়া জেলা-মৌলভীবাজার।
ই -মেইল: maulvibazar.2@parliament.gov.bd

সৈয়দা সায়রা মহসীন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মৌলভীবাজার-৩
জন্ম তারিখ-১০.০৯.১৯৬৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এস.এস.সি
পেশা -সংসদ সদস্য
ঠিকানা - ৩৬, শ্রীমঙ্গল রোড, দর্জির মহল, মৌলভীবাজার।
ই -মেইল: maulvibazar.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মৌলভীবাজার- ৪
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.কম
পেশাঃ উপাধ্যক্ষ
ঠিকানা - গ্রাম-সিদ্দেশ্বরপুর, ডাকঘর-মুন্সীবাজার, থানা-কমলগঞ্জ, জেলা-মৌলভীবাজার।
ই -মেইল: maulvibazar.4@parliament.gov.bd,

মিঃ মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম চৌধুরী
দল - জাতীয় পার্টি
হবিগঞ্জ-১
জন্ম তারিখ- ০১.১১.১৯৬৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা- এইচ.এস.সি
পেশা -ব্যবসা ও কৃষি
ঠিকানা - গ্রাম-কুর্শি, ডাকঘর-গোপলার বাজার, উপজেলা-নবীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ।
ই -মেইল: habiganj.1@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ খান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
হবিগঞ্জ- ২
জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানা - গ্রাম-কবিরপুর, ডাকঘর-পুকড়া,
উপজেলা-বানিয়াচঙ্গ, জেলা-হবিগঞ্জ।
ই -মেইলঃ habiganj.2@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আবু জাহির
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
হবিগঞ্জ- ৩
জন্মতারিখ : ০৩.০৩.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানা - গ্রাম-রিচি, পোঃ রিচি, থানা+জেলা-হবিগঞ্জ।
ই -মেইলঃ habiganj.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ মাহবুব আলী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
হবিগঞ্জ-৪
জন্মতারিখ : ১৭.০৭.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এলএলবি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানা - গ্রাম-বানেশ্বর, পোঃ বুল্লা, থানা-মাধবপুর, জেলা-হবিগঞ্জ।
ই -মেইলঃ habiganj.4@parliament.gov.bd

জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১
জন্মতারিখঃ ০৪.০৩.১৯৪২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী ও কৃষি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-পূর্বভাগ, উপজেলা-নাসিরনগর,
জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ই -মেইলঃ brahmanbaria.1@parliament.gov.bd

এডঃ মোঃ জিয়াউল হক মৃধা
দল - জাতীয় পার্টি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানা - গ্রাম+ডাকঘর-কালীকচ্ছ, উপজেলা-সরাইল,
জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ই -মেইলঃ brahmanbaria.2@parliament.gov.bd

জনাব র,আ,ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩
জন্মতারিখ : ১ মার্চ, ১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
পেশাঃ কৃষি, মৎস্য চাষ ও কনসালট্যান্সী
ঠিকানাঃ শেকড় চৌধুরী বাড়ি, চিনাইর দক্ষিণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ই -মেইলঃ brahmanbaria.3@parliament.gov.bd,

জনাব আনিসুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪
ঠিকানা - গ্রাম-পানিয়ারুপ (দারগাবাড়ি),
ডাকঘর-পানিয়ারুপ,
উপজেলা-কসবা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ই -মেইলঃ brahmanbaria.4@parliament.gov.bd

জনাব ফয়জুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫
জন্মতারিখ : ০৫.১১.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি (বিজ্ঞান বিভাগ)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বাড়ি-১৯/এ, ফ্লাট-১/এ, রোড-৩,
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।
ই -মেইলঃ brahmanbaria.5@parliament.gov.bd

জনাব এ বি তাজুল ইসলাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬
জন্মতারিখ : ০৫.০৫.১৯৫১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অনার্স)
পেশাঃ পরামর্শক
ঠিকানাঃ গ্রামঃ পাড়াতলী, পোঃ ছাইফুল্লা কান্দী,
বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ই -মেইলঃ brahmanbaria.6@parliament.gov.bd

জনাব মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুমিল্লা-১
জন্মতারিখ : ২৮.০৭.১৯৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস)
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার
ঠিকানাঃ বাসা-ভূঁইয়া বাড়ি, গ্রাম+পোঃ-জুরানপুর
থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা
ই -মেইলঃ comilla.1@parliament.gov.bd,

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোহাম্মদ আমির হোসেন
দল - জাতীয় পার্টি
কুমিল্লা-২
জন্মতারিখ : ০৩.০৫.১৯৭৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-কড়িকান্দি, তিতাস, জেলা-কুমিল্লা।
ই -মেইলঃ comilla.2@parliament.gov.bd

জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন
দল - স্বতন্ত্র
কুমিল্লা-৩
জন্মতারিখ : ১৫.১১.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম (অনার্স)
এফ.সি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বাড়ি-৬, সড়ক-৮, বারিধারা, ঢাকা।
ই -মেইলঃ comilla.3@parliament.gov.bd

জনাব রাজী মোহাম্মদ ফখরুল
দল - স্বতন্ত্র
কুমিল্লা-৪
ঠিকানাঃ গ্রাম-বনকোট, পোঃ গোনাইঘর,
থানা-দেবিদ্বার, জেলা-কুমিল্লা।
ই -মেইলঃ comilla.4@parliament.gov.bd

জনাব আব্দুল মতিন খসরু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুমিল্লা- ৫
জন্মতারিখ : ১২.০২.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম-মিরপুর, ডাকঘর-মকিমপুর,
উপজেলা-ব্রাহ্মণপাড়া, জেলা-কুমিল্লা।
ই -মেইলঃ comilla.5@parliament.gov.bd,

জনাব আ ক ম বাহাউদ্দিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুমিল্লা-৬
জন্মতারিখ : ২৮.০২.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৪০১, মনোহরপুর, মুন্সেফবাড়ি,
আদর্শ সদর, কুমিল্লা।
ই -মেইলঃ comilla.6@parliament.gov.bd

অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুমিল্লা-৭
জন্মতারিখ : ১৭.১১.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস), এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-গল্লাই, উপজেলা-চান্দিনা,
জেলা-কুমিল্লা।
ই -মেইলঃ comilla.7@parliament.gov.bd,

জনাব নূরুল ইসলাম মিলন
দল - জাতীয় পার্টি
কুমিল্লা-৮
জন্মতারিখ : ২০.০৭.১৯৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এমএসসি (পদার্থ
বিজ্ঞান), পিএইচডি (ঢা:বি)।
পেশাঃ শিক্ষকতা, অধ্যাপক (বিশ্ববিদ্যালয়)পদার্থবিজ্ঞান
ঠিকানা ঃ গ্রাম+পোঃ-সুদ্রা, উপজেলা-বরুড়া, জেলা-কুমিল্লা।
ই -মেইলঃ comilla.8@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুমিল্লা-৯
জন্মতারিখ : ৩০.০৬.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ
পেশাঃ শিল্পপতি ও ব্যাংকার
ঠিকানাঃ ৪৩/সি, রোড-২, খুলসি, চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ comilla.9@parliament.gov.bd,

জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুমিল্লা-১০
জন্মতারিখ : ১৫.০৬.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.কম, এফ.সি.এ
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ বাড়ি-১১, রোড-১০৩, গুলশান-২, ঢাকা।
ই -মেইলঃ comilla.10@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ মুজিবুল হক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কুমিল্লা-১১
জন্মতারিখ : ৩১.০৫.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম-বসুয়ারা (দক্ষিণপাড়া), পো-উত্তর পদুয়া,
থানা-চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা।
ই -মেইলঃ comilla.11@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চাঁদপুর-১
জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৪২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পি.এইচ.ডি
পেশাঃ অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত সাধারন কর্মচারী
ঠিকানাঃ গ্রাম+পোঃ-গুলবাহার, উপজেলাঃ কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর।

জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চাঁদপুর-২
জন্মতারিখ : ০৩.০২.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ ব্যবসা, রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-মোহনপুর, উপজেলা-মতলব (উত্তর), জেলা-চাঁদপুর।
ই -মেইলঃ chandpur.2@parliament.gov.bd

ডাঃ দীপু মনি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চাঁদপুর-৩
জন্মতারিখ : ০৮.১২.১৯৬৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.বি.এস, এম.পি. এইচ, এল.এল.এম
পেশাঃ ডাক্তার ও আইনজীবী
ঠিকানাঃ পাটোয়ারী বাড়ি, গ্রাম-রাড়ীরচর,ডাকঘর-কামরাঙা, চাঁদপুর।
ই -মেইলঃ chandpur.3@parliament.gov.bd,

জনাব ড. মোহাম্মদ শামছুল হক ভূঁইয়া
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চাঁদপুর-৪
জন্মতারিখঃ ০১.০৭.১৯৪৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ (আইবিএ, ঢা:বি), পিএইচডি
পেশাঃ শিল্পপতি/ব্যবসায়ী
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-কাউনিয়া, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর।
ই -মেইলঃ chandpur.4@parliament.gov.bd

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চাঁদপুর- ৫
জন্মতারিখ : ১৩.০৯.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা
ঠিকানা- ইস্টার্ন হারমনি, ফ্ল্যাট-এ/১০৩, বাড়ি-১১/এ, রোড-৭১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
ই -মেইলঃ chandpur.5@parliament.gov.bd,

বেগম শিরীন আখতার
দল - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
ফেনী-১
জন্মতারিখঃ ১২.০৪.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাকোত্তর (সমাজবিজ্ঞান)
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম-পূর্ব ছাগলনাইয়া, পোঃ রাধানগর, থানা-ছাগলনাইয়া, জেলা-ফেনী।
ই -মেইলঃ feni.1@parliament.gov.bd

জনাব নিজাম উদ্দিন হাজারী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ফেনী-২
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম
পেশাঃ প্রযোজ্য নয়
ঠিকানাঃ ৪৪৫, লমী হাজারী বাড়ি, ফেনী।
ই -মেইলঃ feni.2@parliament.gov.b

জনাব রহিম উল্লাহ
দল - স্বতন্ত্র
ফেনী-৩
জন্মতারিখ : ০১.০৩.১৯৫৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বশিক্ষিত পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ সালমা গার্ডেন হাউস, পূর্ব সোনাপুর, ডাকঘর-সোনাপুর বাজার, উপজেলা-সোনাগাজী, জেলা-ফেনী।
ই -মেইলঃ feni.3@parliament.gov.bd

জনাব এইচ এম ইব্রাহিম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নোয়াখালী-১
জন্মতারিখঃ ০৬.০৯.১৯৫৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চ মাধ্যমিক পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ডিসি হাসান সাহেবের বাড়ি, গ্রাম-দত্তের বাগ, ডাকঘর-খিলপাড়া, উপজেলা-চাটখিল, জেলা-নোয়াখালী।
ই -মেইলঃ noakhali.1@parliament.gov.bd

জনাব মোরশেদ আলম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নোয়াখালী-২
জন্মতারিখঃ ২৯.০৩.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চ মাধ্যমিক
পেশাঃ বিশিষ্ট শিল্পপতি, সি.আই.পি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-নাটেশ্বর, উপজেলা-সোনাইমুড়ী, জেলা-নোয়াখালী।
ই -মেইলঃ noakhali.2@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ কিরন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নোয়াখালী-৩
জন্মতারিখ: ২০.০৪.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ শিল্পপতি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-নাজিরপুর, থানা-বেগমগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী।
ই -মেইল: noakhali.3@parliament.gov.bd

জনাব মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নোয়াখালী- ৪
জন্মতারিখ : ০৯.০৬.১৯৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশা ঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-সুন্দলপুর, ডাকঘর-কালামুন্সীবাজার, উপজেলা-কবিরহাট, জেলা-নোয়াখালী।
ই -মেইল: noakhali.4@parliament.gov.bd,

জনাব ওবায়দুল কাদের
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নোয়াখালী- ৫
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস)
পেশাঃ রাজনীতি, লেখক
ঠিকানাঃ গ্রাম-বড়রাজাপুর, উপজেলা-কোম্পানীগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী।
ই -মেইল: noakhali.5@parliament.gov.bd

বেগম আয়েশা ফেরদাউস
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নোয়াখালী-৬
ঠিকানা- মাওঃ আবদুল হাই সাহেবের বাড়ি, তালুকদার গ্রাম, চরঈশ্বর আফাজিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী।
ই -মেইল: noakhali.6@parliament.gov.bd

জনাব এম, এ, আউয়াল
দল - বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশন
লক্ষ্মীপুর-১
জন্মতারিখ : ১৬.০৩.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-নারায়নপুর, ডাকঘর-দক্ষিন নারায়নপুর, থানা-রামগঞ্জ, জেলা-লক্ষ্মীপুর।
ই -মেইল: laxmipur.1@parliament.gov.bd

জনাব মোহাম্মদ নোমান
দল - জাতীয় পার্টি
লক্ষ্মীপুর-২
জন্মতারিখ : ২১.০৩.১৯৬০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.এ
পেশাঃ প্রাইভেট সার্ভিস: উপদেষ্টা
ঠিকানাঃ বাসা-৪০ (৩/এ), রোড-১, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা।
ই -মেইল: laxmipur.2@parliament.gov.bd

জনাব এ, কে, এম শাহজাহান কামাল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
লক্ষ্মীপুর-৩
ঠিকানাঃ বাড়ি-শরাফত আলী পন্ডিত, গ্রাম-লাহার কান্ডি, ডাকঘর+জেলা-লক্ষ্মীপুর।
ই -মেইল: laxmipur.3@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আবদুল্লাহ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
লক্ষ্মীপুর-৪
ঠিকানাঃ গ্রাম-বড়খেরী, পো-রামগতির হাট, উপজেলা-রামগতি, জেলা-লক্ষ্মীপুর।
ই -মেইল: laxmipur.2@parliament.gov.bd

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-১
জন্মতারিখ : ১২.০১.১৯৪৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি ইন মাইন ইঞ্জিনিয়ার
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-উত্তর ধুম, ডাকঘর-মহাজনহাট, উপজেলা-মীরসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম।
ই -মেইল: chittagong.1@parliament.gov.bd,

জনাব সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী
দল - বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন
চট্টগ্রাম-২
জন্মতারিখ : ২.১২.১৯৫৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গাউছিয়া রহমান মঞ্জিল, গ্রাম-আজিম নগর, ডাকঘর-ভান্ডারশরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
ই -মেইল: chittagong.2@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব মাহফুজুর রহমান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-৩
জন্মতারিখ : ০১.০৬.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.কম (মার্কেটিং)
পেশাঃ চেয়ারম্যান, প্রাইভেট সার্ভিস
ঠিকানাঃ এম সাহেবের বাড়ি, পো-মৌলভীবাজার, সন্দ্বিপ, চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ Chittagong.3@parliament.gov.bd

জনাব দিদারুল আলম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-৪
জন্মতারিখ : ০৬.০৪.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা/শিল্পপতি
ঠিকানাঃ ১৮৭৯, মোস্তাফা হাকিম ভবন, উত্তর কাট্টলী, চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.4@parliament.gov.bd

জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
দল - জাতীয় পার্টি
চট্টগ্রাম-৫
জন্মতারিখ : ২০.১২.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ব্যারিস্টার এট ল
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বাড়ি-০৭, রোড-১১৭, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
ই -মেইলঃ chittagong.4@parliament.gov.bd,

জনাব এ, বি, এম, ফজলে করিম চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-৬
জন্মতারিখ : ০৬.১১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস), এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ বক্স আলী চৌধুরী বাড়ি, ডাকঘর-গহিরা, উপজেলা-রাউজান, জেলা-চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.5@parliament.gov.bd,

জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-৭
জন্মতারিখ : ০৫.০৬.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পি.এইচ.ডি
পেশাঃ শিক্ষক ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-সুখবিলাস, ডাকঘর-উত্তর পদুয়া, উপজেলা-রাঙ্গুনিয়া, জেলা-চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.6@parliament.gov.bd

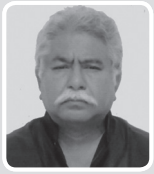

জনাব মইন উদ্দীন খান বাদল
দল - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
চট্টগ্রাম-৮
জন্মতারিখ : ২১.০২.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অর্নাস)
পেশাঃ কৃষি
ঠিকানাঃ ভবন নং-০৪, ফ্লাট নং-৮০৩, ন্যাম ভবন, মানিকমিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
ই -মেইলঃ chittagong.8@parliament.gov.bd

জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ (বাবলু)
দল - জাতীয় পার্টি
চট্টগ্রাম-৯
জন্মতারিখ : ৩১.১২.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ (ইংরেজি), এল.এল.বি।
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ বাড়ি-৮, রোড-১২৪,গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
ই -মেইলঃ chittagong.9@parliament.gov.bd

জনাব মোঃ আফছারুল আমীন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-১০
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.বি.বি.এস
পেশাঃ ডাক্তার
ঠিকানাঃ ডাঃ ফজলুল আমীনের বাড়ি, গ্রামঃ দক্ষিণ কাট্টলী, ডাকঘরঃ কাস্টম একাডেমি, থানাঃ পাহাড়তলী, জেলাঃ চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.10@parliament.gov.bd

জনাব এম. আবদুল লতিফ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-১১
জন্মতারিখ : ১০.০৩.১৯৫৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ লেদার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ হক ভিলা, ১০৭ ফকিরহাট, পশ্চিম গোসাইলডাঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.11@parliament.gov.bd,

জনাব সামশুল হক চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম- ১২
জন্মতারিখ : ২০.০৭.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.কম
পেশাঃ শিল্পপতি
ঠিকানা-গ্রাম-রশিদাবাদ (আজগর আলী চৌধুরী বাড়ি) ডাকঘর-শোভনদন্ডী, উপজেলা-পটিয়া, চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.11@parliament.gov.bd,

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-১৩
জন্মতারিখ : ১৮.০২..১৯৬৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.বি.এ
পেশাঃ শিল্পপতি
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-হাইলধর, উপজেলা-আনোয়ারা, জেলা-চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.13@parliament.gov.bd,

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-১৪
জন্মতারিখ : ০১.০২.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (পাস)
পেশাঃ ঠিকাদার (১ম শ্রেণি)
ঠিকানাঃ মুন্সি কেরামত আলী চৌধুরী বাড়ি, কাঞ্চননগর, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.14@parliament.gov.bd.

জনাব আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামউদ্দিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-১৫
জন্মতারিখ : ১৫.০৮.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ (আরবি সাহিত্য), পিএইচডি
পেশাঃ অধ্যাপনা
ঠিকানাঃ গ্রামঃ বাবুনগর, মক্কার বাড়ি, মাদার্শা, ডাকঃ দেওদিঘী, থানাঃ সাতকানিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.15@parliament.gov.bd

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
চট্টগ্রাম-১৬
জন্মতারিখ : ২০.১২.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ কবির চেয়ারম্যান বাড়ি, পাইরাং (পশ্চিমাংশ), ডাকঘর-জালিয়াঘাটা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ chittagong.16@parliament.gov.bd

জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ
দল - জাতীয় পার্টি
কক্সবাজার-১
জন্মতারিখ : ১৮.১০.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ফাজিল (মাদ্রাসা বোর্ড)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ কাহারিয়া ঘোনা, আব্দুল হক মাষ্টার পাড়া, চকরিয়া, কক্সবাজার।
ই -মেইলঃ cox' sbazar.1@parliament.gov.bd

জনাব আশেক উল্লাহ রফিক
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কক্সবাজার-২
জন্মতারিখ :২৪.০৭.১৯৭১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.কম (অর্থবিজ্ঞান)
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ জাগিরা ঘোনা, বড় মহেশখালী, কক্সবাজার।
ই -মেইলঃ cox' sbazar.2@parliament.gov.bd

জনাব সাইমুম সরওয়ার কমল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কক্সবাজার-৩
ঠিকানাঃ ওসমান ভবন, মন্ডল পাড়া, পোঃ রামু, উপজেলা-রামু, জেলাঃ কক্সবাজার।
ই -মেইলঃ cox' sbazar.3@parliament.gov.bd

জনাব আব্দুর রহমান বদি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কক্সবাজার-৪
জন্মতারিখ : ০৪.০১.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ চৌধুরীপাড়া, ডাকঘর+উপজেলা-টেকনাফ, জেলা-কক্সবাজার।
ই -মেইলঃ cox' sbazar.4@parliament.gov.bd

জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
পার্বত্য খাগড়াছড়ি
জন্মতারিখ : ০৪.১১.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ কৃষি ও ব্যবস।
ঠিকানাঃ থানাপাড়া, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি।
ই -মেইলঃ khagrachari@parliament.gov.b

জনাব ঊষাতন তালুকদার
দল - স্বতন্ত্র
পার্বত্য রাঙ্গামাটি
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ কৃষি ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ কলেজ গেইট, ডাকঘর-রাঙ্গামাটি, থানা-কোতায়ালী, জেলা-রাঙ্গামাটি পার্বত্য।
ই -মেইলঃ khagrachari@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

মোছা: সেলিনা জাহান লিটা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১
জন্মতারিখ : ০৮.১২.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ (বাংলা)
পেশাঃ অধ্যাপনা
ঠিকানাঃ রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
ই -মেইল: seat.1@parliament.gov.bd

সফুরা বেগম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২
জন্মতারিখ : ১১.০৩.১৯৫৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ বাড়ি-১/১৫২, তালুক খুটামারা দঃ, উকিলপাড়া, লালমনিরহাট।
ই -মেইল: seat.2@parliament.gov.bd

বেগম হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ বাসা-৪৮১/ক, ডুয়ার্সলেন, জি এল রায় রোড ১/৫, রংপুর।
ই -মেইল: seat.3@parliament.gov.bd

এড্ উম্মে কুলসুম স্মৃতি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৪
জন্মতারিখ : ০১.০৬.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল এল বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রামঃ জামালপুর, থানা-পলাশবাড়ী, জেলা-গাইবান্ধা।
ই -মেইল: seat.4@parliament.gov.bd

মহিলা আসন-৫০
খোরশেদ আরা হক
দল - জাতীয় পার্টি
কার্যকাল: প্রথম
ঠিকানাঃ কলাতলী হ্যাছারী জোন কক্সবাজার।
ই -মেইল: seat.50@parliament.gov.bd

বেগম আখতার জাহান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৫
জন্মতারিখ : ০১.০৭.১৯৫২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ (বাংলা), এম.এ (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান)
পেশাঃ রাজনীতি ও সমাজসেবা
ঠিকানাঃ বাড়ি-২৭৯, উপশহর হাউজিং এস্টেট, সেক্টর-২, থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী।
ই -মেইল: seat.5@parliament.gov.bd

বেগম সেলিনা বেগম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৬
জন্মতারিখ : ০১.০৬.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বশিক্ষিত
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ স্টেশন রোড, সিরাজগঞ্জ।
ই -মেইল: seat.6@parliament.gov.bd

বেগম সেলিনা আখতার বানু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৭
ঠিকানাঃ গ্রাম: ছাতিয়ান, পো: মটমূড়া, উপজেলা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর।
ই -মেইল: seat.7@parliament.gov.bd

বেগম লায়লা আরজুমান বানু
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৮
জন্মতারিখ : ১৫.০৮..১৯৫১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ রাজনীতি, ব্যবসা ও বাড়ি ভাড়া
ঠিকানাঃ ২/৬, আর এ খান চৌধুরী সড়ক, থানাপাড়া দক্ষিণ অংশ, কুষ্টিয়া।
ই -মেইল: seat.8@parliament.gov.bd

বেগম শিরিন নাঈম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৯
জন্মতারিখ : ২৪.০৪.১৯৫৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বশিক্ষিত
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ মাঝেন পাড়া, জোয়ার্দ্দার পাড়া, চুয়াডাঙ্গা।
ই -মেইল: seat.9@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম কামরুল লায়লা জলি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১০
জন্মতারিখ : ৩০.১১.১৯৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবি
ঠিকানাঃ সৈয়দ আতর আলী রোড, পশু হাসপাতাল পাড়া, মাগুরা।
ই -মেইলঃ seat.10@parliament.gov.bd

বেগম হেপী বড়াল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১১
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ শালতলা, বাগেরহাট।
ই -মেইলঃ seat.11@parliament.gov.bd

বেগম রিফাত আমিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১২
জন্মতারিখ : ২১.০৪.১৯৫৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ মুনজিৎপুর, সাতক্ষীরা-৯৪০০।
ই -মেইলঃ seat.12@parliament.gov.bd

বেগম নাসিমা ফেরদৌসী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১৩
জন্মতারিখ : ০৩.০৪.১৯৬২
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ গ্রাম-পাথরঘাটা, পো:-পাথরঘাটা, থানা-পাথরঘাটা, জেলা-বরগুনা।
ই -মেইলঃ seat.13@parliament.gov.bd

মিসেস লুৎফুন নেছা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১৪
জন্মতারিখ : ২৫.১২.১৯৮৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৮ম শ্রেণি
পেশাঃ রাজনীতি ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ ৮৩, পুরান বাজার, পটুয়াখালী।
ই -মেইলঃ seat.14@parliament.gov.bd

মমতাজ বেগম এড্ভোকেট
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১৫
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৬৩
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান). এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবি
ঠিকানাঃ মহিলা মাদ্রাসা রোড, উকিলপাড়া, ভোলা।
ই -মেইলঃ seat.15@parliament.gov.bd

বেগম তারানা হালিম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১৬
জন্মতারিখ : ১৬.০৮.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.এম
পেশাঃ রাজনীতি ও আইনজীবী
ঠিকানাঃ বাড়ি-১, সড়ক-৩৬, ফ্ল্যাট-এ/৩, বিজেন্সী রেডিয়েন্স, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
ই -মেইলঃ seat.16@parliament.gov.bd

মনোয়ারা বেগম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১৭
জন্মতারিখ : ০৩.০৭.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (পাস)
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ ৮৮৪, থানা পাড়া দক্ষিণ, প্রিন্স রোড, টাঙ্গাইল।
ই -মেইলঃ seat.17@parliament.gov.bd

বেগম মাহজাবিন খালেদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১৮
জন্মতারিখঃ ১৬.১২.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অনার্স)
পেশাঃ রাজীতি ও সমাজসেবা
ঠিকানাঃ রোড-৫৯, বাড়ি-১৮, গুলশান, ঢাকা।
ই -মেইলঃ seat.18@parliament.gov.bd

বেগম ফাতেমা জোহরা রাণী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-১৯
জন্মতারিখ : ১১.০৭.১৯৫৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ ১৩৭ আর.কে মিশন রোড, নওমহল, ময়মনসিংহ।
ই -মেইলঃ seat.19@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

দিলারা বেগম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২০
জন্মতারিখ: ০৭.০১.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, বি.এড
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি প্রধান শিক্ষক
ঠিকানাঃ ২৮, পি,টি,আই দক্ষিণ রোড, আখড়াবাজার, কিশোরগঞ্জ।
ই -মেইল: seat.20@parliament.gov.bd

বেগম ফাতেমা তুজ্জহুরা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২১
ঠিকানাঃ গ্রাম-ঢাকলহাটী, ডাকঘর-শেরপুর শহর, জেলা-শেরপুর।
ই -মেইল: seat.21@parliament.gov.bd

বেগম ফজিলাতুন নেসা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২২
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-ভবেরচর, কলেজ রোড, সাতকাহনিয়া, উপজেলা-গজারিয়া, জেলা-মুন্সীগঞ্জ।
ই -মেইল: seat.22@parliament.gov.bd

বেগম পিনু খান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২৩
জন্মতারিখ: ০২.০২.১৯৫৪
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক (সমাজ বিজ্ঞান)
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম-কাহুর, পো:-নবাবগঞ্জ, উপজেলা-নবাবগঞ্জ, জেলা-ঢাকা।
ই -মেইল: seat.23@parliament.gov.bd

বেগম সানজিদা খানম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২৪
ঠিকানাঃ ১৭২২, হাজী কে আলী রোড, পূর্ব জুরাইন, কদমতলী, ঢাকা।
ই -মেইল: seat.24@parliament.gov.bd

বেগম নিলুফার জাফর উল্লাহ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২৫
জন্মতারিখ: ০৬.০৬.১৯৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার
পেশাঃ আর্কিটেক্ট
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-কাউলীবেড়া, উপজেলা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর।
ই -মেইল: seat.25@parliament.gov.bd

বেগম রোকসানা ইয়াসমিন ছুটি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২৬
জন্মতারিখ : ০১.০৭.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্নাতক
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ শকুনী, কলেজ রোড, মাদারীপুর।
ই -মেইল: seat.26@parliament.gov.bd

এডভোকেট নাভানা আক্তার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২৭
জন্মতারিখ: ০৯.০২.১৯৭৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.সি, এল.এল.বি
পেশাঃ আইজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম-বাহির কুশিয়া, ডাকঘর-ঘড়িসার, উপজেলা-নড়িয়া, জেলাঃ শরীয়তপুর।
ই -মেইল: seat.27@parliament.gov.bd

বেগম আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান), এল.এল.বি
পেশাঃ আইনবিদ ও সমাজসেবা
ঠিকানাঃ হাসপাতাল সড়ক, হবিগঞ্জ।
ই -মেইল: seat.28@parliament.gov.bd

শামছুন নাহার বেগম (এডভোকেট)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-২৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী ও সমাজসেবা
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-উজানীগাঁও, থানা-দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জেলা-সুনামগঞ্জ।
ই -মেইল: seat.29@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম ফজিলাতুন নেসা বাপ্পি
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩০
জন্মতারিখ: ৩১.১২.১৯৭০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এল.এম, পি.এইচ. ডি (গবেষক)
পেশাঃ আইনজীবী ও রাজনীতি
ঠিকানাঃ গ্রাম-বাবরা, ডাকঘর-নওয়াগ্রাম, কালিয়া, নড়াইল।
ই -মেইলঃ seat.30@parliament.gov.bd

বেগম ওয়াসিকা আয়শা খান
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩১
ঠিকানাঃ বংশাল বাড়ি ৭, আয়সা খাতুন লেন, চন্দনপুরা,
চকবাজার, চট্টগ্রাম।
ই -মেইলঃ seat.31@parliament.gov.bd

জাহান আরা বেগম সুরমা
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩২
জন্মতারিখ : ২৭.০২.১৯৫৮
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ সাংবাদিকতা
ঠিকানাঃ ইলোরা, বাঁশপাড়া কোয়ার্টার, ট্রাঙ্ক রোড, ফেনী।
ই -মেইলঃ seat.32@parliament.gov.bd

ফিরোজা বেগম (চিনু)
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩৩
জন্মতারিখ: ২৩.০২.১৯৬১
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা
ঠিকানাঃ ভেদভেদি মুসলিমপাড়া, ভেদভেদি রাঙ্গামাটিয়া, পার্বত্য জেলা।
ই -মেইলঃ seat.33@parliament.gov.bd

মিসেস আমিনা আহমেদ
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩৪
ঠিকানাঃ ভূঁইয়া বাড়ি, গ্রাম+ডাকঘর-এলাহাবাদ,
থানা-দেবীদ্বার, জেলা-কুমিল্লা।
ই -মেইলঃ seat.34@parliament.gov.bd

বেগম সাবিনা আক্তার তুহিন
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩৫
জন্মতারিখ: ০৩.০৫.১৯৭৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি
পেশাঃ ব্যবসা, প্রথম শ্রেণির ঠিকাদারী, আমদানী ও রপ্তানীকারক
ঠিকানাঃ ১-এ/৬-৭, মীরপুর, শাহআলী, ঢাকা-১২১৬।
ই -মেইলঃ seat.35@parliament.gov.bd

বেগম রহিমা আখতার
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পি.জি.সি.ই (ইউনিভার্সিটি অব নর্থ লন্ডন)
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা
ঠিকানাঃ ৯৯/১, চৌয়ালা, নরসিংদী পৌর এলাকা।
ই -মেইলঃ seat.36@parliament.gov.bd

বেগম হোসনে আরা বেগম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩৭
জন্মতারিখ: ৩১.১২.১৯৬৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এল.এলএম (ডি.ইউ)
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ ২৭, বি, দাস রোড, ডাইলপট্টি, নারায়ণগঞ্জ।
ই -মেইলঃ seat.37@parliament.gov.bd

বেগম কামরুন নাহার চৌধুরী
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৩৮
জন্মতারিখ: ০৭.০১.১৯৬০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি
পেশাঃ রাজনীতি, সমাজসেবা ও ব্যবসা
ঠিকানাঃ শ্যামলী রিং রোড, ফ্ল্যাট-১, ৫ম তলা, ঢাকা।
ই -মেইলঃ seat.38@parliament.gov.bd

বেগম হাজেরা খাতুন
দল - ওয়ার্কার্স পার্টি
মহিলা আসন-৩৯
জন্মতারিখ: ৩১.০৭.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা
ঠিকানাঃ বাসা-২৪, রোড-১১ (নতুন), ধানমন্ডি।
ই -মেইলঃ seat.39@parliament.gov.bd

১০ম জাতীয় সংসদ সদস্য তালিকা

বেগম লুৎফা তাহের
দল - জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ
মহিলা আসন-৪০
জন্মতারিখ: ৩১.০৭.১৯৪৭
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এস.সি
পেশাঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা
ঠিকানাঃ ৬/২২, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
ই -মেইল: seat.40@parliament.gov.bd

বেগম মাহজাবীন মোরশেদ
দল - জাতীয় পার্টি
মহিলা আসন-৪৫
ঠিকানাঃ ২৬০, ইব্রাহীম মিঞার বাড়ি,
মাঝির ঘাট রোড,
চট্টগ্রাম।
ই -মেইল: seat.45@parliament.gov.bd

বেগম কাজী রোজী
দল - স্বতন্ত্র
মহিলা আসন-৪১
জন্মতারিখ: ০১.০১.১৯৪৯
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ (অনার্স), এম.এ
পেশাঃ কবি, গীতিকবি, নাট্যকার, ছড়াকার
এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা
ঠিকানাঃ গ্রাম: তেতুলিয়া, পো: তালা, জেলা: সাতক্ষীরা।
ই -মেইল: seat.41@parliament.gov.bd

বেগম মেরিনা রহমান
দল - জাতীয় পার্টি
মহিলা আসন-৪৬
ঠিকানাঃ গ্রাম+ডাকঘর-মাগুড়া, উপজেলা:
কিশোরগঞ্জ,
জেলা: নীলফামারী।
ই -মেইল: seat.46@parliament.gov.bd

নূরজাহান বেগম
দল - স্বতন্ত্র
মহিলা আসন-৪২
ঠিকানাঃ গ্রাম: ছয়ছিলা, পো: লোধপাড়া,
থানা: হাজিগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর।
ই -মেইল: seat.42@parliament.gov.bd

বেগম রওশন আরা মান্নান
দল - জাতীয় পার্টি
মহিলা আসন-৪৭
ঠিকানাঃ গ্রাম: কাপ্তানবাজার, তাজ রওশন
মঞ্জিল, কুমিল্লা।
ই -মেইল: seat.47@parliament.gov.bd

বেগম উম্মে রাজিয়া কাজল
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৪৩
জন্মতারিখ: ০১.০২.১৯৬৬
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.এ, এল.এল.বি
পেশাঃ আইনজীবী
ঠিকানাঃ গ্রাম: প্রভাকরদী, ডাকঘর+উপজেলা-মুকসুদপুর,
জেলা-গোপালগঞ্জ।
ই -মেইল: seat.43@parliament.gov.bd

শাহানারা বেগম
দল - জাতীয় পার্টি
মহিলা আসন-৪৮
জন্মতারিখ: ২৯.০৫.১৯৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, বি.এড
পেশাঃ শিক্ষকতা
ঠিকানাঃ বাড়ি-২, রোড-১, মুন্সিপাড়া, রংপুর-৫৪০০।
ই -মেইল: seat.48@parliament.gov.bd

বেগম নুর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী
দল - জাতীয় পার্টি
মহিলা আসন-৪৪
জন্মতারিখ : ০১.০১.১৯৪৫
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ
পেশাঃ সমাজ সেবা ও রাজনীতি
ঠিকানাঃ গোরস্থানপাড়া, আর কে রোড, কুড়িগ্রাম।
ই -মেইল: seat.44@parliament.gov.bd

সাবিহা নাহার বেগম
দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মহিলা আসন-৪৯
জন্মতারিখ: ১৫.০১.১৯৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ
পেশাঃ রাজনীতি
ঠিকানাঃ ৪৩/৩, চামেলীবাগ, শান্তিনগর,
ফ্ল্যাট-ডি/২, ঢাকা-১২১৭।
ই -মেইল: seat.49@parliament.gov.bd

১৬ কোটি মানুষের কথা বলবে, ৩৫০ জন জনপ্রতিনিধি
জানতে জানাতে ...

পার্লামেন্ট ফেইসের নিয়মিত আয়োজন

জন প্রতিনিধিদের কথা

আমরা আসছি
আপনার কাছে....
জানতে এবং জানাতে

চোখ রাখুন পাতা নাম্বর -৫৮

M

MITHILAZ

Estd. 2016

Fashion & Jewelry www. Mithilaz.com

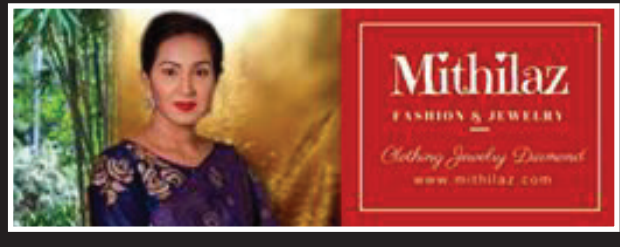

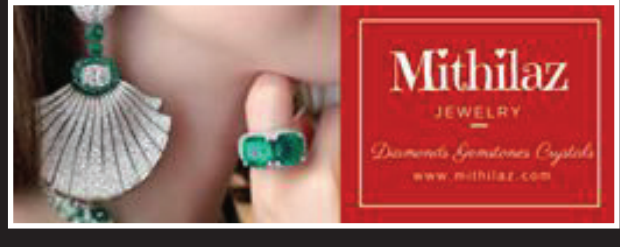

MASUMA AKTER

Advocate Supreme Court of Bangladesh

&

Women Entreprener

Intone Ultra

- Higher Coverage
- Excellent Scrub Resistance
- Durable Finish
- Highly Washable

www.rakpaintsbd.com

Careline: 09-678-111-222

/rakpaintsbd

SMARTEX®
EID
COLLECTION
2018
smartex Like
www.smartex-bd.com